তৃতীয় খণ্ড।

বেদান্তপ্রস্থান—প্রথমানুষ্ঠান।

শাস্ত্রসার-সংগ্রহ।

অর্থাৎ

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

মূল ৫৭—৮০ পৃঃ
টীকা ৯—১৬ ,,

সিদ্ধান্তলেশঃ

মূল ৫৭—৮০ পৃঃ
টীকা ৯—১৬ ,,

অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্

মূল ৫৭—৮ [illegible]
টীকা ৯ [illegible] ,,

চিৎসুখী

[illegible]

অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ। [illegible]

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্বত্বাধিকারী—শাস্ত্রসার পব্লিশিং কোং।

প্রকাশক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৪ নং আরপুলি লেন বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের নিকট, এবং

লোটাস্ লাইব্রেরী, ২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৩৮।

অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য এবং অসত্ত্বটী সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য, তাহা হইলে বলিব যে, ঐ দুই প্রকার ব্যাঘাতদোষের সমর্থনার্থ প্রদর্শিত হেতুটী আদৌ সঙ্গত নহে। দেখ, তুমি বলিতেছ, যেহেতু সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য, এবং অসত্ত্ব যেহেতু সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য, সেইহেতু সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবদ্বয় এক স্থানে থাকিতে পারে না। ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত নিয়মে ব্যভিচার রহিয়াছে। যেমন, অশ্বত্ব যেখানে থাকে গোত্বাভাব সেখানে থাকে, সুতরাং অশ্বত্ব গোত্বাভাবের ব্যাপ্য; এবং গোত্ব যেখানে থাকে অশ্বত্বাভাবও সেখানে থাকে, সুতরাং গোত্বও অশ্বত্বাভাবের ব্যাপ্য; কিন্তু এইভাবে গোত্বাভাব এবং অশ্বত্বের মধ্যে এবং অশ্বত্বাভাব ও গোত্বের মধ্যে পরস্পরের ব্যাপ্যরূপতা থাকিলেও উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুতে গোত্বের অভাব যেমন থাকে, অশ্বত্বের অভাবও তদ্রূপ থাকে। সুতরাং, বস্তুদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরাভাবের ব্যাপ্যরূপতা থাকিলেও ঐ বস্তুদ্বয়ের অভাব দুইটীও একই স্থলে আবার থাকিতে পারে। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও দেখ, সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য এবং অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য হইলেও, অর্থাৎ সত্ত্ব যেখানে থাকে সেখানে অসত্ত্বাভাব থাকিলেও এবং অসত্ত্ব যেখানে থাকে সেখানে সত্ত্বাভাব থাকিলেও সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাব দুইটী একত্র অন্য স্থলে, অর্থাৎ শুক্তিরূপ্যে যে থাকিবে, তাহাতে আর বাধা কি? অতএব যে যুক্তিবলে সত্ত্বাভাব এবং অসত্ত্বাভাবের মধ্যে পরস্পরের একত্র অনবস্থানরূপ যে ব্যাঘাতদোষ দেখাইতে যাইতেছিলে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইল।

সুতরাং, তোমারই উদ্ভাবিত মিথ্যাত্বলক্ষণের যে দ্বিতীয় কল্প, অর্থাৎ সত্ত্বাভাব এবং অসত্ত্বাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই মিথ্যাত্ব—ইত্যাদি যে দ্বিতীয় কল্প, তাহাকে যদি আমি সাধ্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে তাহার উপর তুমি ব্যাঘাতদোষ প্রদর্শন করিবার জন্য যে তিন প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহার কোনটীই নির্দ্দোষ হইল না। আর তাহার ফলে যাহাতে সত্ত্বের অভাব এবং অসত্ত্বের অভাব থাকে, তাহাই আমারও অভীষ্ট মিথ্যা পদার্থ হইল। অবশ্য এস্থলে সত্ত্ব শব্দের অর্থ—ত্রিকালাবাধ্যত্ব এবং অসত্ত্ব শব্দের অর্থ—সত্য বলিয়া কোন আশ্রয়ে প্রতীত হইবার যোগ্যত্বের অভাব— এইমাত্র। সত্ত্বাভাবটী যে অসত্ত্ব নহে, তাহা বুঝিতে হইবে।

প্রথমমিথ্যাত্বনির্ব্বচন—দ্বিতীয় কল্প।

সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং বা সাধ্যম্। ৫৬। তথা উভয়াত্মকত্বে অন্যতরাত্মকত্বে বা তাদৃগ্‌ভেদাসম্ভবেন তাভ্যাম্ অর্থান্তরানবকাশঃ। ৫৭।

ন চ অসত্ত্বব্যতিরেকাংশস্য অসদ্‌ভেদস্য চ প্রপঞ্চে সিদ্ধত্বেন অংশতঃ সিদ্ধসাধনম্ ইতি বাচ্যম্। ৫৮। "গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং সমানাধিকৃতত্বাৎ" ইতি ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে তার্কিকাদ্যঙ্গীকৃতস্য ভিন্নত্বস্য সিদ্ধৌ অপি উদ্দেশ্যপ্রতীত্যসিদ্ধেঃ যথা ন সিদ্ধসাধনম্, তথা প্রকৃতে অপি মিলিতপ্রতীতেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনম্। ৫৯। যথা তত্রাভেদে 'ঘটঃ কুম্ভঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যপ্রতীতেঃ অদর্শনেন মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা, তথা প্রকৃতে অপি সৎ রহিতে তুচ্ছে দৃশ্যত্বাদর্শনেন মিলিতস্য তৎপ্রয়োজকতয়া মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা ইতি সমানম্। ৬০।

অনুবাদ। অথবা সৎপ্রতিযোগক ভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগক ভেদ এই দুইটাই মিলিত হইয়া সাধ্য হইবে।৫৬। আর তাহা হইলে প্রপঞ্চ যদি উভয়াত্মক হয় বা অন্যতরাত্মক হয়, তবে সেই প্রপঞ্চে তাদৃশ ভেদ অসম্ভব হয় বলিয়া সেই উভয়াত্মকত্ব এবং অন্যতরাত্মকত্ব-প্রযুক্ত অর্থান্তররূপ দোষের অবকাশ হইল না। ৫৭।

আর এইকল্পে অসত্ত্বের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব,এবং অসতের ভেদ প্রপঞ্চে সিদ্ধ আছে বলিয়া অংশতঃ সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়, ইহাও বলা যায় না। ৫৮।

'উদ্দেশ্যপ্রতীত্যসিদ্ধেঃ' শব্দের অর্থ—যেরূপ সাধ্যকে উদ্দেশ্য অর্থাৎ লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ নহে বলিয়া।

'সমানাধিকৃতত্ব' শব্দের অর্থ—সমান বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্টত্ব অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণবৃত্তিত্ব। যেমন, ঘটঃ নীলঃ, এখানে গুণবাচক শব্দটী হইল নীল এবং দ্রব্যবাচক-শব্দ হইল ঘট। এখানে ঘটশব্দের উত্তর যে বিভক্তি রহিয়াছে, নীল শব্দের উত্তরও সেই বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া ঘট ও নীল পরস্পর সমানাধিকৃত হইল। এইরূপ সমানাধিকৃতত্বটীকেই এস্থলে ভিন্নাভিন্নত্বরূপ সাধ্যের হেতু করা হইয়াছে।

"গুণাদি গুণিপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, যেহেতু সমানাধিকৃত" এইরূপ দ্রব্যগুণাদির পরস্পর ভেদাভেদবাদিগণের প্রয়োগে তার্কিকাদির অঙ্গীকৃত ভেদরূপ অংশটী সিদ্ধ হইলেও উদ্দেশ্যভূত প্রতীতির অসিদ্ধিনিবন্ধন যেমন সিদ্ধসাধন হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও মিলিত প্রতীতিরই উদ্দেশ্যত্বপ্রযুক্ত সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হইল না।৫৯। যেমন, তত্ত্বতঃ অর্থাৎ আত্যন্তিক অভেদ-স্থলে 'ঘটই কুম্ভ' এই প্রকার সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া উক্তস্থলে মিলিতসিদ্ধিই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও সত্ত্বরহিত তুচ্ছ বস্তুতে দৃশ্যত্বরূপ হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া মিলিত যে দুইটী ভেদ, তাহারই (দৃশ্যত্বের প্রতি) প্রয়োজকত্বপ্রযুক্ত মিলিতসিদ্ধিই উদ্দেশ্য হয়; এই হেতু উক্ত দৃষ্টান্তের সহিত প্রকৃতস্থলের সাম্য আছে। ৬০।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, মিথ্যাত্ব শব্দের অর্থ যদি অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে তাহা তিন রূপ হইতে পারে, যথা—

প্রথম—অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বের অভাব,

দ্বিতীয়—সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়, এবং

তৃতীয়—সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাব; এবং ইহাদের কোন পক্ষটীই সঙ্গত হইতে পারে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী (৫২ পৃষ্ঠায়) প্রথম মিথ্যাত্বনির্ব্বচন-প্রসঙ্গে উক্ত দ্বিতীয় কল্পটী অর্থাৎ "সত্ত্বের অভাব এবং অসত্ত্বের অভাব রূপ যে ধর্ম্মদ্বয়, তাহাই মিথ্যাত্ব" বলিয়া স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না—ইহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ ধর্ম্ম দুইটীর অত্যন্তাভাব-দ্বয়ই মিথ্যাত্ব, এইভাবে মিথ্যাত্বের নির্ব্বচন করিলে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা সিদ্ধান্তী নিরাকরণ করিয়াছেন; এক্ষণে সিদ্ধান্তী, উক্ত সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের আশ্রয়স্বরূপ যে ধর্ম্মী দুইটী, তাহাদের ভেদ, অর্থাৎ অন্যোন্যা-ভাবদ্বয়কে মিথ্যাত্বের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে যে কোন দোষ হয় না, তাহাই এই 'প্রথম মিথ্যাত্ব-নির্ব্বচনের দ্বিতীয় কল্পদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন।

কিন্তু, প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে, গ্রন্থকার এরূপ দ্বিতীয় কল্পের প্রদর্শন করিলেন কেন?

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বিষয়টীকে সর্ব্বতোভাবে বুঝান। দেখা যায়, ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে একটী সিদ্ধান্ত আছে যে, ধর্ম্মীর ভেদ এবং ধর্ম্মের অত্যন্তা-

ভাব একই স্থানে থাকে এবং ফলতঃ একই পদার্থ হয়। যেমন, "ঘটত্বং নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবটী যেখানে থাকে সেখানে "ঘটো ন" এই অন্যোন্যাভাবটীও থাকে। কারণ, "ঘটত্বং নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবটী ঘটভিন্ন পটাদি সর্ব্বত্রই থাকে, এবং "ঘটো ন" এই অন্যোন্যাভাবটীও ঘটভিন্ন যে পটাদি, সেই সমুদায় স্থলেই থাকে, আর তজ্জন্য ইহাদিগকে একই পদার্থ বলা হইয়া থাকে। এখন ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে যাহার পরিচয়ে ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবের উল্লেখ আবশ্যক হইয়াছে, তাহার পরিচয়ে ধর্ম্মীর ভেদের উল্লেখও আবশ্যক হইবে। যাহাকে উভয় প্রকারে বুঝাইতে পারা যায়, তাহাকে একটীমাত্র প্রকারে বুঝাইলে গ্রন্থকারের ন্যূনতা সম্ভাবিত হইতে পারে। বস্তুতঃ, সেই সম্ভাবিত ন্যূনতা পরিহার করিবার জন্যই গ্রন্থকার এই দ্বিতীয় কল্পের অবতারণ করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক, এই প্রসঙ্গে কি বলা হইল? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়ের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই মিথ্যাত্ব" এখন বলা হইতেছে যে "সৎ এবং অসৎ এই উভয়ের যে ভেদদ্বয় তাহাই মিথ্যাত্ব।" পূর্ব্বে সতের ধর্ম্ম সত্ত্ব, এবং অসতের ধর্ম্ম অসত্ত্ব এই উভয় ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবদুইটীকে মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছিল, এখন বলা হইল যে, সত্ত্বরূপধর্ম্মের আশ্রয় বা ধর্ম্মী যে সদ্‌বস্তু এবং অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় বা ধর্ম্মী যে অসদ্‌বস্তু, তাহাদের যে ভেদদ্বয় তাহাই মিথ্যাত্ব। অর্থাৎ, যাহা সৎও নহে, এবং যাহা অসৎও নহে, তাহাই "মিথ্যা।"

অবশ্য এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে, এস্থলে "সৎ" শব্দের দ্বারা পারমার্থিক সৎকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, এবং যাহা কোন ধর্ম্মীতে কোন সময়ে সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার যোগ্য নহে, অসৎ শব্দ দ্বারা তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মিথ্যা বলিতে বেদান্তী এইরূপ সদসদ্‌-বিলক্ষণকেই বুঝিয়া থাকেন। মিথ্যা বলিতে তাঁহারা গগন-কুসুমের ন্যায় অলীক বস্তুকে বুঝেন না। জগৎ-প্রপঞ্চকে যে বেদান্তী মিথ্যা বলেন, তাহা তাঁহারা এইরূপ অভিপ্রায়েই বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, এস্থলে তাহা হইলে বলা হইল যে, সতের ভেদ এবং অসতের ভেদরূপ ভেদদ্বয়ই মিথ্যাত্ব-শব্দপ্রতিপাদ্য এবং তাহাই সাধ্য। অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল—

সত্ব এবং অসত্বের অত্যন্তাভাবদ্বয়ই মিথ্যাত্ব।

এখন হইল—

৫ সতের ভেদ এবং অসতের ভেদদ্বয়ই মিথ্যাত্ব।

আর তাহা হইলে এস্থলে পক্ষ হইল—জগৎ প্রপঞ্চ, এবং সাধ্য হইল—সতের এবং অসতের ভেদদ্বয়রূপ মিথ্যাত্ব। ন্যায়ের ভাষায় ইহাকে সৎ-প্রতিযোগিক ভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগিক ভেদ বলা হয়। প্রতিযোগী শব্দের অর্থ—যাহার অভাব কথিত হয় তাহা। অভাব সামান্যতঃ দুইপ্রকার, যথা—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ। সংসর্গাভাব তিনপ্রকার, যথা, প্রাগভাব, ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব। "ঘটো ভবিষ্যতি" বলিলে প্রাগ-ভাবকে বুঝায় এবং "ঘটো ধ্বস্ত" বলিলে ধ্বংসকে বুঝায় এবং "ঘটো নাস্তি" বলিলে অত্যন্তাভাবকে বুঝায় এবং "পটঃ ঘটো ন" অথবা "ঘটঃ পটঃ ন" বলিলে সেই অন্যোন্যাভাবকে বুঝায়। সুতরাং, সৎপ্রতিযোগিক ভেদ বলিতে সতের ভেদই বুঝাইল। ৫৬

আর ইহাই যদি হইল, অর্থাৎ সতের ভেদ এবং অসতের ভেদ মিলিত ভাবে যদি সাধ্য হইল, অর্থাৎ মিথ্যাত্ব হইল, তাহা হইলে জগৎপ্রপঞ্চকে যাঁহারা সৎ ও অসৎ এতদুভয়াত্মক বলিয়া সিদ্ধান্তমতের উপর অর্থান্তররূপ দোষপ্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কথাও সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, সিদ্ধান্তমতে জগৎপ্রপঞ্চকে সৎ ও অসৎ এই উভয় হইতে ভিন্নরূপ মিথ্যা বলা হইয়াছে। যাহা সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন, তাহা কি করিয়া সদসদাত্মক হইবে? যাহা, যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা কখন তাহা হইতে পারে না। অতএব জগৎপ্রপঞ্চকে যাঁহারা সদসদ্-রূপ বলেন, সেই ন্যায়পেটিকাকার বাচস্পতি প্রভৃতির মতে উপরি উক্ত সিদ্ধান্তমতের উপর অর্থান্তররূপ যে দোষারোপ, তাহাও ঘটিতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, জগৎপ্রপঞ্চকে সদসদাত্মকবাদী ন্যায়পেটিকাকার বাচস্পতির মতটী কিরূপ। কারণ, ইহা না বুঝিতে পারিলে তিনি কিরূপে সিদ্ধান্তমতে দোষারোপ করেন, তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারা যাইবে না।

ন্যায়পেটিকাকার বাচস্পতি বলেন যে, এই জগৎপ্রপঞ্চ সৎ এবং অসৎ এতদুভয়াত্মক। অর্থাৎ, ইহা সৎও বটে অসৎও বটে। জগৎপ্রপঞ্চের

যখন যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন ত তাহা সৎই বটে, কিন্তু, সেই সকল বস্তুও ত আবার ভ্রমের বিষয় হইতে পারে। শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া বুঝা যায় বটে, কিন্তু সময় সময় তাহাকে রজত বলিয়াও ত বুঝা হয়। অতএব জগৎপ্রপঞ্চকে এইভাবে সৎও বলা যাইতে পারে, এবং কখন কখন অসৎও বলা যাইতে পারে। একটী ভ্রমের দৃষ্টান্ত লইলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, জগৎপ্রপঞ্চ কি করিয়া সৎ ও অসৎ এতদুভয়াত্মক হইতে পারে।

দেখ, শুক্তিতে যখন রজতজ্ঞান হয়, তখন শুক্তি ও রজত উভয়ই যে অসৎ হয়, তাহা নহে; উহারা স্বরূপতঃ সৎই থাকে, কিন্তু উহাদের যে সংসর্গ বা সম্বন্ধ তাহাই অলীক হয়। এই সম্বন্ধ অলীক হয় বলিয়াই শুক্তিতে রজতজ্ঞানটীকে ভ্রমজ্ঞান বলা হয়। বলা বাহুল্য, ইহা অন্যথা-খ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকের মত; অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদী বেদান্তীর মতে রজত ও ঐ সম্বন্ধ বা সংসর্গটী ভ্রমজ্ঞানকালেই উৎপন্ন হয়, এবং যতক্ষণ ঐ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ ঐ সম্বন্ধ ও রজত বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহাদিগকে প্রাতিভাসিক সৎ বলা হয়, অলীক বলা হয় না। বেদান্তী অলীক বলিতে গগনকুসুমাদিকেই বুঝেন; অর্থাৎ কোন ধর্ম্মীতে যাহা কখনও সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার যোগ্য হয় না, তাহাই বেদান্তমতে অলীক হয়।

এখন অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে এই অলীক সংসর্গের সংসর্গিস্বরূপে ভাসমান যে রজত ও শুক্তি, তাহারা স্বরূপতঃ সৎ হইলে অলীক সংসর্গের সংসর্গী বলিয়া ফলতঃ অসৎই হইয়া থাকে। যাহা অলীকসংসৃষ্ট অর্থাৎ অলীকবিশিষ্ট তাহা অলীক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সৎ কখন অসদ্‌বিশিষ্ট হয় না, অর্থাৎ সৎ এবং অসতের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। অতএব শুক্তিতে রজতজ্ঞানকালে এই শুক্তি ও রজতের যে তাদাত্ম্য নামক সম্বন্ধ, তাহা অলীক হওয়ায়, সেই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের সংসর্গী যে শুক্তি ও রজত, তাহারাও সুতরাং অলীক হইল, অর্থাৎ অসৎ-পদবাচ্য হইল। কিন্তু, শুক্তি ও রজত ত স্বরূপতঃ সৎই থাকে। এজন্য শুক্তিতে রজতজ্ঞানকালে সৎ ও অসৎ এতদুভয়েরই স্ফুরণ হয়। এইভাবে জগৎপ্রপঞ্চের সকল বস্তুই সৎ এবং অসৎ এতদুভয়াত্মকই হইয়া থাকে। ইহাই হইল ন্যায়পেটিকাকারের মত।

এখন দেখা যাউক, এই মত অবলম্বন করিলে সিদ্ধান্তমতে অর্থাৎ সদসদ্-ভেদকেই যাঁহারা মিথ্যাত্ব বলেন, তাঁহাদের মতে কি করিয়া অর্থান্তর নামক দোষের আশংকা হয়, এবং কি করিয়াই বা তাহার পরিহার করা হয়?

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে অর্থান্তর শব্দের অর্থটীও বুঝা আবশ্যক, অর্থান্তর শব্দের অর্থ—অনভিপ্রেত অর্থের সিদ্ধি। যেমন, রাম ও শ্যামের মধ্যে যদি মতভেদ হয়, এবং রাম শ্যামকে যদি নিজ অভিপ্রেত বুঝাইতে যাইয়া এমন কোন শব্দপ্রয়োগ করে, যদ্দ্বারা শ্যামের মতই সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থলে রামের পক্ষে রামের উক্তিতে অর্থান্তর দোষ হয়, এবং শ্যামের পক্ষে রামের উক্তিতে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। সুতরাং, যেখানে অর্থান্তর থাকে, সেখানে প্রায়ই সিদ্ধ-সাধন দোষ থাকে। (বিশেষ বিবরণ মুক্তাবলীর সমবায়-সিদ্ধিপ্রকরণ মধ্যে দ্রষ্টব্য)।

এখন দেখা যাউক, প্রকৃত স্থলে এই অর্থান্তর-দোষের আপত্তি কি করিয়া হইতে পারে?

ন্যায়পেটিকাকারের মত অনুসরণ করিয়া শঙ্কা করা যাইতে পারে যে, যাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য মিথ্যাত্ব শব্দে সদসদ্ভেদই বুঝাইতে চাহেন, তাঁহারা ত ন্যায়পেটিকাকারের অভিমত বস্তুকেই সিদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করেন না। কারণ, ন্যায়পেটিকাকারের মতে যেহেতু প্রপঞ্চ সৎ এবং অসৎ এতদুভয়াত্মক, সেইহেতু ইহাতে অসত্ত্বাংশে সতের ভেদ আছে, এবং সত্ত্বাংশে অসতের ভেদ আছে, সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চে সৎ এবং অসৎ এতদুভয়ের ভেদই থাকিতেছে। আর ইহাই যদি বেদান্তীর মত হয়, তাহা হইলে তিনি ন্যায়পেটিকাকারের মতই প্রতিপাদন করিলেন, অর্থাৎ ফলতঃ বেদান্তীর পক্ষে সৎ ও অসতের ভেদকে মিথ্যাত্ব বলায় ন্যায়-পেটিকাকারের মত স্বীকারজন্য অর্থান্তর-দোষ হইল, এবং ন্যায়পেটিকাকারের পক্ষে বেদান্তীর উক্ত কথায় সিদ্ধসাধন-দোষ হইল। ইহাই হইল প্রকৃতস্থলে অর্থান্তর-দোষের আপত্তি।

যাহাহউক, ইহার উত্তরে বেদান্তী অর্থাৎ সদসদ্ভেদরূপ মিথ্যাত্ববাদী কি করিয়া উক্ত দোষনিবারণ করেন, তাহাই এইবার দ্রষ্টব্য।

বেদান্তী বলেন যে, এ দোষ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা বলেন

যে, তাঁহারা যে ভেদশব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আত্যন্তিক ভেদ। ইহা ন্যায়পেটিকাকারের সম্মত অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নবৃত্তি ভেদ নহে; অর্থাৎ, তাহা, যে বৃক্ষে মূলদেশে কপিসংযোগ হইয়াছে সেই বৃক্ষে শাখাপ্রদেশে বিদ্যমান কপিসংযোগীর ভেদের ন্যায় ভেদ, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি ভেদ নহে; পরন্তু, তাহা পটে ঘটের ভেদের ন্যায় সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বাংশিক অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি ভেদ। আর তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, ন্যায়পেটিকাকার, যেহেতু প্রপঞ্চে সদসতের এ প্রকার ভেদ স্বীকার করেন না, সেইহেতু বেদান্তীর পক্ষে উক্ত অনুমানে অর্থান্তর বা সিদ্ধ-সাধনদোষ হইতে পারে না। কারণ, ন্যায়পেটিকাকার যে ভেদ স্বীকার করেন, তাহার মধ্যে সদ্ভেদটী অসত্বাংশে এবং অসতের ভেদটী সত্বাংশে থাকে। অর্থাৎ সৎরূপ প্রপঞ্চে অসতের যে ভেদ, তাহা সত্বরূপ ধর্ম্মাবচ্ছেদে থাকে, এবং অসৎরূপ প্রপঞ্চে যে সতের ভেদ, তাহা অসত্বরূপ ধর্ম্মাবচ্ছেদে থাকে। অর্থাৎ শুক্তিতে যে সদ্ভেদ থাকে, তাহা শুক্তিরজতীয় অলীক যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের সংসর্গিত্বরূপ যে শুক্তিগত ধর্ম্ম, তদংশেই থাকে, এবং উহাতে যে অসদ্ভেদ বিদ্যমান থাকে, তাহা শুক্তিস্বরূপ যে সত্বাংশ, সেই অংশেই থাকে। সুতরাং, এই ন্যায়পেটিকাকারের মতে যে সদ্ভেদ এবং অসদ্ভেদ, তাহারা আত্যন্তিক ভেদ হইল না। বেদান্তী আত্যন্তিক ভেদকেই সিদ্ধ করিতে চাহেন বলিয়া তাঁহার মতে উক্ত অর্থান্তরদোষ হইল না। ইহাই হইল প্রপঞ্চের সদসৎ এই উভয়াত্মকত্ববাদীর মতে অর্থান্তর-দোষের নিরাকরণ।

এইবার দেখা যাউক, প্রপঞ্চ সদসদ্-অন্যতরাত্মক হইলে অর্থাৎ কেবল সৎ হইলে অথবা কেবল অসৎ হইলে তন্মতানুসারে বেদান্তীর মতে কি প্রকারে অর্থান্তর-দোষের প্রসক্তি হয়, এবং তাহার পরিহারই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, প্রপঞ্চকে যাঁহারা সৎস্বরূপ বলেন, তাঁহারা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকপ্রভৃতি, এবং যাঁহারা প্রপঞ্চকে অসৎ বলেন, তাঁহারা বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ প্রভৃতি। সুতরাং, নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে জগৎপ্রপঞ্চে অসৎ-প্রতিযোগিক-ভেদরূপ অন্যতরভেদস্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকে, এবং বৌদ্ধ প্রভৃতির মতে জগৎপ্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিক ভেদরূপ অন্যতরভেদস্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকে।

এখন দেখা যাউক, প্রপঞ্চকে যাঁহারা সদসদন্তর অর্থাৎ সৎ বলেন, তাঁহাদের মতে বেদান্তীর পূর্ব্বোক্ত জগন্মিথ্যাত্বানুমানে কি করিয়া অর্থান্তর বা সিদ্ধসাধন-দোষ হয় ?

বেদান্তী, প্রপঞ্চে যদি সৎপ্রতিযোগিক ও অসৎপ্রতিযোগিক ভেদের অন্যতর ভেদ অর্থাৎ অসৎপ্রতিযোগিকভেদরূপ মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নৈয়ায়িকাদির মতে প্রবিষ্ট হয়েন। কারণ, নৈয়ায়িকাদি প্রপঞ্চকে সৎ বলিয়াই অঙ্গীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতে প্রপঞ্চে অসৎপ্রতিযোগিক ভেদই থাকিয়া যায়। আর ইহা বেদান্তীর অভীষ্ট হইতে পারে না। কারণ, অসৎপ্রতিযোগিক ভেদ যদি মিথ্যাত্ব হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্রহ্মেও সেই মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়, অথচ তাঁহারা ব্রহ্মকে মিথ্যা বলেন না। সুতরাং, অসৎপ্রতিযোগিক ভেদকে মিথ্যাত্ব বলিলে বেদান্তীর অনভীষ্ট অর্থেরই সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ অর্থান্তর-দোষ হইয়া থাকে। (সিদ্ধসাধনও সুতরাং পূর্ব্ববৎই হয়)।

আর যদি উক্ত অন্যতরভেদ বলিলে সৎপ্রতিযোগিক ভেদই ধরা যায়, অর্থাৎ মিথ্যাত্ব শব্দের অর্থ সৎপ্রতিযোগিক ভেদই হয়, তাহা হইলে বেদান্তী বৌদ্ধমতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। কারণ, বৌদ্ধগণ ঘটপটাদি প্রপঞ্চকে অসৎ বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সতের ভেদকে প্রপঞ্চে অঙ্গীকার করিয়াই থাকেন। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাত্ব, বেদান্তীর অভীষ্ট হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে গগনকুসুমাদি অলীক বস্তুকেও এইরূপ মিথ্যা-পদবাচ্য বলিতে হয়; কিন্তু, বাস্তবিক তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। অতএব এরূপেও তাঁহাদের অনভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের উক্ত মিথ্যাত্বানুমানে অর্থান্তর ও সিদ্ধসাধন-দোষ হইতে পারে।

কিন্তু বাস্তবিক এই প্রকার অর্থান্তর বা সিদ্ধসাধন-দোষও সম্ভবপর নহে। কারণ, বেদান্তী উক্ত অন্যতররূপ ভেদকে সাধ্য অর্থাৎ মিথ্যাত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, পরন্তু উভয় ভেদকে মিলিত করিয়াই সাধ্য অর্থাৎ মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকাদির মতে উক্ত মিলিতভেদ কিন্তু প্রপঞ্চেথাকে না, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে প্রপঞ্চে অসৎপ্রতিযোগিক ভেদ থাকিলেও সৎপ্রতি-যোগিক ভেদ থাকে না বলিয়া উহাতে উক্ত মিলিত ভেদদ্বয় থাকিল না;

এবং বৌদ্ধমতে সৎপ্রতিযোগিক ভেদও প্রপঞ্চে থাকিলে অসৎপ্রতিযোগিক ভেদ থাকে না বলিয়া তাদৃশ মিলিত ভেদদ্বয়রূপ যে মিথ্যাত্ব, তাহা থাকিল না। অতএব "ভেদদ্বয়" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এই উভয়বিধ আশঙ্কাই নিরস্ত হইল।

বলা বাহুল্য, এই কল্পে যেরূপে উক্ত ভেদদ্বয়ে আত্যন্তিকত্ব ও মিলিতত্ব-রূপ বিশেষণ দুইটীর দ্বারা প্রদর্শিত অর্থান্তর ও সিদ্ধসাধন দোষ নিবারিত হইয়াছে, পূর্ব্বকল্পেও অর্থাৎ 'সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই মিথ্যাত্ব' এই কল্পেও উক্ত বিশেষণদ্বয় দ্বারাই এই প্রকার অর্থান্তর ও সিদ্ধ-সাধন দোষ নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকল্পে গ্রন্থকার এই দোষোদ্ধার না করিয়া এই কল্পে তাহা করায় পূর্ব্বকল্পের এই দোষসম্ভাবনা নিরাকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, পূর্ব্বকল্পেও এই দোষ নাই এবং এই দ্বিতীয় কল্পেও এই দোষ নাই—ইহাই গ্রন্থকার এইস্থলে একত্রে প্রদর্শন করিলেন।৫৭

এখন সৎপ্রতিযোগিক ভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগিকভেদরূপ ভেদদ্বয়ই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তাহা হইলে যাঁহারা জগৎকে সৎ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, অর্থাৎ যাঁহারা জগতে অসৎপ্রতিযোগিক ভেদ আছে বলেন, তাঁহাদের মতে ত বেদান্তীর উক্ত অনুমানে আংশিক সিদ্ধসাধন দোষ হইতে পারে। কারণ, বেদান্তীর মতে সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, তাহাতে দুইটী অংশ আছে, একটী সদ্‌ভেদ এবং অপরটী অসদ্‌ভেদ। এখন অসদ্ভেদরূপ যে অংশ, তাহা ত প্রপঞ্চসদ্‌বাদীদিগের মতে প্রপঞ্চে আছেই; কারণ, তাঁহারা ত ঘটপটাদি প্রপঞ্চকে সৎই বলিয়া থাকেন; সুতরাং, প্রতিবাদীর নিকট যাহা সিদ্ধ আছেই, তাহাই বেদান্তী প্রমাণ করিতে যাইতেছেন, অতএব বেদান্তীর অভিমত দুইটী অংশের মধ্যে একটী অংশ সিদ্ধ হওয়ায় বেদান্তীর পূর্ব্বোক্ত অনুমানে অংশতঃ সিদ্ধসাধন দোষই হইতেছে।

ইহার উত্তরে বেদান্তী বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এরূপ অংশতঃ সিদ্ধসাধন দোষাবহ নহে। যেহেতু, যে ধর্ম্মপুরস্কারে *

---

* "যে ধর্ম্মপুরস্কারে সাধ্যের সিদ্ধি" এই কথাটীও বুঝা আবশ্যক। অনুমান দ্বারা যাহা সিদ্ধ করা হয়, তাহাকে সাধ্য কহে। উহাকে অনুমিতির বিধেয়ও বলা হয়। আর যাহাতে উহা সিদ্ধ করা হয়, তাহাই অনুমিতির পক্ষ বা বিশেষ্য হইয়া থাকে। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান, ধূমাৎ" এইপ্রকার অনুমানস্থলে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় বলিয়া পর্ব্বতটী হয় পক্ষ বা বিশেষ্য, এবং বহ্নি বা বহ্নিমত্তাটী হয় সাধ্য বা বিধেয়। এই বহ্নিটী

সাধ্যের সিদ্ধি বেদান্তীর অভিমত, ঠিক সেই ধর্ম্মপুরস্কারে যদি তাদৃশ সাধ্যটী প্রতিবাদীর মতেও সিদ্ধ হইত, তাহা হইলেই তাহা সিদ্ধসাধন দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। বেদান্তীর সাধ্য মিথ্যাত্ব হইতেছে মিলিতত্ব অর্থাৎ উভয়ত্বরূপে ভেদদ্বয়, কিন্তু প্রতিবাদীর অভীষ্ট হইতেছে তাহার একাংশ-মাত্র অর্থাৎ কেবল অসদ্‌ভেদ। কেবল অসদ্‌ভেদ অঙ্গীকার করিলে সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ উভয়ই ত অঙ্গীকার করা হয় না। সুতরাং, যে ধর্ম্মপুরস্কারে বেদান্তীর সাধ্য, সেই ধর্ম্মপুরস্কারে সাধ্যটী প্রতিবাদীর মতে সিদ্ধ হইল না, আর তজ্জন্য সিদ্ধসাধন দোষও হইতে পারিল না। ৫৮

এ বিষয়ে দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। দেখ, নৈয়ায়িক—গুণ, কর্ম্ম ও জাতিকে দ্রব্যাশ্রিত সুতরাং দ্রব্যভিন্ন, এবং অবয়বকে অবয়বী হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন; মীমাংসক কিন্তু সেইগুলিকে যথাক্রমে দ্রব্য ও অবয়বী হইতে ভিন্ন অথচ অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এখন এই মতটীকে সিদ্ধ করিবার জন্য মীমাংসক অনুমান এইরূপ করেন, যথা—

"দ্রব্য, গুণাদি হইতে ভিন্নাভিন্ন"

"কারণ, তাহা দ্রব্যের সমানাধিকৃত"

"যাহা ভিন্নাভিন্ন নহে, তাহা সমানাধিকৃতও নহে।"

যেমন ঘট হইতে পট ভিন্ন, সুতরাং সমানাধিকৃতও নহে।

এখন মীমাংসকের এই অনুমানে অংশতঃ সিদ্ধসাধন থাকিলেও নৈয়ায়িক প্রভৃতি কিন্তু তাহাতে দোষদর্শন করেন না। যেহেতু, ন্যায়মতে গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতিতে দ্রব্যের ভেদ সিদ্ধ থাকিলেও দ্রব্যের অভেদবিশিষ্ট যে মীমাংসক-সম্মত ভেদ, এবং অবয়বে অবয়বীর ভেদ থাকিলেও অবয়বীর অভেদ-বিশিষ্ট যে মীমাংসকসম্মত ভেদ, তাহা নৈয়ায়িকের মতে সিদ্ধ নহে। এই কারণে মীমাংসকের উক্ত অনুমানে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয় না। ইহা নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত।

যখন সাধ্য হয়, তখন ইহার কোন একটি ধর্ম্ম ইহার বিশেষণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন, বহ্নিসাধ্যস্থলে বহ্নিত্বধর্ম্মের প্রতীতি হয়, ধূমজনকত্ব, সত্তা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতীতি হয় না। ন্যায়ের ভাষায় এই ধর্ম্মকে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলা হয়। এস্থলে সেই সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া উহা বলা হইয়াছে।

প্রকৃতস্থলেও এইরূপ অংশতঃ সিদ্ধসাধন থাকিলেও তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ অংশতঃ সিদ্ধসাধনটী প্রকৃত সিদ্ধসাধনরূপ দোষ বলিয়া পরিগণিতই হয় না। অতএব এ স্থলেও বৈদান্তীর অনুমানে উক্ত সিদ্ধসাধন দোষ থাকিল না। ৫৯

যদি বলা হয়, সমানাধিকৃতত্বরূপ হেতুটী কি করিয়া ভিন্নাভিন্নত্বরূপ সাধ্যের সাধক হয়? তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যেখানে আত্যন্তিক ভেদ বা আত্যন্তিক অভেদ থাকে, সেস্থলে এই প্রকার সমানাধিকৃতত্ব অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যও থাকে না। যেমন, ঘট হইতে ঘট অত্যন্ত অভিন্ন হয় বলিয়া 'ঘটই ঘট' এই প্রকার সামানাধিকরণ্যের প্রয়োগ হয় না, তদ্রূপ ঘট পট হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া 'ঘটই পট' এই প্রকার সামানাধিকরণ্যেরও প্রয়োগ হয় না। সুতরাং, বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতেই হইবে যে, যখন দ্রব্যবাচক শব্দের সহিত গুণবাচক শব্দের সামানাধিকরণ্য, যথা "নীলঃ ঘটঃ," "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই নীল প্রভৃতি গুণের সহিত ঘটের আত্যন্তিক ভেদ নাই, অথবা আত্যন্তিক অভেদও নাই। এই প্রকার ভেদের এবং অভেদের যে আত্যন্তিক অভাব, তাহারা যেখানে থাকে, সেইখানেই এই ভিন্নাভিন্নত্ব থাকে, এবং সেই ভিন্নাভিন্নত্বই এস্থলে সাধ্য। এই ভিন্নাভিন্নত্বের নামই হইল ভেদঘটিত অভেদ বা অভেদঘটিত ভেদ।

কিন্তু, এই 'ভেদঘটিত অভেদ' রূপ বিষয়টি একটু ভাল ককিয়া বুঝা উচিত। ইহাকে বুঝিতে পারিলে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদের প্রকৃত রহস্যও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথম দেখা যাউক, এই ভেদাভেদটী বাস্তবিকপক্ষে কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে। নীল ঘটের দৃষ্টান্তে ইহা কতকটা বুঝা গিয়াছে যে, তথায় আত্যন্তিক ভেদও নাই এবং আত্যন্তিক অভেদও নাই; কিন্তু তথায় যে ভেদ এবং অভেদ এই উভয়ই আবার আছে, তাহা ত ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। কারণ, ভেদ নাই বলিলে অভেদ আছে বুঝায় বটে, কিন্তু সেই অভেদেরও আবার প্রতিষেধ করায় অভেদ কি করিয়া থাকিতে পারে, এবং তদ্রূপ অভেদ নাই বলিলে ভেদ বুঝায় বটে, কিন্তু ভেদের প্রতিষেধ করায়

কি করিয়া তাহা থাকিতে পারে? অর্থাৎ এইরূপে উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে সামানাধিকরণ্যস্থলে ভেদ ও অভেদ এই দুইটীই থাকিতে পারে—ইহা ভালরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য অন্য একটী সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টীকে ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

এতদুদ্দেশ্যে বক্তব্য এই যে,এবিষয়ে "মৃদ্‌ঘট" দৃষ্টান্তটী গ্রহণ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, এস্থলে দেখা যায়, নীলঘটের ন্যায় মৃদের সহিত ঘটের সামানাধিকরণ্য বা সমানাধিকৃতত্ব রহিয়াছে, অর্থাৎ আত্যন্তিক ভেদও নাই ও আত্যন্তিক অভেদও নাই, কিন্তু এতদ্ব্যতীত এস্থলে আর একটী বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। সে বিষয়টী এই যে, মৃদে ঘটের ভেদও আছে এবং অভেদও আছে। ভেদ আছে, কারণ, এই যে মৃদ্‌কে আমরা ঘট বলিয়া ধরিয়া লই, সেই মৃদ্‌ই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে পিণ্ড বা চূর্ণাকারে থাকে বলিয়া তাহাকে আবার আমরা "ঘট নয়" বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি; আবার অভেদও আছে, কারণ, এই ঘট উৎপন্ন হইলে এই ঘটকে আমরা মৃৎ বলিয়াই বুঝি "মৃৎ নহে" এরূপ ব্যবহার করি না। সুতরাং, এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, মৃদ্ ঘটে ভেদ ও অভেদ দুইটীই থাকিতেছে।

এখন এই বিষয়টী ন্যায়ের ভাষায় বলা আবশ্যক। "মৃদ্ ঘট" এস্থলে উদ্দেশ্য হইতেছে মৃদ্ এবং বিধেয় হইতেছে ঘট। এই মৃদের—ধর্ম্ম যে মৃত্ত্ব, তাহাই এস্থলে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক, এবং ঘটের ধর্ম্ম যে ঘটত্ব, তাহাই এস্থলে বিধেয়তাবচ্ছেদক। এখন এস্থলে ভেদঘটিত অভেদটী কি ভাবে থাকে, তাহা দেখা যাউক। এস্থলে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক মৃত্ত্বরূপ ধর্ম্মের সামানাধিকরণ্যে বিধেয়রূপ ঘটের ভেদ থাকে, এবং বিধেয়তাবচ্ছেদক ঘটত্ব-রূপ ধর্ম্মাবচ্ছেদে উদ্দেশ্যস্বরূপ মৃদের অভেদ ঘটে থাকে; অর্থাৎ মাটী কোন কোন সময় ঘট না হইয়াও থাকে, কিন্তু 'মৃদ্ ঘট' কোন সময়ই মাটী না হইয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ভেদটী রহিল মৃত্তিকাতে এবং অভেদটী রহিল ঘটে, অথচ সেই ঘট মৃত্তিকাই বটে। ইহাই হইল ভেদঘটিত অভেদ বা অভেদঘটিত ভেদ। অর্থাৎ এইরূপ স্থলের ভেদ বুঝিতে গেলে অভেদকে বুঝিয়াই বুঝিতে হইবে এবং অভেদকে বুঝিতে হইলে ভেদকে বুঝিয়াই বুঝিতে হইবে। ইহা অবয়বী দ্রব্য,গুণ, কর্ম্ম ও সামান্যরূপ সমবেত বস্তুর সহিত

যথাক্রমে অবয়ব ও গুণাদির আধার স্বরূপ দ্রব্যেই সম্ভব হয়। অর্থাৎ যাহারা সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাদের সমবায়ী বস্তুতে এইরূপ ভেদাভেদ থাকে। নৈয়ায়িক এই ভেদাভেদ স্বীকার করেন না, ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন, কিন্তু পরিণামবাদিগণ সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া এই ভেদাভেদ স্বীকার করেন। এই ভেদাভেদের পরিচয়প্রসঙ্গে বাচস্পতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

"কার্য্যাত্মনা তু নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥"

অর্থাৎ নানাত্ব অর্থাৎ ভেদটী কার্য্যস্বরূপেই থাকে, এবং অভেদটী কারণস্বরূপেই থাকে। যেমন হেমরূপে অভেদ এবং কুণ্ডলরূপে ভেদ বিদ্যমান হয়।

এই কথায় একটী আশঙ্কা হইতে পারে। তত্ত্বচিন্তামণিকার এই ভেদাভেদকে যেভাবে বুঝিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি ভেদাভেদবাদীর মতে অবচ্ছেদকভেদে একই ধর্ম্মীতে ভেদাভেদ স্বীকার করেন নাই। দেখা যায়, তিনি বৃক্ষে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগীর ভেদ স্বীকার করিয়া একস্থলে এইরূপে একটী আপত্তি করিয়াছেন যে, বৃক্ষকে মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগী হইতে অভিন্ন এবং শাখাবচ্ছেদে উহাকে কপিসংযোগী হইতে ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে ভেদাভেদবাদের প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, নৈয়ায়িকও ভেদাভেদ স্বীকার করেন। এই আশংকার পরিহারার্থ তিনিই বলিয়াছেন "ন চৈবং ভেদাভেদঃ" সুতরাং নৈয়ায়িক প্রকৃত ভেদাভেদবাদী নহেন বলিতে হইবে, ইহার কারণ তিনি যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন "অবচ্ছেদকভেদাভ্যুপগমাৎ" অর্থাৎ অবচ্ছেদকভেদে একই ধর্ম্মীতে ভেদাভেদ আছে ইহা আমরা অঙ্গীকার করি বলিয়া আমরা ভেদাভেদবাদী হইলাম না, ইত্যাদি। এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, নৈয়ায়িক অবচ্ছেদকভেদে ভেদাভেদ অঙ্গীকার করেন, এবং প্রকৃত ভেদাভেদবাদিগণ নিরবচ্ছিন্ন ভেদাভেদই একই ধর্ম্মীতে অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ ঘটে পটের ভেদ যেমন নিরবচ্ছিন্ন এবং ঘটে ঘটের অভেদও যেমন নিরবচ্ছিন্ন, তদ্রূপ গুণ ও গুণীর ভেদ ও অভেদ নিরবচ্ছিন্ন—ইহাই ভেদাভেদবাদীদিগের

মত। সুতরাং আমাদের উপরি উক্ত ব্যাখ্যার সহিত চিন্তামণিকারের বিরোধ উপস্থিত হইল।

এতদুত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন যে চিন্তামণির ঐ বাক্যে ভেদাভেদ পদের উত্তর একটী দোষ পদের অধ্যাহার করা আবশ্যক। তাহাহইলে অর্থ এই হয় যে, অবচ্ছেদকভেদ অঙ্গীকার করিয়া ভেদাভেদ স্বীকার করিলে কোন দোষ হয়, ইহাও বলিতে পার না। অর্থাৎ, নৈয়ায়িক বস্তুতঃ ভেদকে ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়াই স্বীকার করেন, অবচ্ছেদকভেদে ভেদাভেদ স্বীকার নৈয়ায়িকের অভিপ্রেত নহে। উহা নৈয়ায়িক একদেশীর মত হইতে পারে; অতএব এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ভেদাভেদবাদিগণ অবচ্ছিন্ন ভেদাভেদই স্বীকার করেন, নিরবচ্ছিন্ন ভেদাভেদ স্বীকার করেন না।

যাঁহারা বিবর্ত্তবাদী তাঁহাদের মতেও এই ভেদঘটিত অভেদ অঙ্গীকৃত হয়। ইহা অবশ্য পরিণামবাদীরই মত। বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকগণও ব্যবহার-দশাতে এই প্রকার ভেদাভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু পারমার্থিক অবস্থাতে তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন না। কারণ, তখন তাঁহাদের নিকট একই বস্তু স্বীকৃত হয়, তজ্জন্য তথায় কোনরূপ সম্বন্ধ বা এই ভেদঘটিত অভেদ স্বীকৃত হয় না। পরিণামবাদীর মতে অবশ্য এই ভেদাভেদটী পারমার্থিক বস্তু। বিবর্ত্তবাদীর মতে ইহা ব্যাবহারিক মাত্র।

পরিণামবাদী এই ভেদাভেদকে যে পারমার্থিক বলিয়া থাকেন, তাহার হেতু তাঁহারা এই বলেন যে, উপাদানকারণের পরিণতি ভিন্ন কোনরূপ অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। ভাবপদার্থ মাত্রেই অপরিণত অবস্থায় কখনই থাকিতে পারে না, অর্থাৎ পরিণামই ভাবপদার্থের স্বভাব। যেমন, মৃত্তিকার পরিণাম—ঘট। মৃত্তিকা—কারণ, ঘট—কার্য্য। কারণের এইরূপ পরিণাম বা রূপান্তরই কার্য্য। মৃত্তিকা নিয়তই এইরূপ কোন-না-কোন একটী রূপান্তরে অবস্থান করে—ইহাই তাহার স্বভাব। ঘটরূপ ধারণের পূর্ব্বে ঐ মৃত্তিকাটী পিণ্ড বা চূর্ণাকারে ছিল, এবং পরে আবার পিণ্ড বা চূর্ণাকারে থাকিবে। এই প্রকার পিণ্ড, চূর্ণ ও ঘটাদিরূপ রূপান্তর বা অবস্থা ভিন্ন মৃত্তিকার আর কোন অপরিণত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থাসমষ্টিই মৃত্তিকার স্বরূপ। এজন্য পরিণামই ভাবপদার্থের স্বভাব বলা হয়। এখন দেখা যাইবে, এই

মৃত্তিকাতে যে ভেদ আছে, তাহা এই মৃত্তিকার অবস্থাসমষ্টির অতীতত্ব, বর্ত্ত-মানত্ব বা অনাগতত্বরূপ ধর্ম্মপ্রযুক্ত ভেদ, এবং ইহাতে যে অভেদ আছে, তাহা ইহার অবস্থাসমষ্টির ঐ সকল অতীতত্ব, অনাগতত্ব ও বর্ত্তমানত্ব রূপ ধর্ম্মের অননুসন্ধানপ্রযুক্ত অভেদ। অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্মবিরহিতভাবে অবস্থাসমষ্টির যে জ্ঞান হয়, তাহাই মৃদের অভেদজ্ঞান, এবং ঐ সকল ধর্ম্মপুরস্কারে যে কোন-না-কোন একটী অবস্থাবিশেষের জ্ঞান হয়, তাহাই মৃদে ভেদ জ্ঞান। এইরূপে পরিণামবাদে উপাদানকারণের সহিত কার্য্যের ভেদঘটিত অভেদ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাই এই মতে তত্ত্বের স্বরূপ।

বিবর্ত্তবাদী বলেন যে, পারমার্থিক অবস্থাতে কারণে কোন প্রকার অবস্থা ভেদ সম্ভবপর নহে। মৃত্তিকার স্বরূপ যদি অবস্থাসমষ্টি মাত্র হয়, যদি মৃত্তিকা অবস্থাবিরহিতরূপে কখনই না থাকে, তাহা হইলে, 'মৃদ্ ঘট' 'মৃৎশরাব' প্রভৃতিতে যে মৃদের অনুবৃত্তি, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। অবস্থাসমষ্টি-কেই মৃৎস্বরূপ বলিলে বিষম দোষ হয়। কারণ, অবস্থা কখনই কালসম্বন্ধ ব্যতি- রিক্ত প্রতীতিগোচর হয় না; অবস্থা মাত্রই, হয় অতীতত্ব, না হয় বর্ত্তমানত্ব, অথবা তাহা অনাগতত্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। এইরূপ ধর্ম্মশূন্য অবস্থা একেবারেই অসম্ভব। অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন বস্তুসমূহের এইরূপ কালসম্বন্ধ ভিন্ন জ্ঞানই হয় না। এখন অবস্থাসমষ্টিকে মৃৎস্বরূপ বলিলে এই অতীতত্বাদিরূপ কোন-না-কোন একটী ধর্ম্ম বা কালসম্বন্ধ তাহাতে অবশ্যই প্রতীতিগোচর হইবে। অতএব এই সব ধর্ম্মাতীতভাবে অবস্থাসমষ্টিকে আর মৃৎস্বরূপ বলা যায় না। অথচ 'মৃৎশরাব' 'মৃদ্ ঘট' প্রভৃতি ব্যবহারে আমরা মৃদেরই অনুবৃত্তিই দেখিতেছি; অতএব স্বীকার করিতে হইবে—মৃদ্ বস্তুর যে স্ফূর্ত্তি, তাহা অবস্থাতীত মৃদ্ বস্তুরই স্ফূর্ত্তি। মৃদ্ ঘটে বা মৃৎশরাবে যে মৃৎ-মাত্রের ভান হয়, তাহা শরাব ও ঘটভিন্ন হওয়ায় নিশ্চয়ই তাহা অবস্থা-শূন্য মৃদেরই জ্ঞান বলিতে হইবে। কালসম্বন্ধভিন্ন যখন অবস্থাজ্ঞান হয় না, এবং মৃদ্ ঘটে যখন সেই মৃদংশে কালসম্বন্ধ প্রতীত হয় না, তখন অবস্থাতীত মৃদ্ বস্তু অবশ্য স্বীকার্য্য। আর এই মৃদ্ বস্তুই ঘটাদির তুলনায় নিত্য বা সদ্ বস্তু, তাহাও বলিতে হইবে। সুতরাং, যাবৎ কার্য্যপদার্থের যাহা কারণ, যাহা সকল বস্তুতেই 'পট আছে' 'ঘট আছে' এইরূপ অনুবৃত্তভাবে প্রতীতি-

গোচর হয়, তাহাই বাস্তব নিত্য, তাহাই সদ্বস্তু বা ব্রহ্ম পদার্থ। তাহাতে কোন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে না। কারণ, যাহাদের ভেদ তাহার উপর থাকিবে, তাহাদের বাস্তবিক কোন সত্তা যখন নাই, তখন তাহাদের ভেদেরও বাস্তবিক সত্তা থাকিতে পারে না। সন্ ঘট, সন্ পট ইত্যাদি স্থলে ঘটপটের যে সত্তা, তাহা ব্রহ্মেরই সত্তা, সেই সত্তাই ঘটপটাদিতে আরোপিত হয় মাত্র, ঘটপটাদি বস্তু বাস্তবিক সৎ হইতে পারে না। এজন্য বিবর্ত্তবাদী পরিণাম-বাদীর এই ভেদাভেদটী পারমার্থিক দশাতে অঙ্গীকার করেন না। গ্রন্থকার এই ভেদাভেদ স্বীকার করেন না বলিয়াই মূলে "ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে" এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজ মত হইলে "ভেদাভেদপ্রয়োগে" এইরূপ বলিতেন, "বাদী" পদটীর প্রয়োগ করিতেন না।

এখন তাহা হইলে এতদ্দ্বারা গ্রন্থকার বলিলেন যে, ভেদাভেদবাদীর মতে আংশিক সিদ্ধসাধন থাকিলেও নৈয়ায়িকগণ যেমত তাহাকে সিদ্ধসাধন দোষ বলিয়া স্বীকার করেন না, প্রকৃতস্থলেও তদ্রূপ সৎপ্রতিযোগিকভেদ ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয় মিলিতভাবে সাধ্য হওয়ায় আংশিক সিদ্ধসাধন থাকিলেও সিদ্ধসাধন দোষ হইতে পারে না—বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা মীমাংসকের উক্ত ভেদাভেদানুমানে মীমাংসকের মতসিদ্ধ ভেদ ও অভেদ উভয়ই সাধ্য হয় বলিয়া ভেদবাদী নৈয়ায়িক আংশিক সিদ্ধসাধন দোষ দেখাইতে পারিলেন না—ইহাই সিদ্ধ হইল। ৫৯

এইবার গ্রন্থকার মীমাংসকের উক্ত ভেদাভেদানুমানে মীমাংসকের মত-সিদ্ধ ভেদ ও অভেদ উভয়ই সাধ্য হয় বলিয়া অভেদবাদীর মতেও যে আংশিক সিদ্ধসাধন হয় না—তাহাই দেখাইতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন যে, যাঁহারা অভেদবাদী, তাঁহারা যেরূপ অভেদ স্বীকার করেন, আমরা ভেদাভেদ স্বীকার করায় সেরূপ অভেদ স্বীকার করা হইল না। আমরা যে সামানাধিকরণ্যরূপ হেতুটী প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে সেরূপ অভেদ আমাদের যে অভীষ্ট নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে উক্ত অর্থান্তর বা সিদ্ধসাধন দোষ হইতে পারে না। আমরা যে ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া থাকি, তাহার হেতু সামানাধিকরণ্য হওয়ায়, গুণ ও গুণীতে বাস্তবিক অভেদ থাকিতে

পারে না। কারণ, বাস্তবিক অভেদ যেখানে থাকে, সেখানে সামানাধিকরণ্য প্রয়োগ হয় না। দেখ, লোকে, ঘট ও কুম্ভে বাস্তবিক অভেদ থাকে বলিয়া "ঘটঃ কুম্ভঃ" এইরূপ সামানাধিকরণ্যের প্রয়োগ করে না। অতএব সামানাধিকরণ্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া মীমাংসক যে সাধ্য গ্রহণ করিলেন, তাহা মিলিতভাবেই সাধ্য হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কোনটী পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আর তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বে যেমন ভেদপক্ষ অবলম্বন করিয়া মীমাংসকের উক্ত অনুমানে সিদ্ধসাধন দেখাইতে পারা যায় নাই, তদ্রূপ অভেদবাদীর অভেদপক্ষ অবলম্বন করিয়া মীমাংসকের উক্ত অনুমানে সিদ্ধসাধন দেখাইতে পারা যায় না।

এখন এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আমাদের প্রকৃতস্থলেও বলা যাইতে পারে যে, আমরা যে ভেদদ্বয়কে মিলিতভাবে সাধ্য করিয়াছি, তাহাতেও কোনরূপ সিদ্ধসাধন নাই। কারণ, আমাদের উক্ত ভেদদ্বয়ের অর্থাৎ মিথ্যাত্বের অনুমানে আমরা যে হেতু প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা দৃশ্যত্বপ্রভৃতি। এই দৃশ্যত্ব হেতুটী সত্তাহীন গগণকুসুমাদিরূপ তুচ্ছ পদার্থে বিদ্যমান থাকে না, এবং সৎস্বরূপ ব্রহ্মেও বিদ্যমান থাকে না। ইহা থাকে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চেরই উপর। অবশ্য দৃশ্যত্বের অর্থ সপ্রকারক যে বৃত্তি তাহার বিষয়ত্ব প্রভৃতি—ইহা পরে বলা হইয়াছে। গুণ ও গুণীতে সামানাধিকরণ্য যেমন কেবল ভেদে অথবা কেবল অভেদে থাকে না, এই দৃশ্যত্বহেতুটীও তদ্রূপ কেবল সদ্‌ভিন্নে অথবা কেবল অসদ্‌ভিন্নেও থাকে না, কিন্তু কেবল প্রপঞ্চেই থাকে। অতএব কেবল অসদ্‌ভেদ অথবা কেবল সদ্‌ভেদ, ইহাদের কেহই আমাদের সাধ্য নহে। ইহা দৃশ্যত্বরূপ হেতুর গ্রহণদ্বারাই সূচিত হইতেছে। ব্রহ্ম অসদ্‌ভিন্ন, সুতরাং কেবল অসদ্‌ভেদ তাহাতে বিদ্যমান আছে, দৃশ্যত্ব সেখানে নাই। গগণকুসুম সদভিন্ন, সুতরাং কেবল সদ্‌ভেদ তাহাতে বিদ্যমান আছে, দৃশ্যত্বও সেখানে নাই। কিন্তু, প্রপঞ্চেই এই দৃশ্যত্ব বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহা কেবল সদ্‌ভিন্ন বা কেবল অসদ্‌ভিন্ন হইতে পারিল না। সুতরাং, তথায় উভয়ভেদই সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাতে উভয়ভেদরূপ মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং, প্রথম মিথ্যাত্বানুমানের এই দ্বিতীয় কল্পে, অর্থাৎ সৎপ্রতিযোগিক এবং অসৎপ্রতিযোগিক

প্রথমমিথ্যাত্বের নির্ব্বচন—তৃতীয় বিকল্প।

অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং সাধ্যম্ ইত্যপি সাধু ।৬১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিকল্পের উপর একটী আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।

ন চ মিলিতস্য বিশিষ্টস্য বা সাধ্যত্বে তস্য কুত্রাপি অপ্রসিদ্ধ্যা অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, প্রত্যেকং সিদ্ধ্যা মিলিতস্য বিশিষ্টস্য বা সাধনে, শশশৃঙ্গয়োঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা শশীয়শৃঙ্গসাধনম্ অপি স্যাৎ—ইতি বাচ্যম্ ; তথাবিধপ্রসিদ্ধেঃ শুক্তিরূপ্যে এব উক্তত্বাৎ ।৬২

ভেদদ্বয়ই মিথ্যাত্ব—এইরূপ দ্বিতীয় কল্পে কোন সিদ্ধসাধন বা অর্থান্তর দোষের সম্ভাবনা হইতে পারিল না।

অনুবাদ। অতএব সত্ত্বের অত্যন্তাভাববত্ত্বের সহিত মিশ্রিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্টসাধ্যও সাধু হইতে পারে ।৬১

আর মিলিতকে অথবা বিশিষ্টকে সাধ্য করিলে তাহার কোথাও প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা হয় ; কারণ, প্রত্যেকের সিদ্ধির দ্বারা মিলিত বা বিশিষ্টের সাধন হইলে, শশ এবং শৃঙ্গের প্রত্যেকের প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া শশীয়শৃঙ্গেরও সাধন হউক—এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, তথাবিধ অর্থাৎ মিলিত বা বিশিষ্টের যে প্রসিদ্ধি, তাহা শুক্তিরূপ্যেও অর্থাৎ প্রাতিভাসিক রজতেই আছে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ।৬২

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বের কল্পে মিথ্যাত্ব পদার্থের ত্রিবিধ বিকল্পের মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পটী অর্থাৎ "সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থাৎ "মিথ্যাত্ব"-শব্দবাচ্য (৫৩ পৃঃ ৩ পং) ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে, এইবার উক্ত ত্রিবিধ বিকল্পের মধ্যে তৃতীয় বিকল্পটী অর্থাৎ সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ পক্ষটীও যে মিথ্যাত্বপদবাচ্য হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহা হইলে ৫৩ পৃষ্ঠায় মিথ্যাত্বপদবাচ্য অনির্ব্বচনীয়ত্বটী যে তিন প্রকার হইতে পারে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারদ্বয়ও গ্রাহ্য হইতে পারে বলা হইল।

এই তৃতীয় বিকল্পে বলা হইতেছে যে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বের

অত্যন্তাভাবকেও অনির্ব্বচনীয়ত্ব বা মিথ্যাত্ব বলা যাইতে পারে। মিথ্যাত্বের এরূপ অর্থ করিলে কোন দোষ হয় না।

যদি বলা হয়, এরূপ বিকল্প গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা কি? সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই অভাবদ্বয়কে এবং সতের ভেদ ও অসতের ভেদ এই অন্যোন্যাভাবদ্বয়কে মিলিত বা উভয়ভাবে সাধ্য করিলেই যখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তখন সেই অত্যন্তাভাবদ্বয়কে অথবা সেই অন্যোন্যাভাবদ্বয়কে পরস্পর বিশিষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া মিথ্যাত্ব শব্দের অন্যপ্রকার অর্থপ্রদর্শনের আবশ্যকতা কি?

ইহার উত্তর এই যে, ইহারা বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও, অর্থাৎ একই উদ্দেশ্যের সাধক হইলেও, কখন কখন ব্যক্তিবিশেষের সন্দেহ হইত যে, ইহারা বুঝি এক প্রকারই নহে, একই উদ্দেশ্যের সাধক নহে। যেস্থলে দুইটী জিনিষ মিলিত হইয়া অর্থাৎ উভয়ত্বরূপে থাকে, সেস্থলে তাহাদের মধ্যের একটী অপরবিশিষ্ট হইয়াও থাকে। যেমন, ঘট ও পট এই দুইটীই যদি একস্থলে থাকে, তাহা হইলে "ঘটবিশিষ্ট পট আছে," অথবা "পটবিশিষ্ট ঘট আছে" এই প্রকারেও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই উভয়প্রকার নির্দ্দেশদ্বারা একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে—বুঝিতে হইবে। এরূপ নির্দ্দেশের প্রথম ফল, ব্যক্তিবিশেষের সংশয়সম্ভাবনার নিরাস বলা যাইতে পারে।

কিন্তু, এতদ্ব্যতীত ইহার অন্যরূপও একটী উত্তর হইতে পারে। উত্তরটী এই যে, এই তৃতীয় বা বিশিষ্টকল্পের উদ্দেশ্য—এই কল্পের গৌরবাশঙ্কার নিরাকরণ। সেই গৌরবের আশঙ্কা ইহাতে কি, যদি জিজ্ঞাস্য হয়, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এই বিশিষ্টকল্পে সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবকে মিথ্যাত্ব বলায় সহজেই লোকের মনে হইবে যে, তাহা হইলে কি অসত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট সত্ত্বের অত্যন্তাভাবকে মিথ্যাত্ব বলা যায় না? ইত্যাদি।

আর বিনিগমনা-বিরহ অর্থাৎ একপক্ষপাতিনী যুক্তির অভাবনিবন্ধন যদি ইহারা উভয়েই মিথ্যাত্বপদবাচ্য হয়, তাহা হইলে এই বিশিষ্টপক্ষে সাধ্যকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুইবার নির্দ্দেশ করিতে হয়; যেমন, অসত্ত্বাভাব-বিশিষ্ট সত্ত্বাভাবকে সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সাধ্যের মধ্যে অসত্ত্বাভাব

ও সত্ত্বাভাবরূপ দুইটী অভাবকে একবার নির্দ্দেশ করা হইল, সেইরূপ সত্ত্বাভাব-বিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সাধ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবরূপ দুইটী অভাবকে আর একবার নির্দ্দেশ করা হইল। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত মিলিতভাবে বা উভয়ত্বরূপে যে সাধ্য, সেই সাধ্যকে নির্দ্দেশ করিলে একবার মাত্রই সাধ্যমধ্যস্থ উক্ত অভাবদ্বয়কে নির্দ্দেশ করিতে হয়। অতএব, এই বিশিষ্টকল্পে গৌরবের আশঙ্কা হয়। এই আশঙ্কার নিরাকরণজন্য গ্রন্থকার এই কল্পের গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পৃথগ্‌ভাবে এইরূপে সাধ্যনির্দ্দেশ করিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, যাঁহারা বিশিষ্টকে সামান্য হইতে অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মতে অসত্ত্বের অত্যন্তা-ভাববিশিষ্ট সত্ত্বের অত্যন্তাভাবটী একটী পৃথগ্ বস্তু এবং সত্ত্বের অত্যন্তাভাব-বিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব একটী পৃথগ্ বস্তু হইল; আর এইরূপে ইঁহারা সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্ বস্তু হওয়ায় আর গৌরব হইল না।

যাহা হুউক, এইরূপ গৌরবাশঙ্কার পরিহারার্থই এই কল্পের অবতারণা ইহা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ উভয়ত্বরূপে সাধ্য করিলেও যে ফল, বিশিষ্টরূপে সাধ্য করিলেও সেই ফল হয়। ইহারই জ্ঞাপনার্থ গ্রন্থকারের এই কল্পগ্রহণ।

ইহাই হইল মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের যতরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ, এইবার গ্রন্থকার এই সকল প্রকার অর্থের বা কল্পের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহারও খণ্ডন করিতেছেন।

আপত্তিটী এই যে, উক্ত সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবরূপ অত্যন্তাভাবদ্বয়, অথবা উক্ত সদ্ভেদ ও অসদ্‌ভেদরূপ অন্যোন্যাভাবদ্বয়রূপ যে মিলিত সাধ্য মিথ্যাত্ব, তাহা ত কোন স্থলে প্রসিদ্ধ নহে। তদ্রূপ সত্ত্বাভাববিশিষ্ট যে অসত্ত্বাভাব, অথবা সদ্ভেদবিশিষ্ট অসদ্ভেদরূপ যে বিশিষ্ট সাধ্য মিথ্যাত্ব, তাহাও ত কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখ, যাঁহারা প্রপঞ্চকে সৎ বলেন, তাঁহাদের মতেও ঘটপটাদিতে অসতের ভেদ বা অসত্ত্বাত্যন্তাভাব থাকিলেও সদ্‌ভেদ বা সত্ত্বাত্যন্তভাব থাকে না বলিয়া উক্ত মিলিত সাধ্য বা উক্ত বিশিষ্ট সাধ্য ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যাঁহারা প্রপঞ্চকে অসৎ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতেও ত ঘটপটাদিতে সতের ভেদ থাকিলেও বা অসত্ত্বাত্যন্তাভাব থাকিলেও অসদ্‌ভেদ বা অসত্ত্বাত্যন্তভাব থাকে না বলিয়া উক্ত

মিলিত সাধ্য বা উক্ত বিশিষ্ট সাধ্য প্রসিদ্ধ হয় না। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সাধ্যের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ অনুমিতিই হইতে পারে না। যেমন, পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি করিতে গেলে পর্ব্বতরূপ পক্ষব্যতিরিক্ত অন্যত্র সেই বহ্নির প্রসিদ্ধি থাকা আবশ্যক। যদি অন্যত্র সেই বহ্নির প্রসিদ্ধিই না থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতে সেই বহ্নির অনুমিতিও হয় না, তদ্রূপ এস্থলেও যদি উক্ত মিলিত অভাবদ্বয় বা বিশিষ্ট অভাব রূপ সাধ্যটী পক্ষ ঘট-পটাদি প্রপঞ্চ হইতে অন্যত্র প্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের উক্ত মিথ্যাত্বানুমিতি সিদ্ধ হয় না।

পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় বলিতেছেন—আর যদি বল যে, যেখানে দুইটী বস্তু মিলিত ভাবে বা বিশিষ্টভাবে কোন স্থলেও প্রসিদ্ধ হয় না, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটী স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই স্থলে উক্ত মিলিত বা বিশিষ্টকে সাধ্য করিতে কোন বাধা হইতে পারে না। যেমন, প্রকৃতস্থলে সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব, অথবা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ উভয়ে মিলিতভাবে অথবা বিশিষ্টভাবে কোন স্থলেও প্রসিদ্ধ না হইলেও সত্ত্বাভাব বা অসত্ত্বাভাব, অথবা সদ্‌ভেদ বা অসদ্‌ভেদ ইহাদের প্রত্যেকটী কোন-না-কোন স্থলে প্রসিদ্ধ থাকায় উহারা মিলিত বা বিশিষ্টরূপে সাধ্য হইতে পারিবে। তাহা হইলে বলিব যে, এই প্রকার যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষের নিরাকরণ হয় না। কারণ, তাহা হইলে শশীয় শৃঙ্গেরও অনুমিতি হইতে পারে। শশকের শৃঙ্গ হয় না, এজন্য শশশৃঙ্গ একটী অলীক বস্তু। কিন্তু, শশক বস্তুটীর প্রসিদ্ধি এবং শৃঙ্গ বস্তুরও প্রসিদ্ধি পৃথগ্‌ ভাবে স্থলবিশেষে আছে বলিয়া এই শশক ও শৃঙ্গকে মিলিত বা বিশিষ্টভাবে সাধ্যরূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু, বাস্তবিক তাহা হয় না। শশীয়শৃঙ্গ কেহ কখন অনুমান করে না, এবং এরূপ অনুমান যদি কেহ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষের উদ্ভাবন বাদিগণ করিয়া থাকেন। সুতরাং, প্রকৃতস্থলে প্রত্যেকের স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধিনিবন্ধন তদুভয়ের বা তদ্‌বিশিষ্টের কুত্রাপি প্রসিদ্ধি না থাকায় পক্ষে অনুমান করিতে যাইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিরূপ দোষটী অনিবার্য্যই হইয়া থাকে। অতএব কোন রূপেই এই অপ্রসিদ্ধ মিলিত অভাবদ্বয় বা বিশিষ্ট অভাবকে সাধ্য বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায় না। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি।

এতদুত্তরে বেদান্তী বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষটীও আমাদের উক্ত মিথ্যাত্বানুমানে হয় না। কারণ, শুক্তিরূপ্যরূপ প্রাতিভাসিক বস্তুতে আমাদের অভীষ্ট সাধ্যের অর্থাৎ মিলিত অভাবদ্বয়ের অথবা বিশিষ্ট অভাবের প্রসিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবরূপ অত্যন্তাভাবদ্বয়, অথবা সদ্ভেদ ও অসদ্ভেদরূপ অন্যোন্যাভাবদ্বয়, কিম্বা সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাব, অথবা সদ্ভেদবিশিষ্ট অসদ্ভেদরূপ সাধ্য অর্থাৎ মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বের অর্থাৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব আছে; কারণ, শুক্তিতে রূপার জ্ঞান কখন চিরকাল অবাধিত থাকে না; তদ্রূপ অসত্ত্বের অর্থাৎ কোন ধর্ম্মীতে সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার অযোগ্যত্বরূপ যে অসত্ত্ব, তাহারও অভাব আছে; কারণ, ইদংরূপ ধর্ম্মীতে সৎ বলিয়া রূপ্য আমাদের প্রতীতির গোচর হইয়া থাকে। এইরূপ অবশিষ্ট স্থলেও বুঝিয়া লইতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে, উক্ত অভাবদ্বয় মিলিত বা বিশিষ্টভাবে শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া আমাদের মতে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিরূপ দোষ হইতে পারে না।

অবশ্য, এস্থলে অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক শুক্তিরূপ্যকে দৃষ্টান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁহারা বলেন যে, শুক্তিরূপ্যস্থলে প্রাতিভাসিক কোন রজতের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু আমাদের ব্যবহারার্হ যে প্রসিদ্ধ রজত, তাহারই ভান হয়, অর্থাৎ তাহারই সম্বন্ধটী শুক্তিতে আরোপিত হয় মাত্র। সুতরাং, শুক্তিরূপ্যে প্রাতিভাসিক রজতের উৎপত্তি হয় না বলিয়া উহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না, আর তাহা হইলে উক্ত সাধ্যাপ্রসিদ্ধিরূপ দোষের উদ্ধারও হয় না। এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, এস্থলে প্রাতিভাসিক রজতই উৎপন্ন হয়, ব্যাবহারিক রজতের দ্বারা শুক্তিরূপ্যস্থলে রজতপ্রত্যক্ষের উপপত্তি কোন প্রকারেই করিতে পারা যায় না। ইহা গ্রন্থকার যুক্তিসহকারে পরে গ্রন্থমধ্যেই বিশদভাবে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং সে বিচার এস্থলে উত্থাপন করিয়া নৈয়ায়িকের এই আপত্তিখণ্ডনের কোন আবশ্যকতা নাই। ফলতঃ, নৈয়ায়িকের প্রদর্শিত এই সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইতে পারে না। ইহাই এস্থলে কথিত হইল। ইহাই হইল দ্বিতীয়

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে দ্বিতীয় আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।

ন চ নির্ধর্ম্মকত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাসত্ত্বরূপধর্ম্মদ্বয়শূন্যত্বেন তত্র অতিব্যাপ্তিঃ ; সদ্রূপত্বেন ব্রহ্মণঃ তদত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ নির্ধর্ম্মকত্বেন এব অভাবরূপধর্ম্মানধিকরণত্বাৎ চ ইতি দিক্।

ইতি সদসদ্‌বিলক্ষণত্বরূপ প্রথম মিথ্যাত্ব বিচারঃ।

ও তৃতীয় বিকল্পের বিরুদ্ধে উক্ত আপত্তির উত্তর। এইবার অন্য একটী আপত্তি তুলিয়া তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

অনুবাদ—আর ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় তাহাতে নাই,—এই কারণে সেই ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ মিথ্যাত্বের প্রসক্তি হইল, তাহাও বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম সদ্রূপ বলিয়া তাহা সত্ত্বাত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতে পারে না, এবং নির্ধর্ম্মক বলিয়াই তাহাতে অভাবরূপ ধর্ম্মের অধিকরণত্বও থাকিতে পারে না।

ইতি সদসদ্‌বিলক্ষণত্বরূপ প্রথম মিথ্যাত্ব বিচার।

তাৎপর্য্য—এইবার পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাত্বনির্ব্বচনের তিনটী কল্পের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় কল্পের উপর আর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইতেছে, অর্থাৎ প্রথম কল্পে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব মিলিতভাবে মিথ্যাত্ব-পদবাচ্য এবং সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাব অথবা অসত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট সত্ত্বাত্যন্তাভাবটীই মিথ্যাত্বপদবাচ্য এই কল্পদ্বয়ের উপয় একটী আপত্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

আপত্তিটী এই যে, অদ্বৈতবাদী "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মে কোন প্রকারই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে নির্ধর্ম্মক বস্তু। এখন ইহাই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই দুইটী ধর্ম্মের কোনটীও ব্রহ্মে নাই বলিতে হইবে। সুতরাং, সত্ত্বাভাব এবং অসত্ত্বাভাবরূপ যে মিথ্যাত্ব, তাহাও ব্রহ্মে প্রসক্ত হইল। এই অভাবদ্বয়কে মিলিতভাবে অথবা বিশিষ্টভাবে মিথ্যাত্ব পদের অভিধেয় বলিলে সেই মিথ্যাত্ব সুতরাং ব্রহ্মে আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মে মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়।

জায়মানে সর্ব্বত্র বিদ্যমানাত্যন্তাভাবস্য প্রাতীতিকরজতত্বতাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিত্বস্য প্রাতীতিকরজতাদৌ সত্বাৎ। নচৈবং সর্ব্বদেশকালবৃত্তির্ব্যাপ্য-বৃত্ত্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং পর্য্যবসিতম্। তথাচ অলীকত্বাপত্তিঃ প্রপঞ্চস্যেতি বাচ্যম্। কালসম্বন্ধিত্বসমানাধিকরণস্য তস্য নিবেশ্যত্বাৎ। নন্বু, কালসম্বন্ধি-ত্বমাস্তাং প্রপঞ্চে। বিশেষ্যভূতমুক্তপ্রতিযোগিত্বং তু ন তত্রাস্তি, যেন হি রূপেণ সম্বন্ধেন চ যত্র যৎ সম্বধ্যতে নচ তেন রূপেণ তৎসম্বন্ধেন চ তত্র তদভাবো বিরোধাদিতি মন্বানং বাদিনং প্রতি তুষ্যতু দুর্জ্জন ইতি ন্যায়েন তন্মতমনুসৃত্য সাধ্যান্তরমাহ—**পারমার্থিকেত্যাদি**। পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নং যদুক্ত-প্রতিযোগিত্বং তদ্বন্ন বেত্যর্থঃ। তত্র –উক্তপ্রতিযোগিত্বে তদ্রূপাবচ্ছিন্নমিতি পূর্ব্বোক্তস্য বিশেষণস্য স্থানে তদ্রূপসমানাধিকরণমিতি বিশেষণং দেয়ম্। ন চ তত্র প্রয়োজনাভাব ইতি বাচ্যম্। ঘটাদেঃ পারমার্থিকত্বেঽপি পারমার্থিকত্বেন শুক্তিরূপ্যাদেঃ যোঽত্যন্তাভাবস্তৎপ্রতিযোগিত্বস্য ঘটাদৌ সিদ্ধিমাদায় যদর্থান্তরম্ তদ্বারণাদেঃ প্রয়োজনস্য সত্বাৎ। কপালাদৌ সংযোগাদিসম্বন্ধেন ঘটাদেঃ যোঽত্যন্তাভাবস্তৎপ্রতিযোগিত্বস্য ঘটাদৌ সিদ্ধিমাদায় ঘটাদেঃ পারমা-র্থিকস্বীকারেঽপ্যর্থান্তরং স্যাৎ, অতস্তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নেত্যপি প্রতিযোগিত্বে বিশেষণম্ দেয়ম্। ন চ পারমার্থিকত্বস্য ঘটাদৌ স্বীকারে তেন রূপেণ কথং কপালাদৌ সংযোগেনাপি ঘটাদেরভাবসিদ্ধিঃ। ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব-বাদিনাপি বিশেষরূপেণ সামান্যাভাবস্বীকারেঽপি সামান্যরূপেণ বিশেষস্যাভাবা-স্বীকারাদিতি বাচ্যম্। প্রকৃতানুমানবলেনৈব তাদৃশাভাবসিদ্ধ্যাপত্ত্যোক্তস্যার্থা-ন্তরস্যাপত্তেঃ।

(২৯ পৃষ্ঠা।)—

মত ইতি। যদ্ব্যক্তৌ সাধ্যং সিদ্ধং তত্র ন অনুমিতির্ভবতি। ব্যক্ত্যন্তরে তু ভবত্যেব। সমানবিশেষ্যত্বসম্বন্ধেন বাধবিশিষ্টবুদ্ধ্যোরিব সিদ্ধ্যনুমিত্যোঃ প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকত্বৌচিত্যাদিতি প্রাচাং মতম্। নব্যমতে তু যদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে ক্বচিৎ সাধ্যং সিদ্ধং তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে ব্যক্ত্যন্তরেঽপি নানুমিতি-রিতি ভাবঃ। পক্ষবিশেষণং পক্ষতাবচ্ছেদকতা-পর্য্যাপ্ত্যধিকরণং তাবন্মাত্রং পক্ষতাবচ্ছেদকমিতি যাবৎ। ব্রহ্মজ্ঞানান্যাবাধ্যত্বসামানাধিকরণ্যেনানুমিতিং প্রতি তৎসামানাধিকরণ্যেন ব্রহ্মতুচ্ছয়োঃ সাধ্যাভাবজ্ঞানস্য অবিরোধিত্বেনান্য-

বিশেষণদ্বয়স্য পক্ষতাবচ্ছেদকপ্রবেশে প্রয়োজনাভাবাদিতি ভাবঃ। **বাধ-বারণায়েতি**। নম্বু অসিদ্ধিবারণায়েত্যপি বক্তুমুচিতম্। বাধো হি হেত্বাভাসঃ। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্তন্যায়প্রয়োগাধীনানুমিতাবেব বিরোধী সন্ দূষণং, ন তু বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়বিরোধী সন্। বাধাদীনাং নিশ্চয়বত্বে সংশয়ানুৎপাদস্যোক্তত্বাৎ। তদা হি সংশয়স্যাকর্ত্তব্যত্বেন জয়ব্যবস্থামাত্রসিদ্ধয়ে বিপ্রতিপত্তেরিবানুমিতিসামগ্রীমাত্রস্য হেত্বাভাসাদিদোষশূন্যস্য প্রতিবাদিনিষ্ঠস্য বাদিনা কর্ত্তব্যতয়া সংশয়াবিরোধিত্বেন বাধস্যোদ্ভাবনং ব্যর্থম্। অনুমিতিতৎ-করণপরামর্শান্যতরবিরোধিত্বরূপেণ হেত্বাভাসত্বেন বাধস্যোদ্ভাবনে চ হেত্বসিদ্ধে-রপি তদুচিতমিতি চেন্ন। বিপ্রতিপত্তিকালে হেতোরপ্রযুক্তত্বেন হেতুমত্তা-জ্ঞানবিরোধিন্যা অসিদ্ধেঃ জ্ঞাতুমশক্যত্বেন তস্য বিপ্রতিপত্তিদোষত্বাব্যবহারাৎ। ন চ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন বিপ্রতিপত্তৌ সাধ্যস্য বিবক্ষিতত্বাদ্ধেতোঃ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন প্রযোক্তব্যতামনুমায় অসিদ্ধ্যাদের্দোষত্বং সম্ভাব্যমিতি বাচ্যম্। অনুমানাকৌশলেন সভাক্ষোভাদিনা বা অন্যথাপি হেতোঃ প্রয়োগ-সম্ভবাৎ। বস্তুতস্তু বাধপদমসিদ্ধেরপ্যুপলক্ষকম্। বিপ্রতিপত্তিযোগ্যন্যায়-বাক্যোক্তহেতোর্দোষস্যাপি বিপ্রতিপত্তিদোষত্বসম্ভবাৎ। অতএব অগ্রে সন্দিগ্ধা-নৈকান্তিকে বিপ্রতিপত্তিদোষত্বমাশঙ্কিতম্।

৩০ পৃষ্ঠা।)—

অত এবোক্তমিতি। প্রাচীনতার্কিকৈরিতি শেষঃ। নবীন-তার্কিকৈস্তু ব্যাপ্তিগ্রাহকতর্কাভাবে সতি সাধ্যাভাববত্ত্বেন সন্দিগ্ধে ধর্ম্মিণি হেতুনিশ্চয়োঽপি ব্যভিচারসংশয়হেতুতয়া দোষ এব। অতএব 'বহ্নিরধিষ্ঠা-তীন্দ্রিয়ধর্ম্মসমবায়ী দাহজনকত্বাদাত্মবৎ' ইত্যাদি শক্ত্যাদিসাধকানুমানেষু মণাবপ্রয়োজকত্বমুক্তম্। তত্র ব্যভিচারসংশয়স্যাদূষণত্বে ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতা-নিশ্চয়সম্ভবেনাপ্রয়োজকত্বোক্তেঃ অসঙ্গতেঃ তস্য দূষণত্বমাবশ্যকমিতি দীধিতা-বুক্তং যদ্যপি, তথাপি প্রকৃতে মিথ্যাত্বানুমানে তর্কাণাং বক্ষ্যমানত্বেন ন দোষঃ। বিমতং—বিপ্রতিপত্তিবিশেষ্যম্।

(৩৮ পৃষ্ঠা।)—

ন অবয়বেষু ইতি। 'তত্র পঞ্চতয়ং কেচিৎ দ্বয়মন্যে বয়ং ত্রয়ম্' ইতি মীমাংসকোক্তরীত্যা তার্কিকমীমাংসকবৌদ্ধানাং পঞ্চত্রিদ্ব্যবয়ববাদিত্বাৎ

তান্ প্রতি যথামতমবয়বাঃ প্রযোক্তব্যাঃ। 'উদাহরণপর্য্যন্তং যদ্বোদাহরণাদিক' মিতি মীমাংসকাঃ। উদাহরণোপনয়রূপাবয়ববাদিনো বৌদ্ধা ইতি ভাবঃ। নন্থ, বিপ্রতিপত্তিমাত্রস্য নিবেশে সিদ্ধসাধনবাধাদিকম্, ঘটাদিমাত্রবিশেষ্যক-বিপ্রতিপত্তিনিবেশে প্রপঞ্চমাত্রস্য মিথ্যাত্বাসিদ্ধিঃ তত্রাহ—

(৪২ পৃষ্ঠা।)—

স্বনিয়ামকনিয়তয়েতি। স্বস্যাঃ—বিপ্রতিপত্তেঃ, নিয়ামকং প্রকৃতানুমানপক্ষতাবচ্ছেদকত্বযোগ্যতাসম্পাদকং যৎ ব্রহ্মজ্ঞানান্যাবাধ্যত্বাদবি-শিষ্টবিশেষ্যকত্বং পূর্ব্বোক্তম্। তেন নিয়তয়াবিশেষিতয়া পূর্ব্বোক্তয়েতি যাবৎ। নন্থ, পূর্ব্বোক্তবিপ্রতিপত্তেঃ ব্রহ্মজ্ঞানান্যাবাধ্যত্বাদিঘটিতরূপেণ পক্ষতাব-চ্ছেদকে নিবেশে লাঘবাৎ উক্তাবাধ্যতাদিরূপস্যৈব পক্ষতাবচ্ছেদকত্বমুচিতম্। তত্রাহ—**লঘুভূতয়েতি।** তদ্ব্যক্তিত্বাদিরূপলঘুরূপবিশিষ্টয়েত্যর্থঃ। তথাচ ব্রহ্মজ্ঞানেত্যাদ্যুক্তরূপেণ পরিচিতপূর্ব্বোক্তবিপ্রতিপত্তিব্যক্তেঃ তদ্ব্যক্তিত্বেনৈব নিবেশ ইতি ভাবঃ। নন্থ, উক্তাবাধ্যত্বাদিরূপস্য বিপ্রতিপত্তিপরিচায়কঘটক-তয়া প্রথমোপস্থিতত্বাৎ তদেব পক্ষতাবচ্ছেদকং যুক্তম্। তত্রাহ—**মতেতি। অবচ্ছেদকমেবেতি।** ভট্টভাস্করমতে শুক্তিরূপ্যাদেঃ সত্যস্য শুক্ত্যাদাবুৎপত্তিস্বীকারাৎ তদনুযায়িনা কেনচিৎ যদি তস্য মিথ্যাত্বমুচ্যতে, তদা তেন সহ বিপ্রতিপত্তৌ তস্যামবাধ্যত্বান্তমেব পক্ষবিশেষণম্। তথাচ ন তং প্রতি সিদ্ধসাধনম্। তাদৃশস্য কস্যচিদভাবেঽপি দৃষ্টান্তসিদ্ধয়ে শুক্তি-রূপ্যাদৌ মিথ্যাত্বস্য প্রকৃতানুমানাৎ পূর্ব্বং প্রসাধ্যত্বাৎ তত্র সিদ্ধসাধনবারণায় তদ্বিশেষণং দেয়মেব। যদা ত্ববচ্ছেদকাবচ্ছেদেনানুমিতিমুদ্দিশ্য বিপ্রতিপত্তি-স্তার্কিকাদিনা সহ, তদেতরবিশেষণে এব দেয়ে। তত্রাপ্যলীকবাদিনং প্রত্যে-বার্হান্তবিশেষণং দেয়ম্। একদা তু ন দ্বাভ্যাং সহ বিপ্রতিপত্তিস্তথৈব কথকানাং সম্প্রদায়াৎ। তথা চ যদেব যং প্রতি বিপ্রতিপত্তৌ পক্ষবিশেষণং তদেব তং প্রতি ন্যায়প্রয়োগ ইতি ভাবঃ। নন্থ সত্ত্বেন প্রতীতিযোগ্যত্বং সদ্রূপচিন্তা-দাত্ম্যং ঘটাদৌ ব্যাবহারিকম্, ঘটাদিতুল্যকক্ষত্বাৎ। শশবিষাণাদাবলীকে তু প্রাতীতিকং সম্ভবতি। অনধ্যস্তেঽপ্যলীকে সত্তাদাত্ম্যস্যারোপসম্ভবাৎ। 'যদি পুনঃ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন ইত্যাদিমূলানুরোধাৎ শুক্তিরূপ্যাদিপ্রাতীতিক-সাধারণস্য সত্তাদাত্ম্যস্য নিবেশ্যত্বাদিতি চেন্ন। তত্রৈব হি সত্তাদাত্ম্যাধ্যাসো যস্য

তৎসমানকালমধ্যাসঃ। শুক্তিরূপ্যাদিরূপেণ পরিণমমানাবিদ্যায়াঃ এব তন্নিষ্ঠেন সত্তাদাত্ম্যরূপেণ পরিণমমানত্বাৎ। তথা চ অলীকরূপেণ অবিদ্যায়াঃ অপরিণমমানত্বাৎ নালীকনিষ্ঠতাদাত্ম্যরূপেণ পরিণামঃ। ন চ স্ফটিকাদিরূপেণাপরিণমমানায়া অপ্যবিদ্যায়াঃ স্ফটিকাদিনিষ্ঠেন জবাকুসুমাদিলৌহিত্যতাদাত্ম্যাদিরূপেণ পরিণামদর্শনাৎ অলীকরূপেণাপরিণতাপ্যবিদ্যা তন্নিষ্ঠেন সত্তাদাত্ম্যরূপেণ পরিণমতামিতি বাচ্যম্। তাদাত্ম্যমাত্ররূপেণ পরিণামস্য তথা দৃষ্টত্বেঽপি সত্তাদাত্ম্যরূপেণ পরিণামস্য তদনুযোগিরূপেণ পরিণমমানাবিদ্যানিষ্ঠত্বনিয়মাবিঘাতাৎ। ন চ সৎপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যস্য উক্তনিয়মস্বীকারেঽপি সদনুযোগিকস্য অলীকপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যস্য অবিদ্যাপরিণামত্বম্ আস্তামিতি বাচ্যম্। সদলীকমিতি প্রতীত্যভাবেন অবিদ্যায়াস্তাদৃশপরিণামে হেতুত্বাকল্পনাৎ। অতএব 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প' ইতি পাতঞ্জলসূত্রে শব্দমাত্রজন্যস্য অলীকাকারধীরূপবিকল্পস্য সদ্রূপাবিষয়কত্বরূপং বস্তুশূন্যত্বমুক্তম্। অতএব 'প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়' ইতি বৃত্তিবিভাজকে পাতঞ্জলসূত্রে বিকল্পাৎ পৃথগ্বিপর্য্যয়স্যোক্তিঃ। তস্য সদ্রূপবিষয়কত্বেন বস্তুশূন্যত্বাভাবাৎ। কিং চ সৎপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যস্যৈব প্রকৃতে পক্ষতাবচ্ছেদকে নিবেশাদলীকপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যমাদায় নোক্তদোষঃ। নন্য মাধ্বাদিমতে শুক্তিরূপ্যাদেঃ অলীকতাস্বীকারাৎ 'ইদং রূপ্যং সৎ' ইত্যাকারভ্রমেণ তত্র সৎপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যাবগাহনান্মাধ্বাদীন্ প্রতি ন্যায়প্রয়োগে বাধঃ, সদসদ্বিলক্ষণত্বাদিসাধ্যস্য তত্রাভাবাৎ। ন চাবাধ্যত্বান্তবিশেষণেন তস্য বারণম্। অলীকস্য জ্ঞানোচ্ছেদ্যতারূপজ্ঞানবাধ্যত্বাভাবাদিতি, চেন্ন। তন্মতে ভ্রমস্যাসৎখ্যাতিত্বস্বীকারেণানির্ব্বচনীয়খ্যাত্যনভ্যুপগমেন তাদাত্ম্যাদিসম্বন্ধস্যাপ্যলীকস্যৈব ভ্রমে ভানাৎ। অনলীকস্য ভানস্বীকারে তস্য সদ্রূপত্বেন অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ অলীকস্যৈব তন্মতে অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ, রূপ্যাদেরলীকান্যত্বাপত্ত্যা অধিষ্ঠানান্যভ্রমবিষয়স্যালীকত্বনিয়মাচ্চ। সৎস্বরূপস্যৈব তাদাত্ম্যস্য তত্র ভানে অলীকরূপ্যাদৌ তদনুযোগিত্বাভাবাদলীকে রূপ্যাদিনিষ্ঠে তাদাত্ম্যে সৎপ্রতিযোগিকত্বস্যৈব সদ্রূপে অলীকানুযোগিকত্বস্যাভাবাৎ, সদসতোরুপরাগাভাবাৎ, শুক্তিরূপ্যাদৌ সৎপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যানুযোগিত্বরূপপক্ষতাবচ্ছেদকাভাবেন তত্র বাধোক্ত্যসম্ভবাৎ। বক্ষ্যমাণরীত্যা সদস-

ভিন্নত্বস্য সাধ্যং প্রত্যসাধ্যত্বেন তং প্রতি বাধাভাবাচ্চ। ন চৈবমপি তন্মতে শুক্তিরূপ্যাদৌ সাধ্যবৈকল্যম্। তং প্রতি সদ্বিবিক্তত্বাদিবক্ষ্যমাণমিথ্যাত্ব-স্যৈব সাধ্যত্বাৎ। নন্থ সদ্রূপং শুদ্ধচিদেব। তৎপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টতাদাত্ম্য-ত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বং চ তস্যাং নাস্তীতি চিদ্ভিন্নত্ববিশেষণং ব্যর্থমিতি চেৎ। সত্যম্। উক্তাধিকরণত্বনিবেশে চিদ্ভিন্নত্বং ন দেয়ম্। তৎপ্রতিযোগিকস্য তাদাত্ম্যস্যাধিকরণত্বমাত্রনিবেশাভিপ্রায়েণ দত্তম্। নন্থ, তাদৃশতাদাত্ম্যস্যা-পক্ষত্বাপত্তিঃ, তস্য স্বস্মিন্নভাবাৎ। তাদাত্ম্যে তাদাত্ম্যান্তরস্যানবস্থাপত্ত্যা অনঙ্গীকারাদিতি চেন্ন। ঘটাত্যন্তাভাবস্যেব তস্য স্বস্মিন্ স্বরূপসম্বন্ধেন বৃত্তি-স্বীকারাৎ। ঘটাভাবে ঘটো নাস্তীতিবৎ সত্তাদাত্ম্যং সদিতি প্রতীতেঃ। অথ ঘটাদিদৃশ্যমাত্রস্য সত্তাদাত্ম্যবত্ত্বে কিং মানমিতি চেৎ। শুক্তিরূপ্যাদেরিদমাদি-তাদাত্ম্যবত্ত্ব ইব পরস্পরাধ্যাসানুভবাদিকম্। তথাহি—'ইদং রজত'মিত্যাদি-ভ্রমস্থলে 'ইদং রজতং জানামি' 'রজতমিদং জানামী'ত্যাকারদ্বয়ানুভবাদিদমাদি-বিষয়তাবচ্ছিন্নং রজততাদাত্ম্যাদিবিষয়ত্বং রজতাদিবিষয়তাবচ্ছিন্নম্ ইদমাদিতা-দাত্ম্যবিষয়ত্বং চ চিদ্রূপানুভবনিষ্ঠং ভাতীতি স্বীক্রিয়তে। এবম্ 'ইদং রজতং, রজতমিদ' মিতি যৎ জ্ঞানং তৎ মিথ্যেতি বাধকপ্রত্যয়েন বিষয়বিশিষ্টভ্রমস্য মিথ্যাত্বাবগাহনাৎ ভ্রমস্যেব তদ্বিষয়াণামপি (ভ্রমকালীন-) বাধকধীবাধ্যত্বম্। তত্রাপ্যুক্তবাধধীকালেঽপীদমর্থস্য তাদৃশধীমতা পুরুষেণাঙ্গুল্যা প্রদর্শ্যমানস্য স্বরূপতঃ সত্যত্বানুভবাত্তস্য ব্যাবহারিকস্বরূপত্বনিশ্চয়েন স্বরূপতো মিথ্যাত্বানি-শ্চয়েন মিথ্যাত্বেন নিশ্চীয়মানতাদাত্ম্যোপহিতরূপেণ মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ। রজতাদি-তত্তাদাত্ম্যয়োস্তু স্বরূপতোঽপি স ইতীদমাদ্যবচ্ছেদেন রজতাদিকং তত্তাদাত্ম্যং রজতত্বাদেঃ সংসর্গশ্চ, রজতাদ্যবচ্ছেদেনেদমাদেস্তাদাত্ম্যমিদংত্বাদেঃ সংসর্গশ্চেতি জায়তে। ভ্রমস্থলে ভ্রমকালে বাধ্যস্যোৎপত্তিস্বীকারাত্তস্য প্রাতীতিকত্বেন ভ্রমপূর্ব্বমবিদ্যমানত্বাৎ। নন্থ একেন তাদাত্ম্যেনেদংরজতয়োরাকারদ্বয়ে পরস্পরং প্রতি বিশেষণতয়া ভানসম্ভবাৎ তাদাত্ম্যদ্বয়োৎপত্তৌ মানাভাব ইতি চেন্ন। আকারভেদানুপপত্তেঃ। আকারো হি জ্ঞানানাং মিথো বৈলক্ষণ্যম্। তচ্চ বিভিন্নবিষয়ত্বরূপং ন তু বিষয়িতাবিশেষমাত্রম্। তথা সতি বহির্বিষয়মাত্র-লোপাপত্ত্যা সাকারবাদাপত্তেঃ। তদুক্তমুদয়নাচার্য্যাদিভিঃ—"অর্থেনৈব বিশেষো হি নিরাকারতয়া ধিয়াম্" ইতি। অর্থেন—জ্ঞানাদত্যন্তভিন্নেন ঘটাদি-

রূপেণ বিষয়েণাভিন্নো ধিয়াং বিশেষঃ। নিরাকারতয়া—জ্ঞানধর্ম্মরূপাকারেণ ঘটাদিনা বিষয়িতাস্থানীয়েন হীনতয়া। তথা চ ঘটাদিকং বিষয়িতাস্থানীয়ো জ্ঞানধর্ম্মো জ্ঞানাৎ ভিন্নাভিন্নতয়া বৌদ্ধৈর্যদুচ্যতে তথা ন। কিং তু জ্ঞানাদত্যন্তভিন্নম্। তথৈবানুভবাদিতি ভাবঃ। তথা চেদংপ্রতিযোগিক-রজতপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যয়োর্ভিন্নয়োরাকারয়োরুৎপত্তিরাবশ্যিকী। কিঞ্চ 'ইদং রজত' মিত্যাদিধীস্থলে রজততাদাত্ম্যবিষয়ত্বম্ ইদংবিষয়ত্বেনাবচ্ছিন্নম্, ইদন্তাদাত্ম্যবিষয়ত্বং চ রজতবিষয়ত্বেনাবচ্ছিন্নমিত্যাকারদ্বয়ং প্রতীয়ত ইত্যুক্তম্। তচ্চ তাদাত্ম্যস্যৈকত্বে নোপপদ্যতে। রজততাদাত্ম্যাদিবিষয়তায়া ইদংবিষয়-তাবচ্ছেদ্যত্বে রজতাদিবিষয়তায়া অপি ইদংবিষয়তাবচ্ছেদ্যে বিশেষণত্বাদিদং-বিষয়তাবচ্ছেদ্যত্বেন নেদংতাদাত্ম্যাদিবিষয়িতাবচ্ছেদকত্বসম্ভবঃ। অবচ্ছেদ্যে বিশেষণীভূতায়ামিদংবিষয়িতায়ামবচ্ছেদকত্বাসম্ভবাৎ। ন চ 'রজতমিদং জানামি' ইত্যাদিপ্রত্যয়ে রজতাদিবিষয়তাবচ্ছিন্নত্বমিদংবিষয়তাবিশিষ্টে তাদা-ত্ম্যবিষয়ত্বে ন ভাতি। কিং তু কেবল ইতি বাচ্যম্। তথা সতি বিশেষণ-বিষয়ত্বে বিশেষ্যবিষয়তাবচ্ছিন্নত্বস্য অসিদ্ধ্যাপাতাৎ। ন হি তদনুভবঃ পৃথগস্তি। ন চ তদসিদ্ধমেব। সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ। ননু আস্তাম্ ইদমাদি বিষয়ত্বরজতা-দিবিষয়ত্বয়োঃ পরস্পরাবচ্ছিন্নত্বমিতি চেন্ন। প্রসিদ্ধাবচ্ছেদকস্য মূলাদেস্ত-দবচ্ছিন্নসংযোগাদ্যবচ্ছিন্নত্বানমুভবেন বিষয়ত্বয়োরপি পরস্পরাবচ্ছিন্নত্বাকল্প-নাৎ। দৃষ্টান্তানুসারেণৈব কল্পনাৎ। ন চ মূলাদিনিষ্ঠাবচ্ছেদকত্বাদ্বিলক্ষণং বিষয়ত্বনিষ্ঠমবচ্ছেদকত্বমিতি বাচ্যম্। বিলক্ষণত্বাসিদ্ধেঃ। মূলাদিনিষ্ঠাব-চ্ছেদকতাজাতীয়স্যৈবাবচ্ছেদকত্বস্য বিষয়ত্বে অনুভবাৎ। বিষয়তা হি বিষয়েষু জ্ঞানস্য তাদাত্ম্যম্। ন তু বৃত্তেরাকারাখ্যসম্বন্ধঃ। বৃত্তিং বিনাপি সুখাদে-শ্চিদ্রূপজ্ঞানে বিষয়ত্বানুভবাৎ। অতএব জ্ঞানং চিদেব, ন তু বৃত্তিঃ। তথা চ একবৃক্ষাদিনিষ্ঠসংযোগতদভাবয়োঃ অগ্রমূলাদ্যবচ্ছেদেনৈব 'একস্যাং সর্ব্বদৃশ্যতাদাত্ম্যাপন্নচিদ্ব্যক্তৌ শুক্ত্যাদিঘটাদিতাদাত্ম্যাবচ্ছেদেন রজতাদি-তাদাত্ম্যতদভাবয়োঃ উপপাদনার্থম্ অবচ্ছেদকত্বস্বীকারেণ তাদাত্ম্যরূপবিষয়ত্বে মূলাদিনিষ্ঠসংযোগাদ্যবচ্ছেদকত্বজাতীয়স্য বিষয়ত্বাবচ্ছেদকত্বস্য সম্ভবেন গৌরবাপাদকস্য বিলক্ষণাবচ্ছেদকত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাৎ। মূলাদিনিষ্ঠাবচ্ছেদক-ত্ববদেব বিষয়ত্বনিষ্ঠাবচ্ছেদকত্বে অনুভবাদিব্যবস্থা। অথ সংযোগাদেরব-

চ্ছেদকতাসম্বন্ধেনোৎপত্তৌ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন মূলাদের্হেতুত্বাৎ সংযোগাদেরেব মূলাদ্যবচ্ছিন্নত্বম্, ন বিপরীতম্, মানাভাবাৎ। বিষয়ত্বয়োস্তেকমেবাপরত্রাবচ্ছেদকমিত্যত্র নিয়ামকাভাব ইতি চেন্ন। ব্যাবহারিকস্যেদমাদেঃ স্বাবচ্ছিন্নসংযোগাদৌ যৎ কারণত্বং ক্লৃপ্তং তৎ অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছিন্নসামান্যস্যোৎপত্তৌ। তথা চ রজতাদিতত্তাদাত্ম্যয়োরপি তত্তদিদমর্থব্যক্তিভিরবচ্ছিন্নত্বাত্তয়োরুক্তসম্বন্ধেনোৎপত্তৌ তদ্ব্যক্তেস্তাদাত্ম্যেন হেতুত্বম্। অত্যাবয়বিনামপি ঘটাদীনাং তন্মধ্যস্থজলাদিবায়ুসংযোগাদ্যবচ্ছেদকত্বাসম্ভবাত্তেষ্বপি তথৈব ভ্রমবিষয়াবচ্ছেদকত্বসম্ভবঃ। গুণকর্ম্মাদীনাং তু তাদৃশহেতুত্বস্যাক্লৃপ্তত্বেঽপি তদ্বিশেষ্যকভ্রমস্থলে বিশেষণসংসর্গয়োর্ব্বিশেষ্যনিষ্ঠাবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেনোৎপত্তৌ বিশেষ্যনিষ্ঠেন তত্তৎসম্বন্ধেন দোষাণাং হেতুত্বং কল্প্যতে। এবমবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেন তাদাত্ম্যস্যোৎপত্তৌ স্বপরিণামাব্যবহিতপূর্ব্বত্ববিশিষ্টমজ্ঞানং তাদাত্ম্যভিন্নস্বপরিণামনিষ্ঠবিষয়তাসম্বন্ধেন হেতুঃ। স্বমজ্ঞানং তস্য পরিণামো রজতাদিকং তদাকারা বৃত্তিশ্চ, তদব্যবহিতপূর্ব্বত্ববিশিষ্টমজ্ঞানং রজতাদ্যুৎপত্তেরব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণ এবাস্তীতি রজতাদ্যুৎপত্তিক্ষণ এবেদমাদিবিশেষ্যতাদাত্ম্যং রজতাদ্যবচ্ছেদেনেদমাদ্যাকারমনোবৃত্তিতাদাত্ম্যং রজতাকারাবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছেদেনোৎপদ্যতে। স্বমজ্ঞানং তৎপরিণামো রজতাদিকং তদাকারা বৃত্তিশ্চ তন্নিষ্ঠা বিষয়তা ঈশ্বরজ্ঞানাদেরস্তীতি সা সম্বন্ধঃ। স্বপরিণামে ভাবিনি তাদাত্ম্যাদিসম্বন্ধেন পূর্ব্বমজ্ঞানস্যাসত্ত্বাৎ 'স্বপরিণামনিষ্ঠবিষয়ত্বে'ত্যুক্তম। বিষয়তাসম্বন্ধস্য চ ভাবিভূতবিষয়ে জ্ঞানাদেঃ সত্ত্বাদুক্তবিষয়তাসম্বন্ধেন ভাবিন্যপ্যজ্ঞানসত্ত্বম্। অতএব জ্ঞায়মানঘটত্বরূপং সামান্যং ঘটবৃত্ত্যলৌকিকমুখ্যবিশেষ্যতাসম্বন্ধেন প্রত্যক্ষং প্রতি স্বসমবায়িনিষ্ঠবিষয়তাসম্বন্ধেন ভাবিভূতনিষ্ঠেন হেতুরিতি তার্কিকা বদন্তি। রজতাদিতৎসংসর্গয়োরিদমাদ্যবচ্ছিন্নত্বাত্তদীয়চিত্তাদাত্ম্যরূপং বিষয়ত্বমপি তথা, ইদমাদিবিষয়ত্বাবচ্ছিন্নং চ সম্ভবতি। ইদমাদিবিষয়ত্বস্য তু রজতাদিপ্রতিযোগিকতাদৃশসংসর্গবিষয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বে মানাভাবাৎ। 'রজতমিদ'মিতি দ্বিতীয়াকারসিদ্ধ্যর্থং রজতাদিতদ্বিষয়তাবচ্ছেদেন তাদাত্ম্যোৎপত্তিঃ স্বীক্রিয়তে। তস্য চ তাদাত্ম্যস্য ইদমাদিপ্রতিযোগিকত্বসিদ্ধয়ে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধেন তাদাত্ম্যস্যোৎপত্তৌ স্বাশ্রয়তাবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধেনোক্তাজ্ঞানস্য হেতুতান্তরং কল্প্যতে। তথা চ ভ্রমপূর্ব্বসিদ্ধং যদিদমাদিকং

তদ্বিষয়ত্বঞ্চ তদেব রজতাদৌ তত্তাদাত্ম্যে তয়োর্বিষয়ত্বে চ তাবদুপহিতরূপেণাবচ্ছেদকম্। যত্তু ভ্রমকালে ইদমর্থস্য তাদাত্ম্যং তৎপ্রতিযোগিত্বোপহিতমিদমাদিকঞ্চ জায়তে, যচ্চ তয়োর্বিষয়ত্বং, তানি তদুপহিততাদৃশরজতাদিনাবচ্ছিদ্যন্তে। এবং চ মূলসংযোগাদীনামিব পরস্পরানবচ্ছিন্নত্বনিয়মো ন ব্যাহতঃ। ন বা পরস্পরভিন্নসর্ব্ববিষয়কত্বরূপ আকারয়োর্ভেদনিয়মো ব্যাহতঃ। 'ইদং রজত'মিত্যাকারে তাদৃশাবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকয়োরেব ভানেন জায়মানস্য রজতপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যস্য প্রতিযোগিত্বোপহিতরজতস্য তদনুযোগিত্বোপহিতেদমর্থস্য চ ভানাৎ। 'রজতমিদ' মিত্যাকারে তু জায়মানস্যেদংপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যস্য প্রতিযোগিত্বোপহিতেদমর্থস্য তদনুযোগিত্বোপহিতরজতস্য চ অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকতয়া ভানেনাকারদ্বয়বিষয়াণাং মিথো ভিন্নত্বাৎ। ন চ ইদমাদ্যবচ্ছেদেন জায়মানতাদাত্ম্যস্য রজতাদৌ প্রতিযোগিতাসম্বন্ধেনোৎপত্ত্যা তত্রোক্তসম্বন্ধেনাজ্ঞানস্যাভাবাৎ ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্। রজতাদেরুক্ততাদাত্ম্যস্য প্রতিযোগিতাভাবেঽপি রজতাদিসংসর্গতয়া ভানসম্ভবাৎ। ন হি বিশেষণবিশেষ্যয়োঃ সংসর্গপ্রতিযোগিত্বানুযোগিত্বে বিশিষ্টবুদ্ধ্যোর্বিষয়ৌ, যেন অনুভববলাদেব তয়োস্তে সিধ্যতঃ। অথবা রজতাদ্যবচ্ছেদেন জায়মানতাদাত্ম্যস্যাপি নেদমাদিপ্রতিযোগিকত্বম্, কিং তু তৎসংসর্গতয়া ভানমাত্রমতো ন তাদৃশকার্য্যকারণভাবাভাবেঽপি ক্ষতিঃ। বস্তুতস্তু দোষাদিঘটিতা সামগ্র্যেব রজতাদিপ্রাতীতিকপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যে নিয়ামিকা। ব্যাবহারিকপ্রতিযোগিকে প্রাতীতিকে তাদাত্ম্যে চ অজ্ঞানাশ্রয়তাবচ্ছেদকত্বং নিয়ামকম্। নন্ু 'রজতমিদ' মিত্যাকারসিদ্ধয়ে ইদমাদিতাদাত্ম্যোৎপত্তিস্বীকারো ব্যর্থঃ। ইদংত্বাদিসংসর্গোৎপত্ত্যাঽপি তাদৃশাকারসিদ্ধেরিতি চেন্ন। তাদৃশাকারে তাদৃশস্য সংসর্গস্য তাদাত্ম্যস্য বা ভানমিত্যত্র বিনিগমকাভাবাৎ। তস্মাদ্ধর্ম্ময়োঃ সংসর্গাবিব ধর্ম্মিণোস্তাদাত্ম্যে অপি প্রাতীতিকে জায়তে। তয়োরিব তয়োরপি সপ্রতিযোগিকতয়া প্রতীয়মানত্বাৎ বাধ্যত্বানুভবাচ্চ। এতেন 'ইদং রজতং ন' ইতি বাধস্য বাধ্যং রজতমেব। ন তু তৎপ্রতিযোগিকং তাদাত্ম্যম্। তথা চ ভ্রমপূর্ব্বসিদ্ধং যদিদমাদিতাদাত্ম্যং তস্যৈব রজতাদিবিশেষণং প্রতি সংসর্গতয়া ভানম্ ইত্যপাস্তম্। রজতাদিপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যত্বেন প্রতীতের্বাধ্যত্বানুভবস্য চ রজতাদ্যপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যেনানির্বাহাৎ। ন হি

শ্রবণদ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই চিত্তই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইবে, তাহা বুঝিব কি প্রকারে ?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎকারের কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়, আরোপিত অবিবেকরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ যদি স্থলবিশেষে সাক্ষাৎকারের জনক না হয়, তাহা হইলে সেই প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রবিশেষশ্রবণের আবশ্যকতা হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এই যে, বীণাপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের যে সকল স্বর শ্রুত হয়, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বৈষম্য থাকিলেও আরোপিত অবিবেকনিবন্ধন সঙ্গীতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে তাহা অনুভূত হয় না, কিন্তু যিনি সঙ্গীতশাস্ত্র রীতিমত গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সেই অবিবেক নিবৃত্ত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। তদ্রূপ চিত্তই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইলেও অবিবেকরূপ প্রতিবন্ধক-নিবারণার্থ বেদান্তবাক্যশ্রবণ আবশ্যক। এজন্য বেদান্তবাক্যশ্রবণ চিত্তের সহকারিভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু হইয়া থাকে। অন্য ভাষাপ্রবন্ধপ্রভৃতির শ্রবণ, তাহার সহকারিভাবে হেতু হয় না। এই কারণে, যদি কেহ অজ্ঞতা-বশতঃ ভাষাপ্রবন্ধাদিশ্রবণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বেদান্তবাক্য-শ্রবণের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা হয়, সেই সম্ভাবিত অপ্রাপ্তির পরিহারার্থই বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে।

এই মতের সহিত পূর্ব্বমতের সাদৃশ্য ও বৈষম্য এই যে, পূর্ব্বমতে যেরূপ শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা অঙ্গীকৃত হয় না, এ মতেও তদ্রূপ তাহা স্বীকৃত হয় না; অর্থাৎ উভয়মতই শাব্দাপরোক্ষবাদ নহে। তবে পূর্ব্বমতে নিয়ম-বিধির ফল ছিল—অসন্দিগ্ধ পরোক্ষজ্ঞান, অর্থাৎ বেদান্তবাক্যশ্রবণে অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু এই মতে নিয়মবিধির ফল হইল বেদান্তশ্রবণ-দ্বারা সংস্কৃত চিত্ত হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান, অর্থাৎ এই মতে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধকনিবৃত্তি হয় বলিয়া শ্রবণটী অপরোক্ষজ্ঞানেরই পরম্পরায় কারণ হইয়া থাকে। ২১

নিয়মবিধিপক্ষে সংক্ষেপশারীরকের মত।

বেদান্তবাক্যানাম্ অদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনির্ণয়ানুকূলন্যায়বিচারাত্মকচেতোবৃত্তিবিশেষরূপস্য শ্রবণস্য ন ব্রহ্মণি পরোক্ষম্ অপরোক্ষং বা জ্ঞানং ফলম্। তস্য শব্দাদিপ্রমাণফলত্বাৎ। ন চ উক্তরূপবিচারাবধারিততাৎপর্য্যবিশিষ্টশাব্দজ্ঞানম্ এব শ্রবণম্ অস্তু, তস্য ব্রহ্মজ্ঞানং ফলং যুজ্যতে ইতি বাচ্যম্। জ্ঞানে বিধ্যনুপপত্তেঃ। শ্রবণবিধেঃ বিচারকর্ত্তব্যতাবিধায়কজিজ্ঞাসাসূত্রমূলত্বোপগমাচ্চ। উহাপোহাত্মকমানসক্রিয়ারূপবিচারস্য এব শ্রবণত্বৌচিত্যাৎ। ন চ বিচারস্য এব তাৎপর্য্যনির্ণয়দ্বারা, তজ্জন্যতাৎপর্য্যভ্রমাদিপুরুষাপরাধরূপপ্রতিবন্ধকবিগমদ্বারা বা ব্রহ্মজ্ঞানং ফলম্ অস্তু ইতি বাচ্যম্। তাৎপর্য্যজ্ঞানস্য শাব্দজ্ঞানে কারণত্বানুপগমাৎ, কার্য্যে ক্বচিদপি প্রতিবন্ধকাভাবস্য কারণত্বানুপগমাচ্চ তয়োঃ দ্বারত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মজ্ঞানস্য বিচাররূপাতিরিক্তকারণজন্যত্বে তৎপ্রামাণ্যস্য পরতস্ত্বাপত্তেশ্চ। তস্মাৎ তাৎপর্য্য-

---

অনুবাদ—বেদান্তবাক্যসমূহের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যনির্ণয়ের অনুকূল ন্যায়বিচারাত্মক যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ, তাহাই শ্রবণশব্দের অর্থ, ব্রহ্মের পরোক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞান সেই শ্রবণের ফল নহে। কারণ, তাহা শব্দাদি প্রমাণেরই ফল হইয়া থাকে। আর উক্তরূপ বিচারদ্বারা নির্ণীত যে তাৎপর্য্য, তদ্বিশিষ্ট শব্দজ্ঞানই শ্রবণ হউক, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যে তাহার ফল হইবে, তাহা যুক্তিযুক্তই হয়—ইহাও বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানে বিধির অনুপপত্তি আছে। এবং বিচারের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদক যে জিজ্ঞাসাসূত্র, শ্রবণবিধি তাহারই মূল—এইপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে। উহাপোহরূপ মানসক্রিয়ারূপ যে বিচার, তাহারই শ্রবণরূপতা হওয়া উচিত। আর তাৎপর্য্যনির্ণয়দ্বারা অথবা সেই তাৎপর্য্যনির্ণয়জন্য যে পুরুষাপরাধস্বরূপ তাৎপর্য্যভ্রমাদিপ্রতিবন্ধকের নিরাকরণ, তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানটী বিচারেরই ফল হউক, ইহাও বলা যায় না। কারণ, শাব্দবোধে তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণতা অঙ্গীকৃত হয় না; এবং কোন কার্য্যেই প্রতিবন্ধকাভাবের কারণতা স্বীকার করা হয় না বলিয়া ঐ তাৎপর্য্যনির্ণয়েরও প্রতিবন্ধকনিরাকরণের দ্বাররূপতা অনুপপন্ন হয়; এবং ব্রহ্মজ্ঞান যদি

নির্ণয়দ্বারা পুরুষাপরাধনিরাসার্থত্বেন এব বিচাররূপে শ্রবণে নিয়মবিধিঃ। "দ্রষ্টব্যঃ" ইতি তু দর্শনার্হত্বেন স্তুতিমাত্রম্, ন শ্রবণফলসংকীর্ত্তনম্ ইতি সংক্ষেপশারীরকানুসারিণঃ॥ ২২

বিচাররূপ অতিরিক্ত কারণের ফল হয়, তাহা হইলে তাহার প্রামাণ্যের উপর পর.পেক্ষত্বের আপত্তি হয়। সেই কারণে তাৎপর্য্যনির্ণয়দ্বারা পুরুষের অপরাধ নিরাকরণ করিবার জন্যই বিচাররূপ শ্রবণে নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়। "দ্রষ্টব্যঃ" এই প্রকার শ্রুতিও, এইরূপে শ্রবণের দর্শনানুকূলতা আছে বলিয়া তাহার স্তুতিবাদ মাত্র। ইহা শ্রবণের ফলকীর্ত্তন নহে। সংক্ষেপশারীরকের মতানুসারিপণ্ডিতগণ এইপ্রকার বলিয়া থাকেন। ২২

তাৎপর্য্য—এইবার সংক্ষেপশারীরক-মতাবলম্বিগণের মতে শ্রবণ-বিধির নিয়মরূপতা যেরূপে সমর্থিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সংক্ষেপশারীরককার—সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি। ইনি সুরেশ্বরের শিষ্য, সুতরাং শংকরের প্রশিষ্য। ইহাঁর মত এই যে, শ্রোতব্য এইপ্রকার যে বিধি উপনিষদে দৃষ্ট হয়, তাহা নিয়মবিধি। এই শ্রবণ পদের অর্থ—বেদান্তবাক্যসমূহের যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য আছে, সেই তাৎপর্য্যনির্ণয়ের জন্য ন্যায়বিচাররূপ চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ মানসক্রিয়া বিশেষ। এই মানসক্রিয়ারূপ যে বিচার, তাহাই যদি শ্রবণশব্দের অর্থ হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞান কোনটীই এই শ্রবণরূপ মানসক্রিয়ার বা বিচারের সাক্ষাৎ ফল হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানটী প্রমাণেরই ফল হইতে পারে। বিচারাত্মক মানসক্রিয়া কোন প্রকার প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। বেদান্তমতে প্রমাণ হইতেছে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি—এই ছয়টী। * বিচার ইহাঁদের মধ্যে কোনটীই নহে। যদি বলা হয়, অনুমানটী ত অনুমিতি-রূপ প্রমাজ্ঞানের করণ এবং অনুমান অর্থ—ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানও ত মানসক্রিয়া বিশেষ, তাহা হইলে বিচাররূপ মানসক্রিয়া অনুমানের অন্তর্গত হইবে না কেন, এবং তাহার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না কেন? তাহার উত্তর

* এ বিষয় বিস্তৃত বিবরণ বেদান্তপরিভাষা, শাস্ত্রদীপিকা এবং তত্ত্বানুসন্ধান প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই যে, বিচার শব্দের অর্থ কেবল ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না। বিচারটী ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণস্বরূপ তর্কপ্রভৃতি। সুতরাং, ইহা সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। অতএব বিচারাত্মক মানসক্রিয়াকে প্রমাণ বলা যায় না, আর তাহাই যদি হইল, তবে বিচার বা শ্রবণের কার্য্য বা ফল কখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং, বেদান্তশ্রবণে যে বিধি, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ ফলের জন্য নিয়মবিধি হইতে পারে না।

যদি বল, শ্রবণ শব্দের এই বিচাররূপ অর্থ কি জন্য অঙ্গীকার করিব, পরন্তু ইহার অর্থ উক্তরূপ বিচারদ্বারা তাৎপর্য্যনির্ণয় করিয়া সেই তাৎপর্য্যনির্ণয়যুক্ত বেদান্তবাক্যজ্ঞানরূপ যে প্রমাণ, তাহাই হউক না কেন? আর তাহা হইলে এইরূপ শ্রবণের ফল ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারিবে। তাহা হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দজ্ঞানটী শ্রবণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে শ্রবণে যে বিধি আছে, তাহা অনুপপন্ন হইত। বিধি কখন জ্ঞানবিষয়ে হইতে পারে না। জ্ঞানটী প্রমাণের ফল, তাহা বিধির ফল হইতে পারে না। বিধির ফলকে বিধেয় বলা যায়। বিধিবাক্য শ্রবণ করিয়া তদর্থজ্ঞানপূর্ব্বক প্রযত্ন করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই বিধেয়পদবাচ্য হয়। এই প্রযত্ন হইতে জ্ঞান হয় না, পরন্তু দৈহিক চেষ্টাদিই হইয়া থাকে। এজন্য জ্ঞান প্রমাণেরই ফল বলা হয়। শব্দজ্ঞানই যদি শ্রবণ হয়, তাহা হইলে তাহা বিধেয় হইতে পারে না; কারণ, উহা ত প্রযত্নের ফল নহে। উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দরূপ বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফল। অর্থাৎ বিষয়সন্নিকৃষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয় রূপ যে প্রমাণ, সেই প্রমাণেরই ফল। এই ফলোৎপত্তির জন্য আত্মার কোন প্রকার প্রযত্নের আবশ্যকতা নাই। শব্দরূপ বিষয়ের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই ইহা আপনিই উৎপন্ন হয়, কোন প্রযত্নের অপেক্ষা করে না। অতএব শ্রবণ শব্দের অর্থ—পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যজ্ঞানসহকৃত বেদান্তবাক্যরূপশব্দবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা হইতে পারিল না। পরন্তু, ইহার অর্থ পূর্ব্বোক্ত উহাপোহাত্মক* তর্কবিতর্করূপ বিচার, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়াবিশেষকেই গ্রহণ করিতে হইবে

---

* উহ "শব্দের অর্থ" ন্যায়াভাস হইতে পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ ন্যায় গ্রহণ। "অপোহ" শব্দের অর্থ ন্যায়ভাসকে নিরাকরণ।

আর তাহা যদি হয়, তবেই বিচাররূপ শ্রবণে বিধি সম্ভবপর হয়, আর সেই বিধি কিরূপ বিধি, তাহা তখন বিচার করিবার অবসরও উপস্থিত হয়।

যদি বল, এইরূপ যে বিচার, তাহার ফল তাৎপর্য্যনির্ণয়, কিংবা তাৎপর্য্য-ভ্রমাদিরূপ যে পুরুষদোষ, যাহা প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেয় না, সেই তাৎপর্য্যভ্রমের নিরাকরণ, অর্থাৎ এই দুইটীর মধ্যে কোনটীকে দ্বার করিয়া বিচারের ফল ব্রহ্মজ্ঞানই হউক ; সুতরাং, এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বিচাররূপ শ্রবণে নিয়মবিধি স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ, ভাষাপ্রবন্ধাদির বিচাররূপ শ্রবণদ্বারা বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যভ্রান্তি নিরাকৃত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনাবশতঃ বেদান্তবাক্য-বিচারে যে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হয়, তাহার নিরাকরণই নিয়মবিধির ফল। সুতরাং, এইভাবে বেদান্তবাক্য বিচাররূপ শ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করা যাউক না কেন ?

তাহা হইলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ শঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ, বিচারের ফল যদি বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয় হয়, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারিবে না। কারণ, মীমাংসাশাস্ত্রের মতে তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় না। ন্যায়াদিমতে উহাকে শাব্দবোধের কারণ বলা হয় বটে, কারণ, তাঁহারা বেদকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া থাকেন ; এবং সেই ঈশ্বরের তাৎপর্য্যজ্ঞানদ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান হয় ; কিন্তু, মীমাংসকমতে বেদ নিত্য, কাহারও প্রণীত নহে, অতএব তাহার তাৎপর্য্যজ্ঞান সম্ভবপর নহে। কারণ, বক্তার ইচ্ছাকেই তাৎপর্য্য বলা হইয়া থাকে ; অতএব বেদের বক্তার অভাববশতঃ বক্তার ইচ্ছারূপ তাৎপর্য্যজ্ঞানও বেদার্থজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং, মীমাংসকমতাবলম্বনে বলিতে পারা যায় যে, বেদান্তশ্রবণরূপ বিচার তাৎপর্য্যজ্ঞানকে দ্বার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না।

যদি বল, বেদান্তশ্রবণরূপ বিচারের ফল তাৎপর্য্যভ্রমরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাকরণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদন ; তাহাও ঠিক হইতে পারে না। কারণ, উক্ত মীমাংসকমতে প্রতিবন্ধকের অভাবকে কোন কার্য্যের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তাঁহারা সেস্থলে শক্তি নামক একটী পদার্থ স্বীকার

করিয়া থাকেন। কার্য্যানুকূল শক্তিকে এই প্রতিবন্ধক আবৃত করিয়া রাখে মাত্র। প্রতিবন্ধকের অপগম হইলে সেই শক্তি পুনরাবির্ভূতা হইয়া কার্য্য জন্মাইয়া দেয়, প্রতিবন্ধকাভাবটী কার্য্য জন্মাইতে পারে না। অর্থাৎ ইহা "অন্যথাসিদ্ধ" হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, নৈয়ায়িকগণই প্রতিবন্ধকাভাবকে কার্য্যের প্রতি কারণ বলিয়া থাকেন। অতএব তাৎপর্য্যভ্রমরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাকরণকে দ্বার করিয়া বেদান্তবাক্যশ্রবণরূপ বিচার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ কার্য্যের জনক হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত উভয় পক্ষই অসঙ্গত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই বিষয়ে সংক্ষেপশারীরককার মীমাংসামতেরই পক্ষপাত করিয়াছেন।

তাহার পর, আরও এক কথা এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি বিচারজন্য হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—বেদটী স্বতঃপ্রমাণ নহে। উহা, উহার প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইতে গেলে যদি বিচাররূপ আর একটী অতি-রিক্ত কারণের অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে উহার প্রামাণ্য নিরপেক্ষ না হইয়া সাপেক্ষই হইয়া উঠে। কিন্তু, বেদের প্রামাণ্য সাপেক্ষ নহে, পরন্তু নিরপেক্ষ বলিয়াই মীমাংসকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব বিচারের ফল ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতে পারে না, এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বিচারে নিয়মবিধিও স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এইজন্য বলিতে হইবে যে, বেদান্তবাক্যশ্রবণরূপ বিচারের ফল তাৎপর্য্য-নির্ণয় অথবা তাৎপর্য্যভ্রমনিরাকরণ মাত্র। ইহার ফল—তাৎপর্য্যনির্ণয়কে দ্বার করিয়া অথবা তাৎপর্য্যভ্রমনিরাকরণকে দ্বার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান নহে। বেদান্তবাক্যশ্রবণরূপ বিচারে নিয়মবিধি আমারাও স্বীকার করি, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মজ্ঞানফলক বলিয়া স্বীকার করি না, পরন্তু তাৎপর্য্যজ্ঞানফলক বলিয়া অথবা তাৎপর্য্যভ্রমনিরাকরণফলক বলিয়া স্বীকার করি, এবং সেই ফলের জন্যই উহাতে নিয়মবিধি স্বীকার করি।

নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন এই যে, যে বস্তু যাহার কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যদি তাহার উৎপাদনবিষয়ে তাহাতে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি থাকে, তাহা হইলে সেই পাক্ষিক অপ্রাপ্তি পরিহার মাত্র। যাহা কারণ নহে, যাহা অন্যথাসিদ্ধ, তাহার পাক্ষিক অপ্রাপ্তিপরিহারার্থ নিয়মবিধি কোথাও অঙ্গীকৃত

হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানরূপফলের কারণ—বিচার বা শ্রবণ নহে। বিচার বা শ্রবণ ব্রহ্মজ্ঞানফলের প্রতি 'অন্যথাসিদ্ধ' মাত্র। এজন্য সেই বিচারের পাক্ষিক অপ্রাপ্তিনিরাকরণ কখনই নিয়মবিধির ফল হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদান্তবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ মাত্র। তাৎপর্য্যনির্ণয়ানুকূল অথবা তাৎপর্য্যভ্রমনিরাকরণহেতু যে বিচাররূপ শ্রবণ, তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ নহে। তাহা বেদান্তবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণগত যে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি, সেই শক্তির উদ্বোধক যে তাৎপর্য্যনির্ণয় বা তাৎপর্য্যভ্রমনিরাকরণ, তাহারই জনক। অর্থাৎ বেদান্তবাক্যশ্রবণরূপ বিচার হইতে বেদান্তবাক্যতাৎপর্য্যনির্ণয় হয়, অথবা বেদান্তবাক্যবিষয়কতাৎপর্য্যভ্রমের নিরাকরণ হয়, তৎপরে এই দুইটীর কোন একটী হইতে বেদান্তবাক্যগত ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল শক্তির উদ্বোধন হয়, এবং সেই উদ্বুদ্ধশক্তিবিশিষ্ট বেদান্তবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণই ব্রহ্মজ্ঞানকে জন্মাইয়া দেয়।

এখন যদি বলা হয় "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" এইরূপ শ্রুতি থাকায় আত্মদর্শন যে শ্রবণের ফল, তাহাই ত বুঝা যায়, আর তাহা হইলে উপরি উক্ত সিদ্ধান্তটী কি করিয়া সঙ্গত হয়। অর্থাৎ, তুমি বলিতেছ শ্রবণের ফল—আত্মার পরোক্ষ বা অপরোক্ষ কোনপ্রকার জ্ঞানই নহে, কিন্তু তাৎপর্য্যনির্ণয় বা তাৎপর্য্যভ্রমনিরাকরণই উহার ফল। অর্থাৎ এই শ্রুতি হইতে "আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানই যে বেদান্তবাক্যশ্রবণের ফল, তাহা বুঝা যাইতেছে বলিয়া তোমার মতের সহিত শ্রুতির বিরোধ হইল। অতএব তোমার মত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না?

তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, ইহাতে শ্রুতিবিরোধ হয় না। কারণ, এস্থলে শ্রবণের সাক্ষাৎ ফল যে আত্মদর্শন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। অর্থাৎ, দর্শন করিতে হইলে শ্রবণ করিতে হইবে, ইহাই এস্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। শ্রবণটী পরম্পরায় দর্শনের উৎপাদক হয় বলিয়া এস্থলে শ্রবণের স্তুতিমাত্র করা হইয়াছে। অধিকন্তু বেদান্তে কোন স্থলেই শ্রবণকে ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। অতএব উক্ত শ্রুতিবিরোধাশঙ্কাটী অমূলক। ইহাই হইল সংক্ষেপশারীরকমতে শ্রবণের নিয়মবিধির যুক্তি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতে শ্রবণকে

শ্রবণে পরিসংখ্যাবিধি।

ব্রহ্মজ্ঞানার্থং বেদান্তশ্রবণে প্রবৃত্তস্য চিকিৎসাজ্ঞানার্থং চরকসুশ্রুতাদিশ্রবণে প্রবৃত্তস্য ইব মধ্যে ব্যাপারান্তরেঽপি প্রবৃত্তিঃ প্রসজ্যতে ইতি তন্নিবৃত্তিফলকঃ "শোতব্যঃ" ইতি পরিসংখ্যাবিধিঃ।

"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ২।২৩।১) ইতি ছান্দোগ্যে অনন্যব্যাপারত্বস্য মুক্ত্যুপায়ত্বাবধারণাৎ, "সং"পূর্ব্বস্য তিষ্ঠতেঃ সমাপ্তিবাচিতয়া ব্রহ্মসংস্থাশব্দশব্দিতায়াঃ ব্রহ্মণি সমাপ্তেঃ অনন্যব্যাপাররূপত্বাৎ। "তমেবৈকং জানথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইতি আথর্ব্বণে কণ্ঠত এব ব্যাপারান্তরপ্রতিষেধাৎ চ। "আসুপ্তেঃ আমৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

অপরোক্ষ বা পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ জনক বলা হইয়াছে, এ মতে শ্রবণকে কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানেরই সাক্ষাৎ জনক বলা হইল না, ইত্যাদি।

যাহাহউক, এতদূরে অপূর্ব্ববিধি খণ্ডন করিয়া শ্রবণে নিয়মবিধি স্থাপিত হইল। এইবার যাঁহারা বেদান্তবাক্যশ্রবণে পরিসংখ্যাবিধি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সেই বার্ত্তিককারানুসারিগণের মত আলোচনা করা হইতেছে। ২২

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদান্তশ্রবণে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার, চিকিৎসাজ্ঞানার্থ চরকসুশ্রুতাদিশ্রবণে প্রবৃত্ত পুরুষের ন্যায়, মধ্যে ব্যাপারান্তরেও প্রবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া সেই ব্যাপারান্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই "শ্রোতব্য" ইত্যাদি বাক্যে পরিসংখ্যাবিধি হয়।

কারণ, ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে—এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অনন্যব্যাপারত্বই যে মুক্তির উপায়, তাহা অবধারণ করা হইয়াছে। যেহেতু, ঐ বাক্যে "সং"পূর্ব্বক যে "স্থা" ধাতু, তাহা সমাপ্তিরূপ অর্থের বোধক বলিয়া ব্রহ্মসংস্থাশব্দবাচ্য যে ব্রহ্মে সমাপ্তি, তাহা ব্যাপারান্তর নিবৃত্তিরূপই হইয়া থাকে। "একমাত্র তাহাকেই জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর" এইরূপ আথর্ব্বণ শ্রুতিতেও স্পষ্টভাবে শব্দের দ্বারা ব্যাপারান্তরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। এইরূপ স্মৃতিতেও রহিয়াছে, যথা—"যতক্ষণ নিদ্রা না আসে, যে পর্য্যন্ত মরণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বেদান্তচিন্তাই করিবে।" ইত্যাদি।

ন চ ব্রহ্মজ্ঞানানুপযোগিনো ব্যাপারান্তরস্য একস্মিন্ সাধ্যে শ্রবণেন সহ সমুচ্চিত্য প্রাপ্ত্যভাবাৎ, ন তন্নিবৃত্ত্যর্থঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ যুজ্যতে ইতি বাচ্যম্। "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৪।৪৭) ইত্যাদিসূত্রে "যস্মাৎ পক্ষে ভেদদর্শনপ্রাবল্যাৎ ন প্রাপ্নোতি, তস্মাৎ নিয়মবিধিঃ" ইতি তদ্ভাষ্যে চ কৃতশ্রবণস্য শাব্দজ্ঞানমাত্রাৎ কৃতকৃত্যতাং মন্বানস্য অবিদ্যানিবর্ত্তকসাক্ষাৎকারোপযোগিনি নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্তিঃ ন স্যাৎ ইতি অতৎসাধনপক্ষপ্রাপ্তিমাত্রেণ নিদিধ্যাসনে নিয়মবিধেঃ অভ্যুপগততয়া তন্ন্যায়েন অসাধনস্য সমুচ্চিত্য প্রাপ্তৌ অপি তন্নিবৃত্তি-ফলকস্য পরিসংখ্যাবিধেঃ সম্ভবাৎ ইতি।

"নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা বিধ্যর্থোঽত্র ভবেদ্ যতঃ।
অনাত্মাদর্শনেনৈব পরাত্মানমুপাস্মহে॥"

ইতি বার্ত্তিকবচনানুসারিণঃ কেচিদ্ আহুঃ।২৩

অনুবাদ—যদি বল, ব্রহ্মজ্ঞানের অননুকূল যে ব্যাপারান্তর, তাহা শ্রবণের সহিত মিলিত হইয়া একরূপ কার্য্যের জনকভাবে অপ্রাপ্ত বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তির জন্য পরিসংখ্যাবিধির স্বীকার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; তাহাও ঠিক নহে। কারণ, "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" অর্থাৎ "মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ যে সহকার্য্যন্তর, তাহার বিধি আছে" এই প্রকার ব্রহ্মসূত্রে এবং 'যেহেতু পক্ষে ভেদদর্শনের প্রাবল্যপ্রযুক্ত প্রাপ্ত হয় না, সেইহেতু নিয়মবিধি মানিতে হইবে' এইরূপ সেই সূত্রের ভাষ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃতশ্রবণব্যক্তি যদি কেবল শাব্দজ্ঞানদ্বারা কৃতকৃত্যতা বিবেচনা করেন, এবং তদ্বশতঃ অবিদ্যানিবর্ত্তক সাক্ষাৎকারের উপযোগী নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে যাহা প্রকৃত সাধন নহে, তাহাতেও পাক্ষিকপ্রাপ্তি আছে বলিয়া নিদিধ্যাসনে নিয়মবিধি অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সেই রূপই প্রকৃতস্থলে যাহা প্রকৃত সাধন নহে, তাহারও কোন কারণে প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে তাহার নিবৃত্তিরূপ ফলের জন্য পরি-সংখ্যাবিধি সম্ভবপর হইয়া থাকে। "এই শ্রোতব্যবাক্যে বিধির অর্থ 'নিয়ম' হইতে পারে, অথবা পরিসংখ্যাই হইতে পারে। যেহেতু, অনাত্মবস্তুর অদর্শন-দ্বারা অর্থাৎ আত্মভিন্ন-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হইয়াই আমরা পরমা-

শ্বার উপাসনা করিয়া থাকি" এই বার্ত্তিকবচনের অনুসরণকারিগণ কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন।২৩

তাৎপর্য্য—এইবার বেদান্তশ্রবণে পরিসংখ্যাবিধির বিচার হইতেছে। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের অনুসরণকারী কতিপয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণে যে "শ্রোতব্য" ইত্যাদি বিধি বেদান্তমধ্যে দেখা যায়, তাহা অপূর্ব্ববিধি নহে বা নিয়মবিধি নহে, কিন্তু তাহা পরিসংখ্যা-বিধিই হইবে। পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ এই যে, যখন কোন কার্য্যে কারণরূপে দুইটী বস্তুর রাগতঃ বা শাস্ত্রতঃ প্রাপ্তি থাকে, তখন একটী নিষেধ করিবার জন্যই অপরটীতে যে বিধান করা হয়, তাহাই পরিসংখ্যাবিধি। ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন কথা হইতেছে যে, এই মতে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদান্তশ্রবণে যে বিধি আছে, তাহা পরিসংখ্যাবিধি, অর্থাৎ বেদান্তশ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া কোন ব্যক্তি যদি ব্যাপারান্তরে মধ্যে মধ্যে প্রসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই সকল ব্যাপারান্তর হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই শ্রবণে বিধি অঙ্গীকৃত হয়। সুতরাং, শ্রোতব্য এই বিধির অর্থ এই যে, মুমুক্ষুব্যক্তি বেদান্তশ্রবণ ব্যতিরিক্ত অন্য সকল ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে। যেমন, কোন ব্যক্তি চিকিৎসার্থ চরক ও সুশ্রুতপ্রভৃতি গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া যদি মধ্যে টোট্‌কা ঔষধাদি শিক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বেদান্তশ্রবণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরও ব্যাপারান্তরে প্রবৃত্তি হইতে পারে। এইরূপ স্থলে ব্যাপারান্তর হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য শ্রবণে যে বিধি, তাহাই পরিসংখ্যাবিধি হয়।

তাহার পর দেখ, এই "শ্রোতব্য" বাক্যে যে পরিসংখ্যাবিধিই আছে, তাহা অন্যান্য শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি প্রমাণদ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। কারণ, প্রথমতঃ দেখা যায়, ছান্দোগ্যোপনিষদে (২।২৩।১) আছে "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্ত্ব-মেতি" অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। এস্থলে সং-পূর্ব্বক স্থা-ধাতুর অর্থ সমাপ্তি বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মে সংস্থা অর্থাৎ সমাপ্তি যাহার হয়, তাহাকে ব্রহ্মসংস্থ কহে। সমাপ্তি শব্দের অর্থ অনন্যব্যাপাররূপতা অর্থাৎ ব্যাপারান্তরনিবৃত্তি।

যদি বল, এস্থলে সংস্থা বা সমাপ্তিশব্দের অর্থ ব্যাপারান্তরনিবৃত্তি ইহা

আমায় কে বলিল? তাহার উত্তর এই যে, আথর্ব্বণোপনিষদে এক স্থলে দেখা যায় "তমেবৈকং জানথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অর্থাৎ বেদান্তবাক্যদ্বারা তাঁহাকেই জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর—ইত্যাদি। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে বেদান্তবাক্য ব্যতিরিক্ত বাক্যান্তরশ্রবণ পরিত্যাজ্য। এখন এই বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত বাক্যের একবাক্যতা যদি করা যায়, তাহা হইলে সংস্থা শব্দের অর্থ যে, ব্যাপারান্তরনিবৃত্তি তাহাই সুসিদ্ধ হয়।

তাহার পর, স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে "আসুপ্তেঃ আমৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া" অর্থাৎ "যতকাল জাগরিত থাকিবে, যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল বেদান্তচিন্তাই করিবে" ইত্যাদি। ইহার দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞানার্থীর পক্ষে ব্যাপারান্তরনিষেধই প্রমাণিত হইতেছে।

অবশ্য, এস্থলে এখন একটী শঙ্কা হইতে পারে। শঙ্কাটী এই যে—পরিসংখ্যাবিধির যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তদনুসারে একটী কার্য্যের প্রতি যখন দুইটী কারণের প্রাপ্তি থাকে, তখন অপরটীর নিবৃত্তির জন্য যদি একটীতে বিধি করা হয়, তাহা হইলে তাহা পরিসংখ্যা হয়, ইত্যাদি। সেই লক্ষণ কিন্তু এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদান্তশ্রবণই যদি কারণ হয়, তাহা হইলে অন্যশাস্ত্রালোচনরূপ ব্যাপার ত কারণই নহে, সুতরাং তাহাকে আবার প্রতিষেধ করা কেন? আর যদি উহা কারণ হয়, তাহা হইলে উহার প্রতিষেধ করিলেও ত ব্রহ্মজ্ঞানই হইবে না ; যেহেতু, কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্যোৎপত্তিই ত সম্ভবপর নহে। সুতরাং, পরিসংখ্যার অবসর নাই।

ইহার উত্তর এই যে, বাস্তবিকপক্ষে অন্যশাস্ত্রের আলোচনা ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ নহে। উহার কারণ বেদান্তশ্রবণ মাত্রই বুঝিতে হইবে। তবে যদি কাহারও ভ্রান্তিবশতঃ অন্যশাস্ত্রালোচনাকে ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এস্থলে যে বিধি, তাহাই পরিসংখ্যাবিধি। এস্থলে তাহাই বলা হইয়াছে, প্রকৃত কারণকে নিষেধ করা হয় না।

যদি বল, ভ্রান্তিবশতঃই কারণরূপে সম্ভাবিত বস্তুর নিবৃত্তিই যে পরিসংখ্যাবিধির ফল, তাহা কে বলিল?

তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে,এই কথা আচার্য্য—"সহকার্য্যান্তরবিধিঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৪৭) সূত্রের ভাষ্যে নিয়মবিধির প্রসঙ্গে এইরূপেই বলিয়াছেন। অর্থাৎ আচার্য্য এস্থলে বলিয়াছেন যে "যস্মাৎ পক্ষে ভেদদর্শনপ্রাবল্যাৎ ন প্রাপ্নোতি, তস্মাৎ নিয়মবিধিঃ" অর্থাৎ ভেদদর্শনের প্রাবল্যনিবন্ধন নিদিধ্যাসনে যদি পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সেই পাক্ষিক অপ্রাপ্তির পরিহার করিবার জন্য নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, নিদিধ্যাসনে পাক্ষিক অপ্রাপ্তির পরিহার করিবার জন্য তাহাতে নিয়মবিধি ভাষ্যকার যেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে হইলে নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ অদ্বৈতব্রহ্মধ্যান ব্যতিরিক্ত অন্য কোনপ্রকার ধ্যানাদি কারণ হইতে পারে না। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অন্য ধ্যানাদিতে লোকে প্রবৃত্ত হইবে কেন? এবং প্রবৃত্তিই যদি না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনে পাক্ষিক অপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই বা কিরূপে হইবে? অতএব বলিতে হইবে যে, বাস্তবিক যাহা কারণ নহে, তাহাকে ভ্রান্তিবশতঃ কারণ বলিয়া জ্ঞান করিলে প্রকৃত কারণে পাক্ষিক অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতে পারে, এবং সেই অপ্রাপ্তির পরিহারের জন্য নিয়মবিধি অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। এখন দেখ, নিয়মবিধির স্থলে যদি এ প্রকার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে শ্রোতব্যকে পরিসংখ্যাবিধি বলিলে এরূপ হইবে না কেন? অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক কারণ নহে,তাহাকে ভ্রমবশতঃ গ্রহণ করিলে তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বেদান্তশ্রবণে পরিসংখ্যাবিধিই হইবে।

যদি বল, এস্থলে আচার্য্যের কথা হইতেই জানা যাইতেছে যে, শ্রোতব্য ইত্যাদি বাক্যের বিধিটী নিয়মবিধি, সুতরাং ইহাকে পরিসংখ্যা বলিলে আচার্য্যের বাক্যের সহিতই বিরোধ হয়; অতএব ইহাকে বার্ত্তিকমতানুসারিগণ কি করিয়া পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

তাহার উত্তর এই যে, এস্থলে নিয়মবিধি আচার্য্যের বাস্তবিক অভিপ্রেত নহে। তাঁহার এরূপ কথনের অভিপ্রায়ই হইতেছে—বেদান্তশ্রবণ ব্যতীত ব্যাপারান্তরের নিবৃত্তি, তবে তিনি উহাকে ইতরনিবৃত্তিপরিহারমুখে প্রদর্শন না করিয়া পাক্ষিক-অপ্রাপ্তি-পরিহার-মুখেই প্রদর্শন করিয়াছেন, এইমাত্র বুঝিতে হইবে। ইহার প্রমাণ বার্ত্তিকাকারেরই একটী বচন, যথা—

শ্রবণে বিধির ছায়া আছে, বিধি নাই।

"আত্মা শ্রোতব্যঃ" ইতি মননাদিবৎ আত্মবিষয়কত্বেন নিবধ্যমানং শ্রবণম্ আগমাচার্য্যোপদেশজন্যম্ আত্মজ্ঞানম্ এব; ন তু তাৎপর্য্য-বিচাররূপম্ ইতি ন তত্র কোঽপি বিধিঃ।

অতএব সমন্বয়সূত্রে (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪) আত্মজ্ঞানবিধিনিরাকরণানন্তরং

"নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা বিধ্যর্থোঽত্র ভবেদ্ যতঃ।
অনাত্মাঽদর্শনেনৈব পরাত্মানমুপাস্মহে॥"

এই শ্লোকে নিয়ম ও পরিসংখ্যার উল্লেখ করিয়া পরিসংখ্যাকে শেষে স্থান দেওয়ায় এবং "বা" শব্দটী সাধারতঃ পূর্ব্বকল্পের অবজ্ঞার সূচক হয় বলিয়া, বলিতে হইবে যে, বার্ত্তিককার পরিসংখ্যাবিধিরই পক্ষপাতী ছিলেন।

যদি বল "বা" শব্দটী অনেক সময় বিকল্পমাত্রেরই বোধক হয়, সকল সময়ই পূর্ব্বকল্পের অনাস্থার বোধক হয় না; তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, পরবর্ত্তী "অনাত্মাঽদর্শনেনৈব" এই হেতুগর্ভ-বাক্যদ্বারা ইতরনিবৃত্তিই বুঝা-ইতেছে। কারণ, ইহার অর্থ "অনাত্মার দর্শনে নিবৃত্ত হইয়া পরমাত্মার উপাসনা করি" ইত্যাদি। অতএব, অনাত্মার অদর্শনকেই এস্থলে ব্যাপারান্তর-নিবৃত্তিপদে লক্ষ্য করা হইয়াছে—বলিতে হইবে। সুতরাং, শ্রোতব্য এই বাক্যে যে বিধি আছে, তাহা পরিসংখ্যাবিধি হওয়াই উচিত। ইহাই বার্ত্তিক-কারের মতানুসারিগণ বলিয়া থাকেন।

এইবার গ্রন্থকার, বাচস্পতি মিশ্রের মত অবলম্বন করিয়া শ্রোতব্যবাক্যে যে, কোন বিধি নাই, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। ২৩

অনুবাদ।—"আত্মা শ্রোতব্যঃ" 'অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রবণ করিবে' এই বাক্যে যে শ্রবণ উক্ত হইয়াছে, তাহা মননাদির ন্যায় আত্মবিষয়ক বলিয়া আগম বা আচার্য্যের উপদেশজন্য যে আত্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই হইবে, কিন্তু তাহা তাৎপর্য্যবিচাররূপ নহে, এই কারণ সেই শ্রবণপদবাচ্য আত্মজ্ঞানে কোন বিধিই নাই।

এই জন্যই সমন্বয় সূত্রে (অর্থাৎ ব্রঃ সূঃ ১।১।৪ সূত্রে) এইরূপ আত্মজ্ঞানে

ভাষ্যম্—"কিমর্থানি তর্হি 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদীনি বচনানি বিধিচ্ছায়ানি? স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানি ইতি ব্রূমঃ" ইত্যাদি।

যদি চ বেদান্ততাৎপর্য্যবিচাররূপং শ্রবণং তদা তস্য তাৎপর্য্যনির্ণয়দ্বারা বেদান্ততাৎপর্য্যভ্রমসংশয়রূপপ্রতিবন্ধকনিরাস এব ফলং, ন প্রতিবন্ধকান্তরনিরাসো ব্রহ্মাবগমো বা। তৎফলকত্বং চ তস্য লোকতঃ এব প্রাপ্তম্। সাধনান্তরং চ কিঞ্চিদ্ বিকল্প্য সমুচ্চিত্য বা ন প্রাপ্তম্ ইতি ন তত্র বিধিত্রয়স্যাপি অবকাশঃ।

বিচারবিধ্যভাবেঽপি বিজ্ঞানার্থতয়া বিধীয়মানং গুরূপসদনং দৃষ্টদ্বারসম্ভবে অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ গুরুমুখাধীনবেদান্তবিচারদ্বারা এব বিধিনিরাকরণের পর এইরূপ ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে,—"আত্মজ্ঞানে যদি বিধি না রহিল তবে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি বিধির ছায়াযুক্ত বচনসমূহের কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, স্বাভাবিকপ্রবৃত্তির বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ করিবার জন্যই এই সকল বিধির ছায়াযুক্ত বাক্য" ইত্যাদি।

আর যদি শ্রবণ শব্দের অর্থ বেদান্ততাৎপর্য্যবিচারই হয়, তাহা হইলে সেই শ্রবণরূপ বিচারের ফল তাৎপর্য্যনির্ণয়কে দ্বার করিয়া বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয়ে ভ্রম বা সংশয়রূপ প্রতিবন্ধকের নিরাকরণই হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের নিরাকরণ বা ব্রহ্মজ্ঞান, এই তাৎপর্য্যবিচারের ফল হইতে পারে না। বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয়ে ভ্রম বা সংশয়রূপ প্রতিবন্ধকের নিরাকরণই যে বেদান্তবিচাররূপ শ্রবণের ফল, তাহা, লৌকিক নিয়মানুসারেই বুঝিতে পারা যায়। আরও অন্য কোন প্রকার সাধন বিকল্পিত বা মিলিতভাবেও প্রাপ্ত নহে। এই কারণে তাহাতে বিধিত্রয়ের অর্থাৎ অপূর্ব্ব, নিয়ম বা পরিসংখ্যার কোনটীরই অবকাশ নাই।

আর বিচারে বিধি না থাকিলেও বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া বিধীয়মান যে গুরুর নিকট গমন, তাহাও দৃষ্টদ্বাররূপে সম্ভবপর হইলেও অদৃষ্টদ্বারকল্পনা অযুক্ত বলিয়া গুরুমুখাধীন বেদান্তবিচারকেই দ্বার করিয়া বিজ্ঞানরূপ ফলকে প্রসব

বিজ্ঞানার্থং, পর্য্যবস্যতি ইতি। অতএব স্বপ্রযত্নসাধ্যবিচারব্যাবৃত্তিঃ। অধ্যয়নবিধ্যভাবে তু উপগমনং বিধীয়মানম্ অক্ষরাবাপ্ত্যর্থত্বেন অবিধীয়মানত্বাৎ ন তদর্থং গুরুমুখোচ্চারণানূচ্চারণম্ অধ্যয়নং দ্বারীকরোতি ইতি লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্ত্যসিদ্ধেঃ সফলঃ অধ্যয়নে নিয়মবিধিঃ।

ন চ তাৎপর্য্যাদিভ্রমনিরাসায় বেদান্তবিচারার্থিনঃ কদাচিৎ দ্বৈতশাস্ত্রেঽপি প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, তত্রাপি তদভিমতযোজনয়া বেদান্তবিচারসত্ত্বাৎ ইতি অদ্বৈতাত্মপরবেদান্তবিচারনিয়মবিধিঃ অর্থবান্ ইতি বাচ্যম্। স্বয়মেব তাৎপর্য্যভ্রমহেতোঃ তস্য তন্নিরাসকত্বাভাবেন সাধনান্তরপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। তন্নিরাসকত্বভ্রমেণ তত্রাপি কস্যচিৎ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি এতাবতা "শ্রোতব্যঃ" ইতি নিয়মবিধেঃ অভ্যুপগমঃ ইত্যপি ন। ঈশ্বরানু-

---

করিয়া থাকে। এই হেতু নিজের প্রযত্নসাধ্য বিচারের ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়নে যদি বিধি না থাকে, তাহা হইলে কিন্তু, বিধীয়মান যে গুরুর নিকটে গমন, তাহা অক্ষরপ্রাপ্তির জন্য বা কণ্ঠস্থ করিয়া লইবার জন্য বিধীয়মান হয় না বলিয়া তাহার জন্য গুরুমুখের উচ্চারণসদৃশ উচ্চারণরূপ অধ্যয়নকে দ্বার করে না, এজন্য লিখিতপাঠাদির ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। এই হেতু অধ্যয়নের যে নিয়মবিধি আছে, তাহা সফল হইয়া থাকে।

যদি বল, তাৎপর্য্যাদির যে ভ্রান্তি, সেই ভ্রান্তি নিরাসের জন্য বেদান্তবিচারার্থীর কখন দ্বৈতশাস্ত্রেও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এবং তাহা হইলে দ্বৈতশাস্ত্রের অভিমত তাৎপর্য্যবিচারদ্বারাও বেদান্তবিচার হওয়াও সম্ভবপর, ; এই কারণে অদ্বৈতাত্মপর বেদান্তবিচারে নিয়মবিধি সার্থক হইয়া থাকে, ইহাও কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, তাহা স্বয়ংই তাৎপর্য্যভ্রমের হেতু হয় বলিয়া তাহাতে সেই তাৎপর্য্যভ্রান্তির নিরাসকত্ব থাকিতে পারে না, এজন্য সাধনান্তরের প্রাপ্তি হইতে পারে না। তাহাতে তাৎপর্য্যভ্রমের নিরাসকত্ব আছে, এই প্রকার ভ্রমবশতঃ কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এইহেতু শ্রোতব্য ইত্যাদি স্থলে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে—ইহাও ঠিক নহে। কারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই অদ্বৈতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। সেই শ্রদ্ধা যাহার

গ্রহফলাদ্বৈতশ্রদ্ধারহিতস্য শ্রোতব্যবাক্যেঽপি পরাভিমতযোজনয়া সদ্বিতীয়াত্মবিচারবিধিপরত্বভ্রমসম্ভবেন ভ্রমপ্রযুক্তায়াঃ অন্যত্র প্রবৃত্তেঃ বিধিশতেনাপি অপরিহার্য্যত্বাৎ।

ন চ ব্যাপারান্তরনিবৃত্ত্যর্থা পরিসংখ্যেতি বাচ্যম্। অসন্ন্যাসিনো ব্যাপারান্তরনিবৃত্তেঃ অশক্যত্বাৎ। সন্ন্যাসিনঃ তন্নিবৃত্তেঃ ব্রহ্মসংস্থয়া সহ সন্ন্যাসবিধায়কেন "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বম্ এতি" ইতি শ্রুত্যন্তরেণ সিদ্ধতয়া সন্ন্যাসবিধায়কশ্রুত্যন্তরম্ অপেক্ষ্য শ্রোতব্যবাক্যেন তস্য ব্যাপারান্তরনিবৃত্ত্যুপদেশস্য ব্যর্থত্বাৎ।

ন চ বিচারবিধ্যসম্ভবেঽপি বিচারবিষয়বেদান্তে নিয়মবিধিঃ সম্ভবতি, ভাষাপ্রবন্ধাদিব্যবর্ত্ত্যসত্ত্বাৎ ইতি শঙ্ক্যম্। সন্নিধানাৎ এব বেদান্তনিয়মস্য লব্ধত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ; "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"

নাই, তাহার "শ্রোতব্য" বাক্যেও দ্বৈতবাদীর অভিমত পক্ষযোজনাদ্বারা সদ্বিতীয়-আত্মবিষয়ক বিচারে বিধিই এই বাক্যের অর্থ এই প্রকার ভ্রমও সম্ভবপর হয় বলিয়া ভ্রমপ্রযুক্ত অন্য শাস্ত্রে যে প্রবৃত্তি, তাহা তাহার পক্ষে বিধি-শতদ্বারাও পরিহৃত হইতে পারে না।

ব্যাপারান্তরনিবৃত্তির জন্য এস্থলে পরিসংখ্যাই হইবে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, অসন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যাপারান্তরনিবৃত্তি অসম্ভব। আর 'ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্ব লাভ করে' এই প্রকার ব্যাপারান্তরনিবৃত্তিরূপ ব্রহ্মসংস্থার সহিত সন্ন্যাসবিধায়ক শ্রুত্যন্তরের দ্বারা সন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যাপারান্তরনিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া সন্ন্যাসবিধায়ক এই শ্রুত্যন্তর থাকিতে শ্রোতব্যবাক্যদ্বারা আবার ব্যাপারান্তরনিবৃত্তির উপদেশ ব্যর্থই হয়।

আর যদি বল—বিচারে বিধি সম্ভবপর না হইলেও ভাষাপ্রবন্ধাদিরূপ ব্যাবৃত্তির যোগ্য বিষয় আছে বলিয়া বিচারের বিষয়ীভূত বেদান্তে নিয়মবিধি সম্ভবপর হইয়া থাকে—এরূপ শঙ্কা করাও উচিত নহে। কারণ,সন্নিধানবশতঃই বেদান্তে নিয়ম লব্ধ হইতে পারে বলিয়া তাহাতে বিধিবিষয়ত্ব যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। "বেদের অধ্যয়ন করিতে হইবে" এই প্রকার বেদার্থবোধের

ইত্যর্থাববোধার্থনিয়মবিধিবলাৎ এব অধ্যয়নগৃহীতবেদোৎপাদিতং বেদার্থজ্ঞানং ফলপর্য্যবসায়ি, ন কারণান্তরোৎপাদিতম্ ইত্যস্য অর্থস্য লব্ধত্বেন 'বেদার্থে ব্রহ্মণি মোক্ষায় জ্ঞাতব্যে ভাষাপ্রবন্ধাদীনাম্ অপ্রাপ্তেশ্চ।

ন চ "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" ইতি অধিকরণে বাল্য-পাণ্ডিত্য-মৌন-শব্দিতেষু শ্রবণমননসিদিধ্যাসনেষু বিধিঃ অভ্যুপগতঃ ইতি বাচ্যম্। বিচারে বিচার্য্যতাৎপর্য্যনির্ণয়হেতুত্বস্য বস্তুসিদ্ধ্যনুকূল-যুক্ত্যনু-সন্ধানরূপে মননে তৎপ্রত্যয়াভ্যাসরূপে নিদিধ্যাসনে চ বস্ত্ববগম-বৈশদ্যহেতুত্বস্য চ লোকসিদ্ধত্বেন তেষু বিধ্যনপেক্ষণাৎ বিধিচ্ছায়ার্থ-বাদস্য ইব প্রশংসাদ্বারা প্রবৃত্ত্যতিশয়করত্বমাত্রেণ তত্র বিধিব্যবহারাৎ। এবং চ শ্রবণবিধ্যভাবাৎ কর্ম্মকাণ্ডবিচারবৎ ব্রহ্মকাণ্ডবিচারোঽপি অধ্যয়নবিধিমূলঃ ইতি আচার্য্যবাচস্পতিপক্ষানুসারিণঃ।

ইতি বিধিবিচারঃ। ২৪

জন্য বেদাধ্যয়নে যে নিয়মবিধি আছে, তদ্বশতঃই অধীত বেদ হইতে উৎ-পাদিত যে বেদার্থজ্ঞান, তাহা ফল প্রসব করিয়া থাকে, গুরুমুখাধীন অধ্যয়ন ব্যতীত কারণান্তর হইতে উৎপাদিত যে বেদার্থজ্ঞান, তাহা ফলপ্রদ নহে। ইহাও বুঝিতে পারা যায় বলিয়া মোক্ষের জন্য বেদার্থ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য হইলে সেই জ্ঞানের জন্য ভাষাপ্রবন্ধাদির প্রাপ্তি হইতে পারে না।

যদি বল "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" ইত্যাদি সূত্রে বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন শব্দের যথাক্রমে অর্থ যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, তাহাতে বিধি ত অঙ্গীকৃতই হইয়াছে ; ইহাও কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, বস্তুসিদ্ধির অনুকূল যুক্তিসমূহের অনুসন্ধানরূপ মননে বিচার্য্য বিষয়ের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে যে কারণতা তাহার, এবং সেই জ্ঞানের অভ্যাসরূপ নিদিধ্যাসনে বস্তুজ্ঞানের বৈশদ্যের প্রতি হেতুতারও লোকসিদ্ধত্বনিবন্ধন ঐ সকল বিষয়ে বিধির অপেক্ষা নাই। আর তজ্জন্য বিধির ছায়াযুক্ত অর্থবাদের ন্যায় প্রশংসাদ্বারা প্রবৃত্তির আতিশয্য করে বলিয়া তাহাতে বিধির ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ হইলেই শ্রবণে বিধি

না থাকা নিবন্ধন কর্ম্মকাণ্ডবিচারের ন্যায় ব্রহ্মকাণ্ডের বিচারও অধ্যয়নবিধি-মূলকই হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের পক্ষানুসারী পণ্ডিতগণ এই প্রকারই বলিয়া থাকেন।

এই স্থলে বিধিবিচার সমাপ্ত হইল। ২৪

তাৎপর্য্য—এইবার গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রের মত অবলম্বন করিয়া দেখাইতেছেন যে, শ্রবণাদিতে কোন বিধিই নাই। বলা বাহুল্য, বাচস্পতি মিশ্রের এই মতটী যে তাঁহারই উদ্ভাবিত তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে যে বার্ত্তিক-কার সুরেশ্বরাচার্য্যের সম্মতি আছে তাহা বুঝিতে হইবে।

এই মতের বিশেষত্ব এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতে শ্রবণশব্দের যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, এ মতে তাহার কোনটীই গৃহীত হয় নাই। এ মতে শ্রবণের অর্থ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যজন্য জীবেশ্বরের অভেদবিষয়ক জ্ঞানবিশেষ। ইহার কারণ "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুতি-বাক্যে মনন ও নিদিধ্যাসন যেরূপ জ্ঞান বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তৎসহ-পঠিত যে শ্রবণ, তাহাও তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপই হওয়া উচিত বলা হয়।

যদি বল, মনন ও নিদিধ্যাসন যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহাতে যুক্তি কি? প্রত্যুত আলোচনার্থক মন্ ধাতু এবং চিন্তার্থক "ধ্যৈ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যে মনন ও নিদিধ্যাসনশব্দ তাহাদের অর্থ যথাক্রমে আলোচনরূপ এবং চিন্তারূপ মানসব্যাপারই হওয়া উচিত। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সেই মনন এবং নিদিধ্যাসনকে জ্ঞান বলা সঙ্গত হয় না। অতএব দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হওয়ায় শ্রবণ পদার্থও জ্ঞান হইতে পারে না।

ইহার উত্তর এই যে, বার্ত্তিককার মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ-বার্ত্তিকে * বলিয়াছেন যে অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানকেই মনন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। সেই অনুমিতির আকার এই,—

আত্মা—ব্রহ্মস্বভাব,
যেহেতু, উহা চিদ্রূপ,
যেমন—ব্রহ্ম,

---

* ইহার প্রমাণ টীকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

অথবা— বুদ্ধ্যাদিবস্তু—কল্পিত,
যেহেতু, তাহা দৃশ্য,
যেমন—শুক্তিরজত প্রভৃতি।

তাহার পর, "ন্যায়তন্ত্র" নামক গ্রন্থেও মনন যে অনুমিতিস্বরূপ তাহাও কথিত হইয়াছে, দেখা যায়। অতএব মননশব্দের অর্থ যে জ্ঞানবিশেষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তদ্রূপ আবার নিদিধ্যাসনও বার্ত্তিককারের মতে ধ্যানস্বরূপ নহে, পরন্তু জ্ঞানস্বরূপ, তাহাও বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে।*

অতএব জ্ঞানস্বরূপ মনন ও নিদিধ্যাসনের সহপঠিত যে শ্রবণ, তাহাও সুতরাং জ্ঞানস্বরূপই হওয়া উচিত। সুতরাং, উক্ত দৃষ্টান্তাসিদ্ধির শঙ্কা এস্থলে হইল না। অর্থাৎ বার্ত্তিককারের মতে শ্রবণশব্দের অর্থ তাহা হইলে এই হইল যে—আগম এবং আচার্য্যের উপদেশ হইতে উৎপন্ন যে আত্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই শ্রবণ।

এখন শ্রবণশব্দের অর্থ যদি জ্ঞান হইল, তাহা হইলে সেই জ্ঞানে কোন প্রকার বিধিই ত সম্ভবপর নহে। কারণ, জ্ঞান হইল প্রমাণের ফল, উহা পুরুষের প্রযত্নসাধ্য নহে। প্রমাণ উপস্থিত হইলেই, পুরুষের প্রযত্ন থাকুক আর নাই থাকুক, জ্ঞান হইবেই হইবে। অতএব শ্রবণে বিধি হইতে পারে না।

যদি বল, বার্ত্তিককার যে এরূপ কথা বলিলেন, তাহারই বা হেতু কি? ইহার কি কোন প্রমাণ আছে?

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, "তত্তু সমন্বয়াৎ" বেদান্তের এই চতুর্থ সূত্রে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

"কিমর্থানি তর্হি "আত্মা বা আর দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদীনি বচনানি বিধিচ্ছায়ানি?—স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানি ইতি ব্রূমঃ" ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রবণে যদি বিধি না থাকে, তাহা হইলে এই বিধিচ্ছায়াযুক্ত বাক্যগুলি কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহার উত্তর এই যে, পুরুষগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে তাহাদিগকে বিমুখ করিবার জন্য এরূপ বাক্যের প্রয়োজন হইয়াছে মাত্র।

* ইহার প্রমাণ টীকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং, ইহার মর্ম্মার্থ এই হইল যে, যে মুমুক্ষুব্যক্তি আত্মার দর্শন এবং শ্রবণাদিকে মুক্তির সাধন জানিয়াও সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচর্য্যাদির সহিত শ্রবণাদির অনুষ্ঠানকে ক্লেশকর বলিয়া বুঝেন, এবং তাহাতে সম্যক্ প্রকার উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাভ্যস্ত বর্ণাশ্রমের অনুরূপ কর্ম্ম এবং উপাসনার অনুষ্ঠান করিতেই থাকেন, অথচ আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভ কিছুতেই করিতে পারেন না, সেই সকল মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের আত্যন্তিক পুরুষার্থলাভের উপায়ের প্রতি প্রবৃত্তিকে দৃঢ়তর করিবার জন্য শ্রবণাদির প্রশংসাই করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই "শ্রোতব্য" ইত্যাদি বাক্যের বিধিরূপতা আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও ইহার উদ্দেশ্য প্রশংসাই বুঝিতে হইবে। ইহাই হইল "আত্মা" হইতে "ক্রমঃ ইত্যাদি" পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য।

আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের মতের অনুসরণ করিয়া যদি বলা যায় যে, শ্রবণশব্দের অর্থ—বেদান্ততাৎপর্য্যবিচার; তাহা হইলে সেই তাৎপর্য্যবিচারটী, তাৎপর্য্যনিশ্চয়কে দ্বার করিয়া বেদান্ততাৎপর্যবিষয়ে ভ্রান্তি বা সংশয়রূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি করিয়া থাকে এবং তাহাই ঐ শ্রবণের ফল। জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতিরূপ প্রতিবন্ধকান্তরের নিরাকরণ, অথবা ব্রহ্মজ্ঞান ঐ শ্রবণের সাক্ষাৎ ফল—ইহা হইতে পারে না। কারণ, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অতএব তাৎপর্য্যবিচাররূপ শ্রবণের ফল যে তাৎপর্য্যনির্ণয় এবং তাহার ফল যে তাৎপর্য্যবিষয়ে ভ্রান্তি বা সংশয়নিরাকরণ, এ বিষয়টী লৌকিক প্রমাণের সাহায্যেও আমরা বুঝিয়া থাকি। সুতরাং, এ বিষয়ে বিধি অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা নাই; লৌকিক প্রমাণাদির দ্বারা অনধিগত যে বিষয়, তাহা বুঝানই বিধির স্বভাব। শ্রবণে বিধি অঙ্গীকার করিলে যখন বিধির এই স্বভাব ব্যাহত হয়, তখন শ্রবণে বিধি অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ এতদ্দারা শ্রবণে যে অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে না, তাহাই প্রদর্শিত হইল।

আর যদি বল, অপূর্ব্ববিধি না হউক, ইহাতে নিয়ম বা পরিসংখ্যাবিধি না হইবে কেন? তাহার উত্তর এই যে, পাক্ষিক অপ্রাপ্তি থাকিলে নিয়ম-বিধি হয়, এবং উভয়ের প্রাপ্তি থাকিলে একের প্রাপ্তিনিরাকরণার্থ পরিসংখ্যা-বিধি হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রকৃত স্থলে কিন্তু, তাহা হইতে পারে না। কারণ, তাৎপর্য্যবিষয়ে সংশয় বা ভ্রান্তির নিরাকরণরূপ ফলের পক্ষে

তাৎপর্য্যবিচার ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন প্রকার কারণের প্রাপ্তিই নাই ; সুতরাং, নিয়ম বা পরিসংখ্যা কোন বিধিই এস্থলে হইতে পারিল না।

অতএব, শ্রবণে অপূর্ব্ব বা নিয়ম অথবা পরিসংখ্যা এই তিনটী বিধির কোনটীরও অবকাশ থাকিল না বলিতে হইবে। ইহাই হইল "যদি চ" হইতে "অবকাশঃ" পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য।

আর যদি বল, গুরুর অধীন হইয়া শ্রবণ করার ন্যায় গুরুরহিত বিচাররূপ শ্রবণের দ্বারাও ত তাৎপর্য্যনির্ণয় হইতে পারে, আর তাহা হইলে গুরুর অধীন বিচারের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইতে পারে ; সুতরাং, তাহার পরিহারের জন্য এরূপ স্থলে শ্রোতব্যবাক্যে নিয়মবিধিই ত হওয়া উচিত।

এ প্রকার শঙ্কাও কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, গুরুমুখাধীন-বিচাররূপ বেদান্ত-শ্রবণে বিধি না থাকিলেও গুরূপসদন অর্থাৎ গুরুর নিকট গমনের যে বিধি আছে। তদ্দ্বারাই, নিজের প্রযত্নসাধ্য যে গুরুরহিত বিচার, তাহার নিষেধ হইয়া যাইবে ; কারণ, গুরুর নিকট উপস্থিত হইবার যে বিধি আছে, তাহার যদি দৃষ্টফল সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার অদৃষ্টফল কল্পনা করা উচিত নহে। এস্থলে গুরুমুখাধীন বেদান্তবিচারই সাক্ষাৎ দৃষ্টফল হয় বলিয়া সেই দৃষ্টফলকে দ্বার করিয়া তাহা ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ বিধিবাক্যাবগত ফলের সাধক হইয়া থাকে, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। গুরূপসদনের ফল যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হয়, তাহা শ্রুতিই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে। যথা—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, তাহার জ্ঞানের জন্য সেই ব্যক্তি গুরুর নিকট যাইবে, ইত্যাদি। এখানে দেখ, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গুরুর নিকট গমন করিতে হইবে—এই যে বিধি আছে, ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, গুরুর নিকট গমনটী ব্রহ্মজ্ঞানলাভের কারণ। ইহাই শ্রুতির অভিমত। আর তাহা হইলে সেই গুরূপগমনবিধি যে, কোন অদৃষ্টফলকে উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হয়, যেমন যাগাদি অদৃষ্টফল উৎপাদন করিয়া স্বর্গজনক হয়, এরূপ কল্পনা করা অপেক্ষা গুরুমুখাধীন বেদান্তবিচাররূপ দৃষ্টফলকে উৎপাদন করিয়া তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের জনক হয়—এরূপ কল্পনা করাই সঙ্গত। যাগস্থলে কোনরূপ দৃষ্টফল দেখা যায় না বলিয়া অগত্যা অদৃষ্টফলরূপ ব্যাপার কল্পনা করিতে হয়, এস্থলে কিন্তু দৃষ্টফল দেখা যায় বলিয়া অদৃষ্টফলকে

ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যতা কি? অতএব দেখা যাইতেছে যে, গুরুমুখাধীন বিচারই ব্রহ্মজ্ঞানের জনক হইল, স্বাধীনভাবের বিচারের যে সম্ভাবনা রহিল না, আর তজ্জন্য গুরুমুখাধীন বিচাররূপ শ্রবণের পাক্ষিক অপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও হইল না; সুতরাং, সেই অপ্রাপ্তি পরিহার করিবার জন্য শ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিবার কোন আবশ্যকতাই নাই। গুরূপসদনে যে নিয়মবিধি আছে, তদ্দারাই ইষ্টলাভ হইতেছে, শ্রবণে আর বিধিস্বীকার নিষ্প্রয়োজন। ইহা বাস্তবিকপক্ষে স্তুতিমাত্র। ইহাই হইল "বিচারবিধ্য-ভাবেঽপি" হইতে "বিচারব্যাবৃত্তিঃ" "পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য।

যদি বল, এই যুক্তি অনুসারে তাহা হইলে বেদাধ্যয়নে পৃথক্ বিধি অঙ্গী-কারের প্রয়োজন কি? গুরূপসদনবিধির দ্বারাই ত তাহা চরিতার্থ হইয়া যাইতেছে, অথচ তাহাতে বিধি অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই উভয় স্থলের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। ইহারা অনুরূপ স্থল নহে। কারণ, অধ্যয়নে যদি বিধি না থাকে, কেবল গুরূপসদনেই বিধি থাকে, তাহা হইলে গুরূপসদন করিয়া বেদটী কণ্ঠস্থ করিয়া আসিলেই—অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞান না করিয়া আসিলেও—স্বতন্ত্র উক্ত বিধি চরিতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু অধ্যয়নে স্বতন্ত্র যদি বিধি থাকে এবং সেই বিহিত অধ্যয়নের ফল যদি বেদার্থজ্ঞানরূপ দৃষ্টফল হয়, তাহা হইলে গুরূপসদনবিধির বেদকে কণ্ঠস্থ করার সহিত বেদার্থবিচাররূপ দৃষ্টফলও কল্পনা করিতে হয়। আর তাহা হইলেই অধ্যয়নবিধির দৃষ্টফল যে বেদার্থজ্ঞান, তাহা চরিতার্থ হয়। অতএব বেদার্থজ্ঞানের জন্য অধ্যয়নে পৃথক্ বিধি আবশ্যক। প্রকৃত স্থলে কিন্তু, এরূপ ঘটে না। কারণ, এস্থলে বেদাধ্যয়নবিধির দ্বারাই বেদের একদেশ বেদান্তশাস্ত্র কণ্ঠস্থ হইয়া যায়, তাহার পর সেই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যখন আবার গুরূপসদনের পৃথক্ বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন সেই গুরূপসদনবিধির দ্বারাই গুরুমুখাধীন বিচারকে পাওয়া যায় বলিয়া সেই গুরুমুখাধীন বিচাররূপ শ্রবণে আর পৃথক্ বিধি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অতএব এস্থলটী পূর্ব্বোক্ত স্থলের ন্যায় হইল না, অর্থাৎ শ্রবণবিধিটী অধ্যয়নবিধির সমান হইল না। সুতরাং, তুল্যযুক্তির দ্বারা অধ্যয়নবিধির ব্যর্থতাপ্রদর্শন করিয়া শ্রবণে নিয়মবিধিস্বীকারের কোন

প্রয়োজনীয়তা নাই। ইহাই হইল "অধ্যয়নবিধ্যভাবে" হইতে "নিয়মবিধিঃ" পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য।

আর যদি বল, বেদান্তবিচারার্থী ব্যক্তির কোন সময় দ্বৈতশাস্ত্রেও ত প্রবৃত্তি হইতে পারে; কারণ, নিজের অর্থে যোজনা করিয়া দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বেদান্তবিচার করিয়া থাকেন—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আর তাহা দেখিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির দ্বৈতশাস্ত্রের আলোচনার্থ প্রবৃত্তিও অসম্ভব নহে। এইরূপ স্থলে মুমুক্ষু ব্যক্তির বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয়ে ভ্রান্তিই হইয়া থাকে, আর সেই ভ্রান্তিবশতঃ অদ্বৈতাত্মপর প্রকৃতবেদান্তবিচাররূপ শ্রবণে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর তাহারই নিরাসের জন্য উক্ত অদ্বৈতাত্মপর বেদান্তবিচাররূপ শ্রবণে নিয়মবিধি আবশ্যক, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—ইহাও ঠিক নহে। কারণ, যাহা নিজেই তাৎপর্য্য-ভ্রমের কারণ, তাহা কখন স্ববিষয়ক তাৎপর্য্যভ্রমের নিরাসক হইতে পারে না। সুতরাং, এই পথে যাইয়া সাধনান্তরপ্রাপ্তির নিরাসের জন্য প্রকৃত বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি হইতে পারে না।

যদি বল, অদ্বৈতপর বেদান্তশাস্ত্রকে কেহ যদি দ্বৈতপর বলিয়া ভ্রান্ত হয়, এবং সেই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে দ্বৈতবাদিমতে বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করে, তাহা হইলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অদ্বৈতপরবেদান্তবিচাররূপ যে শ্রবণ, সেই শ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার্য্য।

তাহার উত্তর এই যে, ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, অদ্বৈতশাস্ত্রে যে শ্রদ্ধা, তাহা বিশেষ ঈশ্বরানুগ্রহের ফল। সেই শ্রদ্ধারহিত যে ব্যক্তি, তাহার পক্ষে শ্রোতব্যবাক্যের বিধিটীও দ্বৈতপর বেদান্তবিচারের বিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া যাইবে। তাহার পক্ষে এরূপ শত শত বিধি দ্বারাও অদ্বৈতপর বেদান্ত-বিচাররূপ শ্রবণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, এইরূপ ভ্রান্তিকল্পনা করিয়া শ্রবণে নিয়মবিধিস্বীকারের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাই হইল "ন চ তাৎপর্য্যভ্রম" হইতে "অপরিহার্য্যত্বাৎ" পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য।

আর যদি বল, মুমুক্ষু ব্যক্তিকে ব্যাপারান্তর হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই শ্রবণে পরিসংখ্যাবিধিই অঙ্গীকার্য্য। তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, মুমুক্ষু-ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসী না হয়, সে যদি গৃহস্থ বা বনী হয়, তাহা হইলে তাহাকে

গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রমের বিহিত কার্য্যও করিতেই হইবে, সুতরাং তাহার পক্ষে এরূপ ব্যাপারান্তরের নিবৃত্তিও কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আর যদি সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি সন্ন্যাসী হয়, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্ন্যাসবিধায়ক যে "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" বাক্য, তাহাই ব্যাপারান্তর হইতে নিবৃত্তি করিয়া দিবে, সুতরাং তাহার পক্ষে ব্যাপারান্তরনিবৃত্তির জন্য শ্রবণে বিধিস্বীকার নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। অতএব শ্রবণে পরিসংখ্যাবিধিও স্বীকার করিতে পারা যায় না। ইহাই হইল "নচ ব্যাপারান্তর" হইতে "ব্যর্থত্বাৎ" পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য।

আর যদি বল, 'বেদান্তশ্রবণ' এই বাক্যের অর্থ— বেদান্তের তাৎপর্য্য-বিচার না করিয়া বিচার্য্যবিষয়রূপ যে বেদান্ত, সেই বেদান্তরূপ শব্দরাশি-রূপ জ্ঞানশাস্ত্র হয়, এবং তাহা হইলে তাহা শব্দপ্রমাণমধ্যেই গণ্য হইয়া যায় বলিয়া শব্দপ্রমাণকেই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণরূপে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে শব্দ ভিন্ন অনুমানাদি প্রমাণকে অথবা ভাষাপ্রবন্ধরূপ শব্দপ্রমাণকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে বেদান্তশ্রবণে পরিসংখ্যাবিধিই গ্রহণ করিতে হইবে ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অধ্যয়নবিধির দ্বারা সেই শঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। কারণ, এই বিধির সাহায্যে বুঝা গিয়াছে যে, বেদার্থজ্ঞানের জন্য বেদই একমাত্র অবলম্বনীয়। অর্থাৎ যেমন ধর্ম্ম বেদার্থ হয় বলিয়া ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার জন্য বেদব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ অপেক্ষিত হয় না—একমাত্র বেদই ধর্ম্মরূপ প্রমেয় বুঝিবার পক্ষে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়—ইহা আমরা বেদাধ্যয়নবিধির সাহায্যে বুঝিতে পারি, সেইরূপ প্রকৃত স্থলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদান্ত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করিতে হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি বেদার্থের একদেশ হয়, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদান্তরূপ বেদপ্রমাণ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণের প্রসক্তিই হইতে পারে না। অতএব সেই প্রসক্তির নিরাকরণজন্য বেদান্তশ্রবণে পৃথক্ বিধি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন; উহা অধ্যয়নবিধির দ্বারাই চরিতার্থ হয়। ইহাই হইল "নচ বিচারবিধ্য-সম্ভবেঽপি" হইতে "অপ্রাপ্তেশ্চ" পর্য্যন্তের তাৎপর্য্য।

রিতি চ স্থিতে কার্য্যকারণভাবদ্বয়মেলনেন প্রকৃতে বিচারবিশিষ্ট-বেদান্তজ্ঞানরূপং শ্রবণং সত্তানিশ্চয়রূপব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুরিতি সিদ্ধান্তীত্যাহ—**বিচারমাত্রস্যেতি**। **সহকারীতি**। চিত্তৈকাগ্র্যাদিরূপসহকারিবৈকল্যেনেত্যর্থঃ। উক্তকার্য্যকারণভাবদ্বয়রূপপ্রমাণবলেন শ্রবণস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বে সিদ্ধে বামদেবস্য জন্মান্তরীয়ং শ্রবণাদিকং কল্প্যতে। যথা জাতমাত্রে জন্তৌ দৃশ্যমানভোগস্য কারণতয়া প্রাগ্ভবীয়ং কর্ম্ম কল্প্যতে, তদ্বৎ। অতো ন ব্যতিরেকব্যভিচার ইত্যাহ—**জাতিস্মরস্যেতি**। পূর্ব্বজাতিং স্মরতো বামদেবস্যেত্যর্থঃ। **অস্যথেতি**। উক্তরীত্যা দ্বিবিধব্যভিচারপরিহারানুপগমে ইত্যর্থঃ। ব্যভিচারনিশ্চয়েন হেতুত্বাভাবরূপবাধনিশ্চয়াৎ শ্রবণবিধেরবোধকতাপত্ত্যা তবাপি অপূর্ব্ববিধির্নস্যাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে শ্রবণমিব তপোবিশেষাদিকম্ উৎকৃষ্টজন্মপ্রাপ্তিরূপং বা কারণান্তরমস্তীতি শঙ্কাকালে বামদেবস্য কারণান্তরাৎ জ্ঞানমুৎপন্নমিতি শঙ্কাসম্ভবেন শ্রবণস্য বামদেবে ব্যতিরেকব্যভিচারজ্ঞানং শ্রবণস্য সাক্ষাৎকারহেতুত্বগ্রহপ্রতিবন্ধকং ন ভবতি। ন চৈকস্য পদার্থস্য জ্ঞানে পরস্পরনিরপেক্ষকারণদ্বয়াসম্ভবেন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কারণান্তরসত্ত্বশঙ্কৈব ন জায়ত ইতি বাচ্যম্। **লোকে** তথা দৃষ্টত্বাদিত্যাহ—**ঘটেতি**। বেদান্তশ্রবণস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বে বিধিং বিনৈব প্রাপ্তে ফলিতমাহ—**তথা চেতি**।

(৩২ পৃঃ)

শ্রবণাদিবিধেঃ নিয়মবিধিত্বে সত্যেবাবৃত্ত্যাদিকরণং সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ—**অত এবেতি**। অপূর্ব্ববিধিত্বাভাবাদেবেত্যর্থঃ। অতএব আবৃত্ত্যুপদেশ ইতি সম্বন্ধঃ। "দর্শনপর্য্যবসানানি" ইত্যারভ্য "তণ্ডুলনিষ্পত্ত্যবসানানি" ইত্যন্তস্য ভাষ্যস্যেয়ং যোজনা—দৃষ্টার্থানি শ্রবণাদীন্যাবর্ত্ত্যমানানি সন্তি দর্শনপর্য্যবসানানি ভবন্তি। যথাবঘাতাদীন্যাবর্ত্ত্যমানানি তণ্ডুলনিষ্পত্ত্যবসানানি ভবন্তীতি। দৃষ্টার্থানীত্যত্র দৃষ্টং ফলমাত্মদর্শনমেব। অয়ং ভাবঃ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদিনা আত্মদর্শনোদ্দেশেন শ্রবণাদীনি বিধীয়ন্তে। তত্র কিমেতানি সকৃদনুষ্ঠেয়ানি, কিং বা যাবদাত্মদর্শনমাবর্ত্ত্যানীতি সংশয়ে সকৃদেবানুষ্ঠেয়ানি, তাবতা বিধেশ্চারিতার্থ্যাৎ। যথা অগ্নিচয়নে 'সর্ব্বৌষধস্য পূরয়িত্বাঽবহন্তি' ইতি বাক্যবিহিতং সর্ব্বৌষধীনামবহননমুপধেয়োলূখল-সংস্কাররূপং সকৃদেবানুষ্ঠীয়তে, তদ্বৎ। তথা চ সকৃদনুষ্ঠিতশ্রবণাদিজন্যমদৃষ্টং জন্মান্তরে ব্রহ্মদর্শনহেতুরিত্যপূর্ব্ববিধিত্বং শ্রবণাদিবিধীনামিতি প্রাপ্তে,

সিদ্ধান্তঃ—শ্রবণাগ্যাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা। কুতঃ? অসকৃদুপদেশাৎ। তথা হি—ভৃগুবল্ল্যাং ভৃগুং প্রতি পিতা অসকৃৎ "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব' ইত্যুপদিশতি। তপঃ আলোচনং ব্রহ্মবিচারঃ। তথা ছান্দোগ্যষষ্ঠ্যাধ্যায়ে শ্বেতকেতুং পুত্রং প্রতি পিতা বিচারপূর্ব্বকমসকৃৎ 'তত্ত্বমসি' ইত্যুপদিশতি। কিং চ শ্রবণাদিভিরাত্মদর্শনফলে জননীয়ে শ্রবণাদ্যাবৃত্তিরূপদৃষ্টদ্বারসম্ভবে অদৃষ্টদ্বারকল্পনাযোগাৎ তৎত্বংপদার্থয়োঃ শ্রবণাগ্যাবৃত্তিং বিনা দুর্ব্বোধত্বাচ্চ তণ্ডুলনিষ্পত্তিফলকাবঘাতবদাবৃত্তিরেব। ন তু অগ্নিচয়নান্তর্গতাবঘাতবদনাবৃত্তিঃ, তদন্তর্গতাবঘাতস্য অদৃষ্টার্থত্বেন বৈষম্যাদিতি ব্যুৎপাদিতমাবৃত্ত্যধিকরণে। তদপূর্ব্ববিধিবাদিনাং ন সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ। তন্ত্রলক্ষণম্ একাদশাধ্যায়ঃ। **অত ইতি**। প্রাপ্তত্বাদিত্যর্থঃ। অস্য হেতোরেবকারার্থে অপূর্ব্ববিধিত্বাভাবে অন্বয়ঃ।

(৩৩ পৃঃ)

নিয়মবিধিত্বে হেতুমাহ—**তদভাবে হীতি**। তদভাবে মনস এব সাবধানং তত্র নিধানে কদাচিৎ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে ইতি সম্বন্ধঃ। মনসা গৃহ্যমাণাত্মগতবিশেষগ্রহণায় মনোব্যাপার এব যত্নেন প্রবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—**যথেতি**। **কিঞ্চিদিতি**। রত্নাদীত্যর্থঃ। **তত্রেতি**। রত্নাদাবিত্যর্থঃ। **তস্যৈবেতি**। ন তু ব্যাপারান্তরে ইত্যেবকারার্থঃ: পুনরপি চক্ষুষো ব্যাপারে প্রবর্ত্তত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রণিধানং যথা ভবতি তথা প্রবর্ত্তত ইতি প্রবৃত্তিক্রিয়াবিশেষণং প্রণিধানম্। তচ্চ রত্নাদিস্থিতিমুখতয়া চক্ষুষঃ স্থাপনম্। অনন্তরমুন্মীলনব্যাপারানুকূলযত্নঃ প্রবৃত্তিরিতি প্রণিধানপ্রবৃত্ত্যোর্ভেদঃ। **বেদান্তৈরিতি**। 'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মী'ত্যাদিভিরিত্যর্থঃ। ইহ ব্রহ্মণি নানা জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপেণ ভিন্নং বিশেষণজাতং কিঞ্চিদপি নাস্তি। প্রকৃষ্টং জ্ঞানং প্রজ্ঞানং নিত্যস্বপ্রকাশজীবচৈতন্যং ব্রহ্ম। অহং বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিভূতশ্চিদাত্মা ব্রহ্ম অস্মি ভবামীতি শ্রুতীনামর্থঃ। অধ্যয়নপদং সাঙ্গাধ্যয়নপরম্। আকর্ণ্য পরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা। শ্রুতৌ শ্রদ্দধানঃ। **তদবগমায়েতি**। নির্ব্বিশেষস্বরূপত্বাধিগমায়েত্যর্থঃ। **তত্রেতি**। অহমিতিগৃহ্যমাণাত্মনীত্যর্থঃ। সাবধানমৈকাগ্র্যং যথা ভবতি, তথা। নন্বহমিতি গৃহ্যমাণে জীবে বিশেষাকর্ণনানন্তরং বেদান্তশ্রবণ ইব কদাচিৎ মনোব্যাপারে বেদান্তবিচারনিরপেক্ষেঽপি প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যযুক্তম্। শ্রুত্যা ব্রহ্মণি মনোবিষয়ত্বনিষেধাৎ। সাঙ্গাধ্যায়নবতঃ

তন্নিষেধাবগতিসম্ভবাদিতি, নেত্যাহ—**অপ্রাপ্যেতি**। শ্রুতিরনবহিতমনোবিষয়েতি সম্বন্ধঃ। বাচঃ সত্যজ্ঞানাদিশব্দাঃ অপ্রাপ্য শক্ত্যা ব্রহ্মাপ্রতিপাদ্য মনসা সহ নিবর্ত্তন্তে লক্ষণামাশ্রয়ন্ত ইতি শ্রুত্যর্থঃ। মনসা সহেত্যনেন মনসোঽপি ব্রহ্মণি প্রাপ্তির্নিষিধ্যত ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মণি মনোবিষয়ত্বনিষেধবৎ তদ্বিষয়ত্বমপি শ্রুত্যা উচ্যতে। তথা চ শ্রুত্যোঃ বিরোধে সতি মনঃশব্দিতবুদ্ধিগম্যত্বপ্রতিপাদকশ্রুতৌ বুদ্ধেরগ্র্যত্ববিশেষণবলাদ্বিষয়ত্বনিষেধশ্রুতেঃ অনবহিতমনোবিষয়ত্বনিষেধার্থকত্বপ্রতীতেঃ। তথা চ সাঙ্গাধ্যয়নবতঃ উক্তব্যবস্থাপ্রতীতিসম্ভবাৎ মনস এব ব্যাপারে প্রবৃত্তিঃ দুর্ব্বারেত্যাহ—**মনসৈবেতি**। অনবহিতত্বমেকাগ্রতাশূন্যত্বম্। **শঙ্কাসম্ভবাদিতি**। অগ্র্যত্ববিশেষণসামর্থ্যেন যথোক্তব্যবস্থানিশ্চয়সম্ভবাদিতি বক্তব্যে শঙ্কাসম্ভবাদিত্যুক্তেরয়মাশয়ঃ—নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনসঃ করণত্বং নাস্তি। ঔপনিষদত্বশ্রুতিবিরোধাৎ। সোপাধিকাত্মসাক্ষাৎকারে অপি ন তস্য করণত্বম্। তৎসাক্ষাৎকারস্য নিত্যসাক্ষিরূপত্বাৎ। 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমি'ত্যাদৌ তৃতীয়া বাক্যোত্থবৃত্তিসাক্ষাৎকারং প্রতি সাধনত্বাভিপ্রায়েত্যাদিকং সর্ব্বং শাব্দাপরোক্ষবাদে বক্ষ্যতে। তথা চ বস্তুতো মনসঃ করণত্বাভাবাৎ মনস এব ব্যাপারে পুরুষঃ কদাচিৎ প্রবর্ত্তেতেত্যুৎপ্রেক্ষিতং নিয়মবিধিব্যাবর্ত্ত্যমসঙ্গতমেবেতি।

(৩৮ পৃঃ)

অতএব ব্যাবর্ত্ত্যান্তরমাহ—**অথবেতি**। অধীতসাঙ্গস্বাধ্যায়স্য হি 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদিশ্রুত্যা 'আত্মজ্ঞানং মুক্তিসাধনমি'তি জ্ঞানং ভবতি। ন চ সাঙ্গাধ্যয়নবতোঽপি লোকে বিচারমন্তরেণাত্মতত্ত্বজ্ঞানমস্তি। আত্মপ্রতিপাদকবেদান্তেষু নানাবিধযোজনাসম্ভাবনয়া তাৎপর্য্যভ্রমসংশয়াদেরনুভবসিদ্ধত্বাৎ। ততশ্চ মুক্তিসাধনজ্ঞানার্থী তজ্জ্ঞানপ্রতিবন্ধকতাৎপর্য্যভ্রমসংশয়াদিনিরাসায় বেদান্তবিচারে প্রবর্ত্তমানো যথা ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রে প্রবর্ত্ততে, তথৈব ন্যায়সাংখ্যাদিশাস্ত্রবিচারেঽপি (কদাচিৎ) প্রবর্ত্তেত। তত্রাপি তদভিমতযোজনয়া বেদান্তবিচারসত্ত্বাৎ। ন চ সাংখ্যাদিতর্কশাস্ত্রগতাত্মবিচারস্য অদ্বিতীয়াত্মবিচাররূপত্বাভাবেন তাদৃশাত্মনি বেদান্তানাং তাৎপর্য্যভ্রমসংশয়াদ্যনিবর্ত্তকত্বাৎ বিশিষ্য স্বয়মেব

তত্র তাৎপর্য্যভ্রমাদিহেতুত্বাচ্চ ন তত্রাত্মজ্ঞানার্থিনাং প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীতি বাচ্যম্। জীবভিন্নপরমাত্মজ্ঞানং মুক্তিসাধনমিতি ভ্রমেণ তত্রাপি প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ। ন চ সাঙ্গাধ্যয়নবতো ভিন্নাত্মজ্ঞানং মুক্তিসাধনমিতি ভ্রমো ন সম্ভবতি। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমি'ত্যাদি বেদান্তেষু জীবাভিন্নপরমাত্মজ্ঞানস্যৈব মুক্তিসাধনত্ব-প্রতীতেরিতি বাচ্যম্। 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ' ইতি শ্রুতিগতান্যশব্দেন ভ্রমসম্ভবাৎ। 'যদা ঈশং' সন্নিধিমাত্রেণ বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকং, 'অন্যং' বস্তুগত্যা বুদ্ধ্যাদিভ্যো ভিন্নং; ভ্রান্ত্যা বুদ্ধ্যাদ্যভিন্নত্বেন চিদাত্মনো গৃহীতত্বাৎ ভিন্নত্বোপদেশঃ সফলঃ। ন তু জীবভিন্নমিত্যর্থঃ। জীবব্রহ্মাভেদস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ-তয়া উপদেশানপেক্ষত্বাৎ। 'জুষ্টং' ঋষিসঙ্ঘৈঃ সেবিতম্। 'ঋষিসঙ্ঘজুষ্টমি'তি শ্রুত্য-ন্তরাৎ। 'পশ্যতি' ঈশোঽহমিতি সাক্ষাৎকরোতি। 'তদা অস্য ঈশস্য মহিমানং' মহ-ত্ত্বোপলক্ষিতং স্বরূপং, 'ইতি' এতি প্রাপ্নোতি; বীতশোকশ্চ ভবতীতি শ্রুতেঃ বাস্তবার্থঃ। নন্থ, শ্রোতব্যবাক্যে আত্ম বিচারমাত্রং প্রতীয়তে, ন তু অদ্বৈতাত্মবিচারঃ। ততশ্চ, কথমনেন বিধিনা ভিন্নাত্মবিচারব্যাবৃত্তিলাভ ইত্যত আহ।—**ইহেতি**। অত্র আদিপদেন 'আত্মনি দৃষ্টে সর্ব্বং বিদিতং ভবতী'তি প্রতিজ্ঞাবাক্যং গৃহ্যতে। আত্মনঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানতয়া সর্ব্বাত্মকত্বে হি সতি আত্মনি বিদিতে তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং তত্ত্বতো বিদিতং ভবতি। 'সর্ব্বমাত্মৈবে'তি সামানাধিকরণ্যং চ সিধ্যতি, নান্যথা। তথা চ শ্রোতব্যবাক্যস্থমাত্মপদম্ অদ্বিতীয়াত্মপরমেবেতি তদ্বিচারবিধিনা ভিন্নাত্মবিচারব্যাবৃত্তিঃ লভ্যত ইতি ভাবঃ। নন্থ, তণ্ডুলনিষ্পত্ত্যর্থবহননস্যেব নখবিদলনাদেরপি বস্তুতঃ সাধনত্বাত্তন্নিবৃত্তিফলকো নিয়মবিধির্যুক্তঃ। ইহ তু অদ্বিতীয়ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে ভিন্নাত্ম-বিচারস্য ন বস্তুতঃ সাধনত্বমস্তি। অতস্তন্নিবৃত্তিফলকো নিয়মবিধির্ন যুজ্যতে। ন চ মা ভূৎ ভিন্নাত্মবিচারস্য ব্যাবর্ত্ত্যত্বম্। নৈতাবতা নিয়মবিধ্যনুপপত্তিঃ প্রকৃতে অস্তি। গুরুনিরপেক্ষবিচারভাষাপ্রবন্ধেতিহাসপুরাণাদীনাম্ উদাহরিষ্যমাণানাং সত্তানিশ্চয়রূপব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বসত্ত্বেন ব্যাবর্ত্ত্যত্বসম্ভবাদিতি বাচ্যম্। তেষাম-প্যনন্তরমেব বক্ষ্যমাণরীত্যা অবিদ্যানিবর্ত্তকসত্তানিশ্চয়রূপসাক্ষাৎকারপ্রতিবন্ধক-কল্মষনিবৃত্তিদ্বারা গুর্ব্বধীনবেদান্তবিচারবৎ সাক্ষাৎকারাহেতুত্বেন বস্তুতঃ সাধনত্বাভাবাৎ। তথা চ ন নিয়মবিধিঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—**ন হীতি**। **কুলধর্ম্ম ইতি**। কুলক্রমাগতধর্ম্মস্য যথা আবশ্যকতা, তথা বস্তুসৎসাধনান্তরপ্রাপ্তেরাবশ্যকত্বং ন হীত্যর্থঃ। **ন্যেনেতি**। আবশ্যকত্বেনেত্যর্থঃ। **নিয়মার্থবত্ত্বেতি**। বিধিৎ-

সিতগুর্ব্বধীনবেদান্তশ্রবণেনেব গুরুনিরপেক্ষবিচারাদিনাপি সন্তানিশ্চয়রূপসাক্ষাৎ-কারস্বরূপোৎপত্তিসম্ভবে সতি গুর্ব্বধীনবেদান্তশ্রবণনিয়মস্ত দৃষ্টপ্রয়োজনাভাবা-ন্নিয়মাদৃষ্টমুপেয়ম্। তস্ত চ কল্মষনিবৃত্তিদ্বারা বিদ্যাসাধনত্বং চ কল্পনীয়মেবেত্যর্থঃ। অদৃষ্টজন্যত্বং কল্মষনিবৃত্তেঃ বিশেষণম্। স্বপদং সাক্ষাৎকারপরম্। **শক্ত্যে-তেতি**। যেন শক্যেতেতি সম্বন্ধঃ। যত্র বিধিৎসিতসাধনস্ত অপ্রাপ্তিঃ পাক্ষিকী নিবারয়িতুং ন শক্যতে, তত্র নিয়মবিধিরিত্যত্র হেতুমাহ—**অবৈতেবেতি**। অপ্রাপ্তাংশলাভমাত্রেণেত্যর্থঃ। বিধিৎসিতসাধনস্ত পাক্ষিক্যামপ্রাপ্তৌ হেতুমাহ— **সাধনান্তরতয়েতি**। সন্তানিশ্চয়রূপব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্ত দৃষ্টফলতয়া তৎস্বরূপে বেদান্তবিচারবত্তাষাপ্রবন্ধাদেঃ অপ্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেব সাধনত্ববুদ্ধিঃ সম্ভাব্যতে। পূর্ব্বোক্তরীত্যা বস্তুতঃ সাধনাত্বাভাবাৎ সম্ভাব্যমানত্বেত্যুক্তম্।

(৪১পৃঃ)

ব্যাবর্ত্ত্যান্তরমাহ—**অথবেতি**। মাত্রপদেন গুরুঃ ব্যবচ্ছিদ্যতে। তর্হি উক্তব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেনৈব অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণফলসিদ্ধেঃ কিং গুর্ব্বধীন-শ্রবণবিধিনেতি শঙ্কতে—**কিং ত্বিতি**। শ্রবণনিয়মবিধ্যর্থবত্ত্বায় নিয়মাদৃষ্টস্ত ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন স্বফলসিদ্ধ্যর্থমপেক্ষণীয়ত্বকল্পনাৎ নোক্তাপরোক্ষজ্ঞানাদবিদ্যা-নিবৃত্তিসিদ্ধিরিতি পরিহরতি—**গুরুমুখেতি**। **নিরাসে-নেতি**। নিরাসদ্বারেত্যর্থঃ। ইতীত্যনন্তরং কল্পনীয়ত্বেনেতি শেষঃ। **তদ্-ভাবেনেতি**। কল্মষনিরাসাভাবেন। কল্মষেণেত্যর্থঃ। **কল্পমিতি**। তুল্যমিত্যর্থঃ। ন চ নিয়মার্থবত্ত্বায়েত্যাদিপূর্ব্বগ্রন্থে নিয়মাদৃষ্টস্ত কল্মষনিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তৌ হেতুত্বমুক্তম্। অত্র চোৎপন্নেন জ্ঞানেনাবিদ্যানিবৃত্তৌ জননীয়ায়াং তত্র প্রতিবন্ধককল্মষনিরাসদ্বারা শ্রবণনিয়মাদৃষ্টস্ত সাধনত্বোক্তৌ পূর্ব্বাপরবিরোধ ইতি বাচ্যম্। মতভেদেন বিরোধাভাবাৎ। নন্বেবমপ্যুৎপন্না ব্রহ্মবিদ্যা স্বকার্য্যাবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে নিয়মাদৃষ্টাধ্যাং কল্মষনিবৃত্তিমপেক্ষত ইত্যযুক্তম্ প্রমাত্বাৎ শুক্ত্যাদি-প্রমাবদিতি মত্বা শঙ্কতে—**ন চ জ্ঞানোদয় ইতি**। **অবিদ্যত্যনু-পপত্তিরিতি**। অজ্ঞাননিবৃত্তিরেব স্যাদিত্যর্থঃ। শুক্তিপ্রমাস্থলে অন্যা-পেক্ষাভাবেঽপি প্রতিবিম্বভ্রমস্থলে বিশেষদর্শনস্য প্রতিবন্ধকাভাবাপেক্ষাদর্শনেন ব্রহ্মবিদ্যায়া অপি তদপেক্ষোপপত্তেরিতি পরিহরতি—**প্রতিবন্ধকা-ভাবস্যেতি**। যদ্যপি প্রতিবন্ধকাভাবস্ত সিদ্ধান্তে ন কুত্রাপি হেতুত্বং,

তথাপি 'অপ্রতিবন্ধা সামগ্রী কার্য্যহেতু' রিত্যুপগমাদন্যোবাবচ্ছেদকতয়া প্রতিবন্ধকাভাবাপেক্ষেতি ভাবঃ। **তদনিবৃত্ত্যুপপত্তেরিতি**। গুরুরহিতবিচারসাধ্যবিদ্যয়া অবিদ্যানিবৃত্ত্যভাবোপপত্তেরিত্যর্থঃ। শ্রবণনিয়মবিধিং সদৃষ্টান্তমুপপাদয়তি—**এবং চেতি**। গুরুরহিতবিচারস্য ব্যাবর্ত্ত্যাস্য লাভে সতীত্যর্থঃ। **লিখিতেতি**। অভ্যুদয়নিশ্রেয়সকামস্য বেদার্থানুষ্ঠানং বিনা নাভ্যুদয়াদিসিদ্ধিঃ। তদনুষ্ঠানং চ বেদার্থজ্ঞানং বিনা ন সম্ভবতি। তদর্থজ্ঞানং চ স্বাধ্যায়পদবাচ্যবেদাবাপ্তিং বিনা ন সম্ভবতি। বেদাবাপ্তিং প্রতি চ গুরুমুখোচ্চারণানুচ্চারণলক্ষণমধ্যয়নং লিখিতপাঠাদি চ সাধনত্বেন লোকে প্রসিদ্ধম্। তথা চাধ্যয়নবিধিবাক্যেন বেদাধ্যয়নং নিয়ম্যতে—অধ্যয়নেনৈবাক্ষরাবাপ্তিং সম্পাদয়েদিতি। তেন চ লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্তির্লভ্যতে যথা, তথা প্রকৃতেঽপীত্যর্থঃ। নন্বু, ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থং গুর্ব্বভিগমনং শ্রূয়তে। ন চ তস্য শ্রুতিজন্যে ব্রহ্মজ্ঞানে সাক্ষাৎসাধনত্বমস্তি। অতস্তেন জ্ঞানে জননীয়ে দ্বারাপেক্ষায়াং গুর্ব্বধীনবিচার এব যোগ্যতয়া দ্বারত্বেন কল্প্যতে, ন তু অদৃষ্টম্। দৃষ্টদ্বারসম্ভবে অদৃষ্টকল্পনাযোগাৎ। গুর্ব্বভিগমনস্য গুর্ব্বধীনবিচারদ্বারা জ্ঞানসাধনত্বে অভিগমনবিধিনা সিদ্ধে তেনৈব গুরুরহিতবিচারব্যাবৃত্তিসিদ্ধের্নিষ্ফলঃ শ্রোতব্যবাক্যে শ্রবণনিয়মবিধিরিতি শঙ্কতে—**ন চেতি**। 'ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন' ইতি পূর্ব্ববাক্যে নির্দ্দিষ্টো ব্রাহ্মণঃ 'স' ইতি পরামৃশ্যতে। নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং প্রাপ্নুয়াদিতি যাবৎ। কেন প্রকারেণেত্যত আহ শ্রুতিঃ—'অকৃতো' নিত্যো মোক্ষঃ, 'কৃতেন' কর্ম্মনা নাস্তীতি। অতো মোক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্যং জ্ঞাত্বা তজ্জ্ঞানার্থং গুরুমভিগচ্ছেদিত্যর্থঃ। শ্রোতব্যবাক্যেন গুর্ব্বধীনবিচারে নিয়মিতে সতি তদঙ্গতয়া গুর্ব্বভিগমনং বিধীয়তে। শ্রবণবিধ্যভাবে তু উপগমনবিধেরাশ্রয়লাভাভাবাৎ ন শ্রবণবিধিবৈফল্যাপাদকতেতি পরিহরতি—**গুরূপসদনস্যেতি**। অঙ্গবিধিনা প্রধানবিধিবৈফল্যাপাদনে অতিপ্রসঙ্গমাহ—**অন্যথেতি**। **বিধিনৈবেতি**। গুরূপগমনস্যাক্ষরাবাপ্তিং প্রতি অধ্যয়নদৃষ্টদ্বারসম্ভবে তত্ত্যাগাযোগাদিতি ভাবঃ।

(৪৫পৃঃ)

ব্যাবর্ত্ত্যান্তরমাহ—**অথবেতি**। **নিয়মবিধিরস্তিতি**। অদ্বৈতং জিজ্ঞাসমানেন বেদান্তা এব বিচারণীয়াঃ, ন ভাষাপ্রবন্ধা ইতি

বিচারবিষয়নিয়মবিধিরিত্যর্থঃ। নমু, ম্লেচ্ছশব্দিতস্ত ভাষাপ্রবন্ধরূপাব্যক্তশব্দস্যোচ্চারণং পুরুষেণ ন কর্ত্তব্যম্। অন্যথা পুরুষঃ প্রত্যবায়ী ভবেদিতি নিষেধবলাদেব শ্রবণাধিকারিণো ভাষাপ্রবন্ধব্যাবৃত্তিসিদ্ধেঃ কিং বিধিনেতি শঙ্কতে— **ন চ নেতি**। যদি ভাষানিষেধস্ত জ্ঞানাঙ্গত্বং স্যাৎ, তদা তন্নিষেধমুল্লঙ্ঘ্য তত্র প্রবৃত্তৌ জ্ঞানানুৎপত্তিভয়েন তত্র ন প্রবর্ত্তেত। ন ত্বেতদস্তি। পুরুষার্থত্বাৎ তন্নিষেধস্ত। তথা চ তন্নিষেধমুল্লঙ্ঘ্যাপি কদাচিৎ ভাষাপ্রবন্ধাদিশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—**শাস্ত্রব্যুৎপত্তীতি**। উল্লঙ্ঘনে হেতুমাহ— **অশক্যমিতীতি**। অশক্যত্বে হেতুঃ ব্যুৎপত্তিমান্দ্যম্। নমু, মন্দাধিকারিণো ব্যুৎপত্তিমান্দ্যাৎ বেদান্তশ্রবণমশক্যং, তং প্রতি বেদান্তবিচারে নিয়মবিধিঃ কথম্। অশক্যার্থে বিধ্যনুপপত্তেরিতি চেন্ন। মন্দস্য ভাষ্যাদিরূপবেদান্তবিচারাসম্ভবেঽপি বেদান্তপ্রকরণবিচারস্য মন্দাধিকারিণোঽপি সম্ভবাৎ। তদুক্তং পঞ্চদশ্যাম্—

'মন্দপ্রজ্ঞং তু জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ।
বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজাং প্রিয়াম্॥' ইতি।

আত্মানন্দনামকপ্রকরণেনেত্যর্থঃ। পুরুষার্থনিষেধমুল্লঙ্ঘ্যাপি মহাফলসিদ্ধ্যর্থং নিষিদ্ধে প্রবৃত্তিঃ, তন্নিবর্ত্তনেন বিধেঃ অর্থবত্তা চ মীমাংসকৈরপি স্বীকৃতেত্যাহ—**অভ্যুপগম্যতে হীতি**। অঙ্গীকৃতং নিষেধোল্লঙ্ঘনং যেন, স তথোক্তঃ। কুতশ্চিদিত্যনেন সূচিতং হেতুমাহ—**অবিকলামিতি**। **অর্থবত্ত্বমিতি**। ব্যুৎপাদিতমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

(৪৮পৃঃ)

ব্যাবর্ত্ত্যান্তরমাহ—**যদ্বেতি**। **মন্ত্রৈরেবেতি**। 'অগ্নির্মূর্দ্ধা' ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ শ্রুত্যাদিভিঃ ক্রতৌ বিনিযুক্তাঃ। তে কিমুচ্চারণমাত্রেণাদৃষ্টং কুর্ব্বন্তঃ ক্রতাবুপকারং কুর্ব্বন্তি, উত দৃষ্টেনৈবার্থস্মরণেনেতি সন্দেহে কল্পসূত্রাদিনাপি অনুষ্ঠেয়াদ্যর্থস্মৃতিসম্ভবাদদৃষ্টার্থা মন্ত্রা ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ—মন্ত্রাণামর্থপ্রকাশনদ্বারা ক্রতূপকারকত্বম্। দৃষ্টদ্বারসম্ভবেঽদৃষ্টকল্পনানুপপত্তেঃ। তথা চ ফলবদনুষ্ঠানাপেক্ষিতক্রিয়াতৎসাধনস্মরণদ্বারা মন্ত্রাণাং কর্ম্মাঙ্গত্বম্। ন চ ক্রিয়াতৎসাধনস্মরণস্য মন্ত্রৈরিব কল্পসূত্রাদিভিরপি সম্ভবাৎ ন তস্য দ্বারত্বমিতি বাচ্যম্। 'মন্ত্রৈরেব মন্ত্রার্থঃ স্মর্ত্তব্য' ইতি নিয়মবিধিসম্ভবাৎ। নিয়মস্ত অদৃষ্টার্থো ভবিষ্যতি। তদুক্তং—'যত্র দৃষ্টং ন লভ্যেত স্যাত্তত্রাদৃষ্টকল্পনেতি। তথা চ যথা মন্ত্রনিয়ম-

বিধিনা মন্ত্রমূলককল্পসূত্রাদিব্যাবৃত্তিঃ ক্রিয়তে, তথা অধীতসাঙ্গস্বাধ্যায়েন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুনা বেদান্তা এব বিচার্য্যা ইতি বেদান্তনিয়মে কৃতে তস্য লেতিহা-সাদীনাং ব্যাবৃত্তিঃ লভ্যত ইতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকগ্রন্থয়োঃ অর্থঃ। যাজ্ঞিকৈঃ প্রণীতমনুষ্ঠানসমবেতপদার্থসংগ্রাহকং বাক্যং গ্রহণকবাক্যম্। ইতিহাসো মহাভারতম্। পৌরুষেয়প্রবন্ধঃ প্রবোধচন্দ্রোদয়াদিঃ। উদাহৃতানি ব্যাবর্ত্ত্যান্যুপ-লক্ষণম্। অন্যেষামপি ব্যাবর্ত্ত্যানাং সম্ভবাৎ। তথা হি 'তৎকারণং সাংখ্যযোগাভি-পন্নমি'তি শ্রুতৌ ব্রহ্মপ্রতিপত্তিদ্বারা তৎপ্রাপ্তিং প্রত্যুপায়দ্বয়ং নির্দ্দিষ্টং শ্রবণমননধ্যা-নাত্মকসাংখ্যশব্দার্থঃ একঃ, তৃতীয়পরিচ্ছেদে বক্ষ্যমাণো যোগশব্দোদিতঃ উপাসনামার্গস্তু অপরঃ। তৎ প্রকৃতং কারণং জগৎকারণত্বোপলক্ষিতং ব্রহ্ম সাংখ্যযোগাভ্যাং জ্ঞান-দ্বারাভিপন্নম্। আভিমুখ্যেন প্রত্যক্ত্বেন প্রাপ্তমিতি শ্রুত্যর্থঃ। তথা সগুণব্রহ্মোপাসন-মুপাসকস্য ব্রহ্মলোকং গতস্য তত্ত্বসাক্ষাৎকারদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুরিতি ব্রহ্মমীমাংসায়াং প্রসিদ্ধম্। তথা তপোবিশেষাদিকং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানসাধনত্বেন পুরাণাদিপ্রসিদ্ধমুদাহর্ত্ত-ব্যম্। তথা চ গুরুবেদান্তেষু শ্রদ্ধাবতঃ কুশলস্য শ্রবণাধিকারিণস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমুক্তেষু যোগমার্গসগুণব্রহ্মোপাসনতপোবিশেষাদিষ্বপি বেদান্তশ্রবণে ইব কদাচিৎ প্রবৃত্তিঃ স্যা-দিতি তন্নিবৃত্তিফলকো নিয়মবিধিঃ সম্ভবতি। নিয়মবিধিপক্ষমুপসংহরতি—**সর্ব্ব-থেতি**। নমু, নিয়মবিধিত্বপক্ষে 'সহকার্য্যান্তরবিধিরি'ত্যধিকরণভাষ্যবিরোধ ইত্যত আহ—**সহকার্য্যান্তরেতি**। অপূর্ব্ববিধিত্বস্য নিরাকৃতত্বাদিতি ভাবঃ। **তত্রৈ-বেতি**। তদধিকরণভাষ্য এবেত্যর্থঃ।

(৫১পৃঃ)

শ্রোতব্যবাক্যেন নির্ব্বিচিকিৎসপরোক্ষশাব্দজ্ঞানোদ্দেশেনৈব শ্রবণং বিধীয়তে, ন তু শাব্দসাক্ষাৎকারোদ্দেশেন। শব্দস্য স্বতঃ পরোক্ষজ্ঞানজননস্বাভাব্যাৎ। বিচারসহকৃতস্যাপি শব্দস্য ক্বাপি সাক্ষাৎকারহেতুত্বাদর্শনাচ্চ। পরোক্ষজ্ঞান-ফলকোঽপ্যয়ং নাপূর্ব্ববিধিঃ। বিধিং বিনাঽপি শব্দে শাব্দজ্ঞানহেতুত্বস্য বিচারে বিচার্য্যনির্ণয়হেতুত্বস্য চ প্রাপ্তৌ তদুভয়বলেন বিচারবিশিষ্টবেদান্তরূপশ্রবণস্য নির্ব্বি-চিকিৎসশাব্দজ্ঞানহেতুত্বপ্রাপ্তেঃ সাধিতত্বাৎ। কিং তু পূর্ব্বোক্তান্যেব ব্যাবর্ত্ত্যান্যাদায় নিয়মবিধিরেবেতি মতমাহ—**কৃত শ্রবণস্য প্রথমমিতি**। নমু, মননিদিধ্যাসনে কিং নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দপরোক্ষজ্ঞানোদ্দেশেনৈব বিধীয়তে, কিং বা শাব্দাপরোক্ষং প্রতি। নাদ্যঃ। মননাদ্যনুষ্ঠানাৎ প্রাক্ শ্রবণমাত্রাদেব

প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা-স্বীকারার্থ তৃতীয় বিকল্প নিরাস।

অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণাদির সত্তা অঙ্গীকার্য্য এই বিকল্প নিরাস।

ন্যপি তৃতীয়ঃ। লোকব্যবহারো হি প্রামাণিকব্যবহারো বা স্যাৎ পামরাদিসাধারণব্যবহারো বা? নাদ্যঃ; বিচারপ্রবৃত্তিম্ অন্তরেণ তস্য দুর্নিরূপত্বাৎ তদর্থমেব চ পূর্ব্বং নিয়মস্য গবেষণাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, শরীরাত্মতাদীনাম্ অপি তথা সতি ভবতা স্বীকর্ত্তব্যতাপাতাৎ।

"পশ্চাৎ তদ্‌বিচারবাধ্যতয়া ন অভ্যুপেয়তে" ইতি চেৎ, তর্হি প্রমাণাদয়ঃ অপি যদি বিচারবাধ্যা ভবিষ্যন্তি তদা ন অভ্যুপেয়া এব, অন্যথা তু উপগন্তব্যা ইতি লোকব্যবহারসিদ্ধতয়া সত্ত্বম্ অভ্যুপগমাতে ইতি তাবৎ ন ভবতি। ২০

প্রমাণাদির সত্যতা কিছুই স্বীকার করিতে হইবে না। আর এই জন্য কথাপ্রবৃত্তির প্রতি প্রমাণাদির সত্যতা স্বীকার্য্য, নিয়মবদ্ধ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই—এরূপ কথাও বলা যায় না। অর্থাৎ নিয়মবদ্ধই কথাপ্রবৃত্তির কারণ, এবং প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা-স্বীকার অন্যথাসিদ্ধ।

যাহা হউক, এতদূরে পূর্ব্বোক্ত কথার প্রতি প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা স্বীকার করিবার জন্য যে চারিটী বিকল্প করা হইয়াছিল, তাহার দুইটী বিকল্পের উত্তর প্রদান করা হইল, এইবার তৃতীয় বিকল্পের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

অনুবাদ—তৃতীয় কল্পও হইতে পারে না। যেহেতু, লোকব্যবহারটী কি প্রামাণিকের ব্যবহার, অথবা পামরাদিসাধারণের ব্যবহার? প্রথম কল্পটী হইতে পারে না; কারণ, বিচারপ্রবৃত্তি ভিন্ন প্রামাণিকের ব্যবহার নিরূপণ করা যাইতে পারে না। আর সেই জন্যই পূর্ব্বে নিয়মের অন্বেষণ করা হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় কল্পও হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে তোমাকে দেহাত্মবাদও স্বীকার করিতে হইবে।

"পশ্চাৎ বিচার দ্বারা দেহাত্মবাদ বাধিত হইয়া যায়, এই জন্য তাহা স্বীকার করি না" ইহা যদি বল, তাহা হইলে প্রমাণাদি পদার্থগুলিও যদি বিচারদ্বারা বাধিত হয়, তাহা হইলে তাহাও স্বীকার করা উচিত হইবে না। আর যদি বিচারদ্বারা বাধিত না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে

হইবে। এজন্য লোকব্যবহারদ্বারা সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার করি—ইহা সিদ্ধ হয় না।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিকল্পের অন্তর্গত দুইটী বিকল্পের কথা বলা হইল, এইবার তৃতীয় বিকল্পের নিরাস গ্রন্থকার করিতেছেন। সেই বিকল্পটী এই, যথা—লোকব্যবহারসিদ্ধ প্রমাণাদিপদার্থের সত্যত্ব, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। লোকমধ্যে থাকিয়া লোক-ব্যবহারকে অতিক্রম করিতে পারা যায় না, ইত্যাদি।

এখন এই স্থলে এই লোকব্যবহার শব্দের অর্থ কি, দেখ ? সাধারণতঃ লোক-ব্যবহারশব্দে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক উভয় ব্যবহারকেই বুঝায়। এখন জিজ্ঞাসা করি—প্রামাণিক ব্যবহার দ্বারা প্রমাণাদিপদার্থের সত্যত্ব সাধন কর, কিংবা শাস্ত্রসংস্কাররহিত পামরাদিসাধারণ ব্যক্তিগণের ব্যবহারদ্বারা তাহা সাধন কর ?

যদি প্রামাণিকব্যক্তিকর্ত্তৃক যে ব্যবহার, তাহার দ্বারা প্রমাণাদিপদার্থের সত্যতা সাধন কর, তাহা হইলে"চক্রক"নামক তর্কদোষ আসিয়া পড়ে। চক্রক দোষের অর্থ "স্বগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহসাপেক্ষ-গ্রহসাপেক্ষ-গ্রহকত্ব" যেমন "ক" যদি "খ" এর সাপেক্ষ হয় এবং "খ" যদি "গ" এর সাপেক্ষ হয়, এবং "গ" যদি আবার "ক" এর সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে চক্রকদোষ হয়। এস্থলে বিচার সিদ্ধ হইলে ব্যবহারে প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইবে,এবং উক্ত প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইলে প্রমাণাদির সত্তা সিদ্ধ হইবে, এবং প্রমাণাদির সত্তা সিদ্ধ হইলে বিচার সিদ্ধ হইবে এবং পুনরায় সেই বিচার সিদ্ধ হইলে ব্যবহারের প্রামাণিকত্ব-সিদ্ধ হইতেছে, এজন্য এস্থলে চক্রক দোষই হইল। অতএব প্রামাণিক ব্যবহারদ্বারা প্রমাণাদির সত্যত্ব সিদ্ধ করা যায় না। এজন্য বলিতে হইবে—এই তৃতীয় বিকল্পের প্রথম বিকল্প অসঙ্গত।

এখন যদি দ্বিতীয় বিকল্পের গ্রহণ কর, অর্থাৎ যদি বল পামরাদি-সাধারণের ব্যবহারদ্বারা প্রমাণাদির সত্যতা স্বীকার করিব, তাহা হইলে তুমি, দেহাত্মবাদী হইয়া পড়িবে। কারণ, দেহাদির আত্মত্ব ত পামরাদি-সাধারণের ব্যবহারসিদ্ধ বিষয় হইয়া থাকে। অতএব সামান্যতঃ পামরাদি-সাধারণের ব্যবহারসিদ্ধ হইলেই যে, তাহা সিদ্ধ হইবে—এ কথা বলা যায় না।

আর যদি বল—অবাধিত যে লোকব্যবহার, তাহাই বস্তুসিদ্ধির হেতু হইবে। যেমন দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহা লোকব্যবহারসিদ্ধ হইলেও বিচারদ্বারা পশ্চাৎ বাধিত হয় বলিয়া তাহা সিদ্ধ হয় না; কিন্তু প্রমাণাদির সত্তা বাধিত হয় না বলিয়া তাহা লোকব্যবহারসিদ্ধ হউক।

তাহার উত্তর এই যে, তাহা হইলে হেত্বন্তররূপ নিগ্রহস্থান পরিদৃষ্ট হইবে। কারণ, হেত্বন্তররূপ নিগ্রহস্থানের অর্থ এই যে, পরোক্ত দূষণের উদ্ধার করিবার জন্য সেই হেতুতে বিশেষণান্তরের প্রক্ষেপ, অথবা অন্য হেতু কথন। এখন দেখ, তুমি প্রমাণাদির সত্যতা স্বীকারের জন্য পামরাদি-সাধারণ লোকব্যবহারকে হেতু বলিতেছ, কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলে তুমি তাহাতে অবাধিতত্বরূপ একটি বিশেষণের প্রক্ষেপ করিতেছ। অতএব তোমার হেত্বন্তর নামক নিগ্রহস্থান হইবে না কেন, বল দেখি?

আরও এক কথা—হেত্বন্তর সাহায্যেও তুমি নিজপক্ষ নির্দোষ করিতে সমর্থ হও না। কারণ, প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা যে অবাধিত, তাহা কে বলিল? আমরা ত তাহা স্বীকার করি না। আমরা প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা অস্বীকারই করি। যদি, অগ্রে বিচারদ্বারা বাধা না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সত্যতা স্বীকার করিব, আর যদি বিচারে তাহা বাধিত হয়, তাহা হইলে তাহা স্বীকার করিব না—বল, তাহা হইলে এরূপক্ষেত্রে তুমি কি করিয়া বলিতে পার যে, প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতাতে বিচারাবাধ্যলোকব্যবহারসিদ্ধত্ব আছে? অতএব তুমি হেত্বন্তর সাহায্যেও নিজপক্ষ সাধন করিতে পার না।

আরও দেখ, অবাধ্যলোকব্যবহারসিদ্ধত্বকে তুমি হেতু কেন করিতেছ? কেবল অবাধ্যত্ব বলিলেই ত চলে, লোকব্যবহারসিদ্ধত্বকে কেন উহার সহিত সংযুক্ত করিতেছ? কারণ, লোকব্যবহারসিদ্ধত্ব ত প্রযোজক হয় না—ইহা তুমিই দেখিতেছ।

সুতরাং, বলিতে পারা যায় যে, যদি প্রমাণাদি পদার্থ বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের সত্তা স্বীকার করিব না, এবং যদি বাধ্য না হয়, তবে স্বীকার করিব; আর তজ্জন্য এখন প্রমাণাদি পদার্থ সত্য কি অসত্য, তাহা কিছুই বলা যায় না; সুতরাং, সেই সত্যত্ব বিচারের অঙ্গ হইবে না। অতএব এখন কথায় অধিকার আমাদের আছে—ইহাই সিদ্ধ হইল।

প্রমাণাদিপদার্থসত্তাস্বীকার না করিলে ফল হইবে না—এইরূপ চতুর্থ বিকল্পের খণ্ডন।

নাপি চতুর্থঃ। যাদৃশো ভবতা প্রমাণাদীনি অভ্যুপগম্য ব্যবহার-নিয়মঃ কথায়াম্ আলম্ব্যতে তস্যৈব প্রমাণাদিসত্ত্বাসত্ত্বানুসরণোদাসীনৈঃ অস্মাভিঃ অপি অবলম্বনাৎ। তস্য যদি মাং প্রতি ফলাতিপ্রসঞ্জকত্বং তদা ত্বাং প্রতি অপি সমানঃ প্রসঙ্গঃ। ২১

অনুবাদ—চতুর্থও হইতে পারে না। আপনি যেরূপ প্রমাণাদিকে স্বীকার করিয়া কথাতে ব্যবহারের নিয়ম অবলম্বন করেন, প্রমাণাদি পদার্থের সত্ত্ব কিংবা অসত্ত্বের অনুসরণে উদাসীন থাকিয়া আমরাও তদ্রূপ ব্যবহার-নিয়ম কথাতে অবলম্বন করি। যদি তাদৃশ ব্যবহারনিয়ম আমার প্রতি ফলের ব্যবস্থাপক না হয়, তাহা হইলে তোমার প্রতিও সেইরূপই হইবে। অতএব উভয়পক্ষে দোষ সমানই হইতেছে।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিকল্পের নিরাস করা হইল, এইবার চতুর্থ বিকল্পের নিরাস করা হইতেছে।

সেই চতুর্থ বিকল্পটি এই—প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাস্বীকার না করিলেও তত্ত্বনির্ণয় এবং বিজয়রূপ ফল যদি হয়, তাহা হইলে উন্মত্তাদিরও তত্ত্বনির্ণয় এবং বিজয়রূপ ফল কেন হইবে না, এজন্য প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা অস্বীকারে ফলের অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ ফলটি তখন যে-কোন ব্যক্তিরই হইতে পারে; এজন্য বাদী এবং প্রতিবাদীকে কথা-প্রবৃত্তির পূর্ব্বে প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে এক্ষণে খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার করিলেও কথায় নিয়মবন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না স্বীকার করিলে কোন ব্যবস্থাই হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)। অতএব সময়-বন্ধ স্বীকার করিলেই তত্ত্বনির্ণয় ও বিজয়রূপ ফলের কোনরূপ বাধাই হইতে পারে না।

প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে ফলের অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অব্যবস্থা হইয়া যাইবে—এই ভয়ে প্রমাণাদির সত্তা স্বীকার কথার পূর্ব্বে করিতে হইবে—ইহা তুমি প্রতিপাদন কর, কিন্তু অবশ্যস্বীকার্য্য সময়বন্ধদ্বারাই

সময়বন্ধ স্বীকার করিলেও প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার্য্য।
(অর্থাৎ সদ্‌বাদ খণ্ডন আরম্ভ।)

স্যাৎ এতৎ, নিয়তবাগ্‌ব্যবহারক্রিয়াসময়বন্ধেন কথাং প্রবর্ত্তয়তা অপি ব্যবহারসত্তা অভ্যুপগন্তব্যা। ন হি সত্তাম্ অনভ্যুপগম্য ব্যবহার-

যদি সেই ভয় নিবারিত হয়, তাহা হইলে প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যেরূপ, প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার করিয়া তুমি সময়বন্ধপূর্ব্বক কথার আরম্ভ কর, তদ্রূপ আমিও কথার আরম্ভে করি; কেবল তোমায় আমায় প্রভেদ এই যে, তুমি সত্তাস্বীকার কর, আর আমি তাহা করি না। সময়বন্ধ তুমিও মান, আমিও মানি। এইরূপ সাম্য থাকিলেও প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার না করাতে যদি আমার পক্ষে ফলের অব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে তোমার পক্ষেও সেই অব্যবস্থা কেন হইবে না? অর্থাৎ, আমি নিয়মবন্ধমাত্রকে স্বীকার করিলে যে কোন ব্যক্তি আমার অভিপ্রেত ফল লাভ করিবে, অর্থাৎ ফলের কোন নিয়ম নাই—এরূপ আপত্তি যদি হয়, তবে প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার করিয়াও নিয়মবন্ধ স্বীকার করিলে সেইরূপ অব্যবস্থা হইবে না কেন? তখনও ত একের বিচারের ফল অপরে লাভ করিতে পারিবে—এরূপ সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছে, অথচ কথার স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। অতএব সময়বন্ধ স্বীকার করিলেই বাদী ও প্রতিবাদী সকলেরই অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে, তাহার জন্য প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর তাহা হইলে প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা স্বীকারকে কথার ফলাদি-নিষ্পত্তির প্রতি নিয়ামক বলা যায় না। কিন্তু কথায় ফলাদির নিয়ামক কেবল নিয়মবন্ধ মাত্রই হয়।

যাহা হউক, এইবার গ্রন্থকার সমগ্র বিষয়ের উপর পুনরায় একটী আশংকা উত্থাপন করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন। অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে প্রমাণাদির সত্তা অস্বীকার্য্য ইহা প্রমাণিত হইল, এইবার ব্যবহার মাত্রেরই সত্তা অস্বীকার্য্য ইহাই প্রমাণিত করা হইতেছে।

অনুবাদ—আচ্ছা তাহাই হউক, কিন্তু বাগ্‌ব্যবহাররূপ ক্রিয়ার নিয়ত সময়বন্ধকে অবলম্বন করিয়া কথা আরম্ভ করিলেও তোমাকে ব্যবহারের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সত্তাস্বীকার না করিয়া

ক্রিয়া অভিধাতুং শক্যা। ক্রিয়া হি নিষ্পাদনা, অসতঃ সদ্রূপতা-প্রাপণম্ ইতি যাবৎ। "প্রমাণৈঃ ব্যবহর্ত্তব্যম্" ইতি নিয়মবন্ধনম্ প্রমাণ-কারণভাবস্য নিয়মান্তর্ভাবাৎ নিয়তপূর্ব্বসত্ত্বরূপং কারণত্বং প্রমাণানাম্ অনাদায় ন পর্য্যবস্যতি। দূষণানাং চ অস্তিত্বেন ভঙ্গাবধারণনিয়ম-বন্ধনে সাধনাঙ্গানাং ব্যাপ্ত্যাদীনাং সত্ত্বেন তদ্বিষয়স্য তত্ত্বরূপতাব্যবহার-নিয়মনাদৌ চ কণ্ঠোক্তমেব তস্য তস্য সত্ত্বম্ অঙ্গীকৃতম্ ইতি রিক্তম্ ইদম্ উচ্যতে প্রমাণাদীনাং সত্তাম্ অনভ্যুপগম্য কথারম্ভঃ শক্যতে ইতি। ২২

ব্যবহারক্রিয়ার প্রতিপাদনই করা যায় না। ক্রিয়ার অর্থ ই নিষ্পাদন, অর্থাৎ অসতের সদ্রূপতাপ্রাপণ। প্রমাণের কারণত্ব নিয়মঘটিত হয় এবং কারণত্ব পদার্থ নিয়তপূর্ব্ব সত্ত্বরূপ হয়, অতএব "প্রমাণরূপ কারণদ্বারা ব্যবহার করিতে হইবে" এইরূপ নিয়মবন্ধটীও প্রমাণের কারণত্বস্বরূপ সত্ত্বকে স্বীকার না করিয়া সিদ্ধ হয় না। আর, দূষণ থাকিলে সেই বাদীর পরাজয় নিশ্চয়—এইরূপ নিয়মবন্ধ স্বীকার করিলে, এবং সাধনের অঙ্গভূত ব্যাপ্তিপ্রভৃতি থাকিলে সেই প্রমাণের বিষয় যে পক্ষ, তাহা তাত্ত্বিকরূপে ব্যবহার করিতে হইবে—এইরূপ নিয়মপ্রভৃতি স্বীকার করিলেই, সেই সকল নিয়মের প্রত্যক্ষভাবে সত্তাই অঙ্গীকার করা হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিয়াও কথার আরম্ভ করা যায়—এই বাক্যটী ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য্য—এইবার গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষীর মুখ দিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডনপ্রসঙ্গে ব্যবহারেরই সত্তা অস্বীকার্য্য যে, তাহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যটী তিনি শূন্যবাদীর পক্ষাবলম্বনেই করিতেছেন; কারণ, এই বিষয়ে শূন্যবাদীর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে এক্ষণে তাহার মধ্যে সেই আপত্তির কথাই কথিত হইতেছে।

আপত্তিটী এই—যাঁহারা জগতের সকল পদার্থকেই সৎ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বেদান্তীকে যেন বলিতেছেন—দ্বৈতাপত্তির ভয়ে প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা তুমি স্বীকার কর না, পরন্তু ব্যবহারের সত্তা ত স্বীকার কর, তাহা হইলে আবার সেই দ্বৈতাপত্তিই থাকিয়া যায়। আর ব্যবহারাদির সত্তা স্বীকার

করিতে হইলেই তাহার অবিনাভাবী প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ব্যবহারের সত্তাস্বীকার ভিন্ন নিয়মবন্ধই সিদ্ধ হয় না। দেখ, তোমার অভিপ্রায় এই যে, প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিয়াও ব্যবহারনিষ্পত্তি করিব, কিন্তু, কথানিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষিত সময়বন্ধ মাত্রকেই অবলম্বন করিয়া ব্যবহার আরম্ভ করিলেও ব্যবহার পদার্থের সত্তা ত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে? কারণ, সত্তা না মানিলে ব্যবহারক্রিয়ার নিষ্পত্তি করা যায় না। যেহেতু, ক্রিয়া পদার্থ টী 'নিষ্পত্তি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ "সময়বন্ধদ্বারা ব্যবহার করিতে হইবে' এই বচন দ্বারাই ব্যবহারের সত্তা স্বীকার করা হইতেছে? অতএব ব্যবহারের সত্তা স্বীকার করিলে প্রমাণাদিরও সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। আর তোমার বাক্যদ্বারাও প্রমাণাদির সত্তা সিদ্ধই হইতেছে; কারণ, "প্রমাণৈঃ ব্যবহর্ত্তব্যম্" অর্থাৎ প্রমাণদ্বারা ব্যবহার করিতে হইবে—ইত্যাদি স্থলে "প্রমাণৈঃ" এই তৃতীয়ার দ্বারা প্রমাণের করণত্ব বুঝা যায়। করণত্বটী কারণের রূপ-বিশেষ। কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নিয়তরূপে সত্ত্ব, অর্থাৎ অবস্থানই কারণত্ব। অতএব, কারণত্ব সত্তার স্বরূপ। সত্তা এবং কারণত্ব এই দুইটীতে কোন পার্থক্য নাই। আব তাহা হইলে তুমি স্পষ্ট করিয়া নিজ মুখেই ব্যবহারের প্রতি প্রমাণের কারণত্ব স্বীকার কর। আর কারণত্ব স্বীকার করিলেই সত্তা স্বীকার করা হইল। কারণ, সত্তা স্বীকার না করিলে কারণত্বও থাকিতে পারে না। আরও 'যাহার বাগ্‌ব্যবহারে দোষ থাকিবে সেই পরাজিত হইল বলিয়া ব্যবহার করিতে হইবে' এবং 'যাহার পক্ষে প্রকৃত পক্ষের সাধনোপযোগী ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা প্রভৃতি অঙ্গগুলি থাকিবে, সেই পক্ষই বিজয়ী বলিয়া ব্যবহার করিতে হইবে'—এইরূপ তুমি নিজেই বলিয়া পুনরায় এই গুলি সৎ নহে বলিলে তোমার কথায় কে শ্রদ্ধা করিবে? কারণ, যাহার পক্ষে "এই গুলি আছে" এই যে "আছে" শব্দ প্রয়োগ হইয়েছে, সেই 'আছে' শব্দের দ্বারাই ত সত্তাকেই লক্ষ্য বা স্বীকার করা হইতেছে। এক্ষণে 'সত্তা নাই' ইহা যদি তুমি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে তোমার কথায় পরস্পর ব্যাঘাত দোষই হয়। আরও "যাহার পক্ষে ব্যাপ্তিপ্রভৃতি থাকিবে, সেই পক্ষকে তাত্ত্বিকরূপে ব্যবহার করিবে" এই প্রকার নিয়মবন্ধ যদি তুমি নিজ মুখে উচ্চারণ কর, তাহা হইলে

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর।

মৈবম্। এভিরপি বাধকৈঃ কথায়াম্ আরব্ধায়াম্ এব অভিমতস্য প্রসাধনীয়ত্বে পূর্ব্বোক্তবাধায়াঃ অনিস্তারাৎ।

ন চ ব্যবহারনিয়মস্য স্বেচ্ছাকৃতস্যৈব প্রমাণাদিসত্তাস্বীকার-পর্য্যবসায়িতয়া নায়ং দোষঃ স্যাৎ। যতঃ সত্তাজ্ঞানস্য তত্র অঙ্গত্বম্, ন তু সত্তায়াঃ। ২৩

তুমি তাহার সত্যতা স্বীকারই করিতেছ—বলিতে হইবে। কারণ, তাত্ত্বিকরূপে ব্যবহার—এই শব্দের অর্থ—সত্য বলিয়া ব্যবহার। সুতরাং, তোমার মুখের এই তাত্ত্বিক শব্দদ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত ব্যবহারগুলি সত্য, মিথ্যা নহে। অতএব তোমার কথার দ্বারাই সিদ্ধ হইল যে,—ব্যবহার ও প্রমাণাদি সকলেই সত্যস্বরূপ। এখন এইরূপ হইলেও যদি তুমি ব্যবহারাদির সত্যতা স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমার কথা পরস্পর ব্যাহতই বলিতে হইবে। ইহাই হইল আপত্তি। এইবার ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলিয়া থাকেন, গ্রন্থকার তাহাই বলিতেছেন।

অনুবাদ—না, তাহা হইতে পারে না। এই সকল বাধক দ্বারাও যে-কোন আরব্ধ কথাতেই নিজের অভিমত সাধন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি হইতে নিস্তার হয় না। আর যদি বল—স্বেচ্ছাদ্বারাই স্বীকৃত ব্যবহার-নিয়মগুলি প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাস্বীকারে পর্য্যবসিত হয়, এজন্য এই সকল দোষ হইবে না ইত্যাদি, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু, সত্তাজ্ঞান সেস্থলে অঙ্গ হইয়া থাকে, সত্তা কিন্তু অঙ্গ হয় না।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বাধক প্রদর্শনপূর্ব্বক অসদ্বাদীকে নিগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাস্বীকার করাইতে হইবে, সেই বাধকগুলির প্রদর্শন, কথা ভিন্ন ত অন্যত্র সম্ভব হইতে পারে না; অতএব সেই কথার প্রবৃত্তি প্রমাণাদির সত্তাস্বীকারের পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কথান্তরেরও প্রবৃত্তি হইতে পারে। যদি বল, যে কথাতে এই বাধকপ্রদর্শন হইতেছে, সেই কথাতেও এই প্রমাণাদিপদার্থের সত্তাস্বীকারটী অঙ্গ হয়? তাহা হইলে চক্রক নামক দোষ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ সত্তাস্বীকার ভিন্ন কথাসিদ্ধি হয় না, অতএব

সত্তাভ্যুপগম হইলে কথার সিদ্ধি হয়, এবং কথা সিদ্ধ হইলেই বাধকপ্রদর্শন করা যায়; কারণ, কথা না হইলে বাধকপ্রদর্শন অসম্ভব, আর বাধকপ্রদর্শন হইলে সত্তাস্বীকার করা হয়; বাধক প্রদর্শিত না হইলে বাদীকে সত্তাস্বীকার করান যায় না। অতএব স্বাপেক্ষাপেক্ষাপেক্ষত্ব-নিবন্ধন চক্রক দোষই হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং, প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার কথার অঙ্গ—ইহা প্রতিবাদী সাধন করিতে পারেন না। আর তাহা হইলে ব্যবহারেরও সত্তাস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এস্থলে শঙ্কর মিশ্র বলেন, যে কথাতে এই বাধকপ্রদর্শনদ্বারা প্রমাণাদির সত্তা স্বীকার করান হইতেছে, সেই কথাও যদ্যপি প্রমাণাদির সত্তাস্বীকারপূর্ব্বকই হইয়াছে, কেবল খণ্ডনকার তাহাতে এখন বিপ্রতিপন্ন হইয়াছেন মাত্র, অতএব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার করাইতে হইলে কোন অনুপপত্তি হয় না, তথাপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার করিলেও প্রমাণাদির সত্তা সিদ্ধ হয় না, তাহাদের জ্ঞানই সিদ্ধ হইয়া থাকে মাত্র, ইত্যাদি।

এখন যদি সদ্‌বাদী বলেন যে, আমি এই কথাতে সত্তার সাধন করি না, কিন্তু তুমি অসদ্‌বাদী স্বেচ্ছায় যে ব্যবহারনিয়ম স্বীকার করিয়াছ, তাহাই প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাস্বীকারে পর্য্যবসিত হইল—এই মাত্র আমি বলিতেছি, অতএব আমার কথায় চক্রকদোষ কিরূপে হইবে? যদি আমি সত্তাকে সাধন করিতাম, তাহা হইলে, বাধকোপন্যাসভিন্ন সত্তাসাধন হয় না, এবং বাধকোপন্যাস কথাভিন্ন হয় না, এবং সেই কথা আবার সত্তাস্বীকার ভিন্ন হয় না বলিয়া চক্রকদোষ হইত; কিন্তু আমি তাহা ত করি না, আমি কেবল বলি যে, তোমার অঙ্গীকৃত নিয়মগুলি সত্তাস্বীকাররূপে পরিণত হইতেছে, অতএব আমার কথায় ঐ দোষ হইতে পারে না, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—এরূপ শঙ্কাও করিতে পারা যায় না। কারণ, কথার অঙ্গ সত্তার জ্ঞানই হয়, সত্তা হয় না; অতএব সত্তাজ্ঞান থাকিলেও সত্তা নাই বলিয়া ব্যবহারের অভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। এজন্য সত্তাজ্ঞানটীকেই আমি কারণ বলিয়া স্বীকার করিব, সত্তাকে আমি কারণ বলিয়া কেন স্বীকার করিব? সত্তাজ্ঞানকে অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলেই যে, তাহার বিষয়রূপ সত্তাটীকে স্বীকার করা হইল, তাহা কে বলিল? অতএব ব্যবহার স্বীকার

সত্তাজ্ঞানমাত্র সত্তার সাধক হইতে পারে না।

তত্র কিং সত্তাবগমমাত্রাৎ সত্ত্বাঽভ্যুপগম্যা ইতি মন্যসে, অবাধিতাৎ তদবগমাদ্ বা? ন তাবদ্ আদ্যঃ, মরুমরীচিকাদৌ জলরূপতায়া সত্ত্বাভ্যুপগম-প্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে অপি কিং বাদিপ্রতিবাদিমধ্যস্থ-মাত্রস্য তস্যাপি কথাকালমাত্র এব বাধিতাবগমাভাবাৎ, অথবা কস্যচিৎ অপি কালান্তরেঽপি বাধিতবোধবিরহাৎ।

ন আদ্যঃ, অতিপ্রসঙ্গাৎ। পুরুষত্রয়াবগতস্যাপি একক্ষণাবগতস্য চ পুরুষান্তরেণ তেনাপি ক্ষণান্তরে বহুলং বাধ্যতাদর্শনাৎ ইতি।

ন চ অসৌ অর্থঃ অসন্নপি দ্বিত্রাদিপুরুষমাত্রপূর্ব্বজাততৎপ্রতী-ত্যনুরোধাৎ, বাধদর্শনে সত্যপি তথা এব সন্ ইতি অভ্যুপগম্যতে। তস্মাৎ দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ পরিশিষ্যতে। যত্র সর্ব্বপ্রকারেণ বাধিতত্বং নাস্তি তৎ সৎ ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্।

করিলেই সুতরাং প্রমাণাদিপদার্থের সত্তাস্বীকার করা হইল, আর তাহা হই-লেই যে, সত্তাস্বীকার করা হইল, তাহা বলা যায় না। বিষয় না থাকিলেও তাহার জ্ঞান হয়। জ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয়ের সত্তাসাধক হইতে পারে না, ইত্যাদি। যাহা হউক, এইবার পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে এই বিষয়েরই যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

অনুবাদ—তবে কি কেবল সত্তাজ্ঞান হইলেই সত্তাস্বীকার করিতে হইবে এইরূপ তুমি মনে কর? কিংবা অবাধিত সত্তাজ্ঞান হইলেই সত্তা-স্বীকার করিতে হইবে—বল?

প্রথম পক্ষটী হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে মরুমরীচিকাদিতে জলরূপতার সত্তাস্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় পক্ষেও, বাদী, প্রতিবাদী এবং মধ্যস্থ কেবল এই তিন জনের এবং ইহাদের কথাকালেই বাধজ্ঞানরহিত জ্ঞানদ্বারা সত্তাস্বীকার করিতে হইবে? অথবা কোন পুরুষের কোন কালেও বাধজ্ঞানরহিত প্রতীতি হইলে তাহার দ্বারা সত্তাস্বীকার করিতে হইবে—বল দেখি?

এই দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম কল্পটী হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হয়। যেহেতু, উক্তপুরুষত্রয়কর্ত্তৃক জ্ঞাত, অথবা একক্ষণে উক্ত

পুরুষত্রয়কর্ত্তৃক জ্ঞাত যে বস্তু, তাহারও পুরুষান্তরদ্বারা, কিংবা সেই পুরুষত্রয়দ্বারা ক্ষণান্তরে অনেকরূপে বাধ হইতে দেখা যায়।

আরও বাধজ্ঞান হইলেও পূর্ব্বে দুই, তিন বা চারিজনের মাত্র উৎপন্ন জ্ঞানের অনুরোধে, বস্তু না থাকিলেও তাহা সদ্রূপ—ইহা কি কেহ স্বীকার করে? এজন্য দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় পক্ষই অবশিষ্ট থাকিল, অর্থাৎ যেখানে কোন প্রকার বাধ নাই, সেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাৎপর্য্য—এইবার গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, যাহার জ্ঞান হইবে, তাহারই যে সত্তাস্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। অবশ্য, এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ব্যবহারপ্রবৃত্তির প্রতি সত্তাজ্ঞান কারণ, কিন্তু সত্তা নহে, সিদ্ধান্তীর এইরূপ কথার অভিপ্রায় কি? কেবল জ্ঞানমাত্র ব্যবহারপ্রবৃত্তির প্রতি কারণ—ইহাই কি অভিপ্রেত? অথবা বিষয়বিশিষ্ট জ্ঞান কারণ বলিয়া অভিপ্রেত? যদি জ্ঞানমাত্রই কারণ হয়, বল, তাহা হইলে যে-কোন জ্ঞানই যে-কোন ব্যবহারপ্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইবে। যথা—জ্ঞানমাত্রকেই ব্যবহারের কারণ বলিলে ঘটজ্ঞানদ্বারা পটেরও ব্যবহার হইতে পারিবে। এই জন্য বলিতে হইবে যে, বিষয়বিশিষ্ট যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ব্যবহারের কারণ, কেবল জ্ঞানমাত্র কারণ নহে। আর তাহা হইলে বিশিষ্টের কারণতাগ্রাহক প্রমাণদ্বারা বিশেষণীভূত সত্তারও ব্যবহারের প্রতি কারণত্ব সিদ্ধ হইল, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, সত্তাজ্ঞান হইলে সত্তা সিদ্ধ হইবে—ইহা বলা যায় না। যেহেতু, মরুভূমিতে যে মরীচিকা দৃষ্ট হয়, তাহাতে যখন জলভ্রান্তি হয়, তখন কি তথায় জলের সত্তাস্বীকার করিতে হইবে? জ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয়ের সাধক—ইহা বলিলে এস্থলেও তাহা হইলে জলের সত্তাস্বীকার করিতে হইবে। এস্থলেও জলরূপ বিষয়বিশিষ্ট জলজ্ঞান হইতেছে, এবং তাহাই জলাহরণরূপ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইতেছে। সুতরাং, বিষয়বিশিষ্ট যে-কোন জ্ঞানই যে, বিষয়ের সত্তাসাধক তাহা সিদ্ধ হইল না।

যদি বল, যে-কোন জ্ঞানদ্বারা বিষয়ের সত্তা সিদ্ধ হয়, ইহা আমরা বলি না, কিন্তু অবাধিত জ্ঞানদ্বারাই বিষয়ের সত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মরু-মরীচিকাতে জলজ্ঞান প্রমাণান্তরদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া এস্থলে জলের সত্তা সিদ্ধ হয়

না, কিন্তু প্রকৃতস্থলে, অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাস্বীকারস্থলে বাধকজ্ঞান নাই বলিয়া উহার জ্ঞান অবাধিত হয়, আর তাহার ফলে তাহাদের সত্তা সিদ্ধ হইয়া যাইবে। যেমন, অবাধিত আত্মজ্ঞানদ্বারা আত্মার পারমার্থিক সত্তা সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি।

তাহা হইলে এতদুত্তরে বলিব যে, বাধকজ্ঞান যাহাতে নাই, তাহাই সৎ—ইহাই তোমার নিয়ম হইল, কিন্তু তাহা হইলে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থ এই তিন জনের বাধকজ্ঞান না থাকিলেই কি তাহাদের জ্ঞানদ্বারা তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ের সত্তাসিদ্ধ হইবে? যদি বল, তাহাই হইবে, তাহা হইলে বলিব, না, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত তিন জনের এক বিষয়ে অবাধিত জ্ঞান থাকিলেও পুরুষান্তরদ্বারা তাহা ত বাধিত হয়—ইহা দেখা যায়। মধ্যস্থপ্রভৃতি তিন জনের জ্ঞানই যে অভ্রান্ত, তাহা কে বলিল? অপর কেহ কি তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না? আরও দেখ, এই তিন জনের কথাসময়ে নিজ নিজ জ্ঞানের বিরোধী বাধকজ্ঞান না থাকিলেও কালান্তরে তাহাদেরই বাধক জ্ঞান হইতে পারে, আর তদ্দ্বারা তাহাদের সেই জ্ঞানেরই বাধ হইতে পারে। এমন কোন নিয়ম নাই যে, আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইরূপ জ্ঞানটি চিরকালই থাকিবে, তাহার কোন বিরোধী জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না? মধ্যস্থপ্রভৃতিরও কালান্তরে ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে। মধ্যস্থপ্রভৃতির বাধকজ্ঞান পশ্চাৎ উৎপন্ন হইলে, অথবা পুরুষান্তরের বাধকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যে, পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞান অবাধিত, এবং তাহার বিষয় যে পারমার্থিক—ইহা স্বীকার করা যায় না। অতএব যেস্থলে মধ্যস্থপ্রভৃতির অথবা পুরুষান্তরের কাহারও কোন প্রকারে কোন কালে বাধকজ্ঞান নাই, সেস্থলে এরূপ জ্ঞানদ্বারা সেই জ্ঞানের বিষয়ের পারমার্থিক সত্তাসিদ্ধি হইতে পারে—বলিতে হইবে।

যেমন, যোগাচার, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক এই তিনজন জগতের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু অন্য কোন বাদী তাহা স্বীকার করেন না; এস্থলে এই তিন জনের ক্ষণিকত্ববিষয়ক জ্ঞান অন্য বাদীর স্থিরত্ব-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়, এবং ক্ষণিকত্বেরও পারমার্থিকতা নিরস্ত

সত্তাস্বীকার করিলেও অবাধিত সত্তার সিদ্ধি হয় না।

তৎ ইত্থং যদি নাম বাদিপ্রতিবাদিমধ্যস্থমাত্রস্য দূষণাদি-সত্তাবগমঃ কথাকালমাত্রে তৈঃ অবাধ্যমানঃ কথাঙ্গত্বেন অভ্যুপেয়তে, কিম্ আয়াতং সর্ব্বপ্রকারাবাধিত-তৎ-তৎ-সত্তাবগমায়ত্ত-তৎ-তৎ-সত্তাভ্যুপগমকথাঙ্গতাঙ্গীকারস্য। কতিপয়প্রতিপত্তৃকতিপয়কাল-তথাত্বাবগমাৎ এব চ প্রায়েণ লৌকিকব্যবহারঃ প্রতীয়তে। তাদৃশ-শ্চায়ং সত্তাবগমঃ কথাঙ্গম্। এতৎতদুচ্যতে ব্যাবহারিকীং প্রমাণাদি-সত্তামাদায় বিচারারম্ভঃ ইতি।

হয়, তদ্রূপ বাদী, প্রতিবাদীও মধ্যস্থের যে-কোন জ্ঞান হইবে, তাহা পুরুষা-ন্তরের বিরোধী জ্ঞানদ্বারা বাধিত হইতে পারে। অতএব মধ্যস্থপ্রভৃতি তিন জনের জ্ঞান হইল বলিয়া তাহাদের জ্ঞানের যে বিষয় তাহাদের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। কিংবা যেমন কোন তিন জন ব্যক্তি মন্দান্ধকারে যদি রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করে, এবং কালান্তরে সেই রজ্জুজ্ঞানদ্বারা সর্পজ্ঞানের বাধ হয় বলিয়া সর্পের সত্তা স্বীকার করা হয় না, সেইরূপ বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থের তৎকালে অবাধিত জ্ঞান থাকিলেও কালান্তরে সেই জ্ঞানের বাধ হইতে পারে, এবং তজ্জন্য সেই বিষয়েরও সত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না। অত-এব সর্ব্বপ্রকারে অবাধিত জ্ঞানই তদ্বিষয়ক সত্তার সাধক হইয়া থাকে—বলিতে হইবে। ইহা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতিও স্বীকার করিয়া থাকেন। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, প্রমাণাদি পদার্থ যে, কোন কালে কোন পুরুষের নিকট বাধিত হইবে না, তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? বস্তুতঃ তাহা নাই, এবং তজ্জন্য প্রমাণাদির সত্তাস্বীকারও আবশ্যক নহে, ইত্যাদি। যাহাহউক, পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে এই বিষয়টী আরও বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে।

অনুবাদ—তাহা এইরূপ—বাদী, প্রতিবাদী এবং মধ্যস্থ মাত্রের দূষণ প্রভৃতির সত্তাজ্ঞান, কথাসময়েই তাহাদের দ্বারা অবাধিত হইলে কথাঙ্গ হইবে—এইরূপ যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে অবাধিত দূষণাদির সত্তাজ্ঞাননিবন্ধন দূষণাদির সত্তাস্বীকার কথার অঙ্গভূত

এইরূপ অঙ্গীকার কিরূপে হইল? কতিপয় লোকের কতিপয় কালে "এই বস্তু এইরূপ" এইরূপ জ্ঞান হইলেই প্রায় লোকব্যবহার দেখা যায়, এবং সত্তাজ্ঞানও এইরূপেই কথার অঙ্গ হয়—ইহাই আমরা বলি। তত্ত্ববিদ্‌গণও ইহাই বলিয়া থাকেন যে, প্রমাণাদির ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া বিচারের আরম্ভ হয়।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকারে যে জ্ঞানে বাধ থাকিবে না, তাহার দ্বারাই বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে—এই কথাটী সদ্‌বাদী বলিয়া থাকেন; কিন্তু এ কথাটীও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সর্ব্বজ্ঞ নহে, সে, কোন কালে যে বিষয়ের বাধ হয় না, তাহা জানিতে পারে না? সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল এইরূপ বিষয়সমূহ জানিতে পারেন। সাধারণ মানব ত সর্ব্বজ্ঞ নহে, সুতরাং, সাধারণ মানব কোন বিষয়ে কালান্তরের বা পুরুষান্তরের বাধ-জ্ঞানের উপলব্ধি কি করিয়া করিতে পারে? আর বাধের উপলব্ধি না থাকায় তাহা উপলব্ধির যোগ্যই হয় না, আর উপলব্ধির যোগ্য না হওয়ায় যোগ্যানুপলব্ধিরূপ প্রমাণ থাকিল না। আর যোগ্যানুপলব্ধিরূপ প্রমাণ না থাকায় বাধেরও নিশ্চয় হইল না। এই জন্যই কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"আপাততঃ বাধ দেখা যায় না বলিয়া কোন পুরুষে কোন কালে যে বাধ দেখা যাইবে না—ইহার কোন নিয়ামক নাই।" সুতরাং সর্ব্ব-প্রকারে অবাধিত সত্তার জ্ঞানদ্বারা বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়—এ কথা কথামাত্র, ইহা প্রকৃত সত্য কথা নহে, ইহা একান্তই অসম্ভব বিষয়।

যদি ইহাতে বাদী বলেন যে, কতিপয় পুরুষের কতিপয় দেশে এবং কোনকালে সত্তাজ্ঞান অবাধিত দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া তদ্দ্বারা অত্যন্ত অবাধ্যত্বেরও অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন—

বিবাদাস্পদ যে-কোন দেশ ও কাল—প্রমাণাদি সত্তাজ্ঞানের বাধশূন্য।

যেহেতু, তাহা দেশ ও কাল হয়।

বর্ত্তমান দেশ ও কালের ন্যায়। ইত্যাদি।

এইরূপ অনুমানসাহায্যে প্রমাণাদি পদার্থের জ্ঞান অত্যন্ত অবাধিত বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু ইহাও বলা যায় না। ইহার কারণ, সর্ব্বপ্রকারে দেশান্তর, কালান্তর এবং পুরুষান্তরদ্বারা প্রমাণপ্রমেয়াদির সত্তাজ্ঞান বাধিত না হইলে তাহাদের সত্তা সিদ্ধ হইবে—এরূপ সত্তাস্বীকার কথার অঙ্গ নহে—আমার পক্ষের এইরূপ খণ্ডন তোমার এই কথার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ, তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদি প্রমাণাদির অত্যন্ত অবাধ্যত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শশশৃঙ্গাদিরও কেন তাহা হইবে না? পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমানদ্বারা শশশৃঙ্গাদিরও সত্তা সিদ্ধ হয়, যথা;—

বিবাদাস্পদ যে কাল, তাহা শশশৃঙ্গাদিজ্ঞানের বাধশূন্য।

যেহেতু, তাহা হয় কাল।

বর্ত্তমান দেশ ও কালের ন্যায়, ইত্যাদি।

অতএব বলিতে হইবে—পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমান করিলে শশশৃঙ্গাদিরও সত্তাস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ তোমার পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বারা সত্তাজ্ঞানের অত্যন্ত অবাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না।

যদি বল, সত্ত্বকে ব্যবহারের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে সেই সত্ত্বকে পারমার্থিক বলিয়া কেন স্বীকার করা হয় না?

তাহার উত্তর এই যে, না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, লৌকিক ব্যবহার প্রায়ই প্রাতীতিক সত্তার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দেখ, রজ্জুসর্প, শুক্তিরূপ্য ও স্বপ্নাঙ্গনাদিপ্রভৃতি অনেকস্থলে প্রাতিভাসিক সত্তা হইতেও ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে; কারণ, তথায় সর্পদর্শনজন্য ভয়কম্পাদি হয় এবং রূপ্যদর্শনজন্য গ্রহণপ্রবৃত্তি এবং স্বপ্নাঙ্গনাজন্য কামোদ্বেগাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথচ এই সকল প্রাতিভাসিক সত্তা কখন পারমার্থিক সত্তা হয় না। ইহা ব্যবহারকালেই কিয়ৎক্ষণ পরে বাধিত হইয়া থাকে। যদি সর্ব্বব্যবহারে পারমার্থিক সত্তাই কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই সকল প্রাতীতিকসত্তামূলক ব্যবহারের উচ্ছেদ হইবে। এজন্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, কতিপয় পুরুষের কতিপয় কালে কতিপয় দেশে বাধজ্ঞান যে বস্তুতে হয় না, তাহাই ব্যবহারের অঙ্গ। যাহার কোনপ্রকার বাধজ্ঞান নাই, তাহাই ব্যবহারের কারণ, এরূপ কথা স্বীকার করা চলে না। আর তাহাই যদি হইল, তবে

শাস্ত্রীয়ব্যবহারসমূহও, যথা—এই বিচারাদিও এইরূপ প্রাতীতিকসত্তামূলক হইতেও কোন বাধা নাই। অতএব আমরা বলি যে, ব্যবহারকালে অবাধিত সত্তাজ্ঞান কথার অঙ্গ হইয়া থাকে, আর এজন্য কথার যাহা অঙ্গ, তাহার সত্তা স্বীকার করা হয় না। প্রাচীন তত্ত্ববিদ্‌গণও এই কথা বলিয়াছেন। যথা—"সকল ব্যবহারই স্বপ্নের ন্যায় হইয়া থাকে" ইত্যাদি।

শঙ্কর মিশ্র কিন্তু মূলগ্রন্থের এই অংশের ব্যাখ্যা একটু অন্যরূপ করিয়াছেন; যথা—

উপরি উক্ত বিদ্যাসাগরী ব্যাখ্যায়,—"তৎ ইত্থং" এই শব্দের অন্বয় পূর্ব্বের সহিত অভিপ্রেত। তাহার অর্থ এই যে, সর্ব্বপ্রকারে যাহা অবাধিত তাহাই সৎ বলিয়া গ্রাহ্য, ইহা বাদী কেবল মুখে বলিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না। কারণ, অসর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বপ্রকারে অবাধ্যত্ববিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত "তৎ ইত্থং" শব্দের অন্বয় অগ্রে কথ্যমান "যদি নাম" ইত্যাদি গ্রন্থের সহিত হইবে। তাহার অর্থ এই যে, সর্ব্বপ্রকারে বাধিতত্ব যাহাতে নাই, তাহা সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এই দ্বিতীয় পক্ষ অবশেষে স্থির হইল বটে, কিন্তু কেবল কথাব্যবহারকালে বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থমাত্রেরই যে দূষণাদিসত্তাজ্ঞান অবাধিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই কথার অঙ্গ ইহাই আমি স্বীকার করি, কিন্তু, সর্ব্বপ্রকারে অবাধিত যে, তাহাই সৎ বলিয়া স্বীকার্য্য—এই উক্তির দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে অবাধিতসত্তাজ্ঞানাধীন সত্তাস্বীকার কথার অঙ্গ হয় না - এইরূপ আমার পক্ষের উপর ত তুমি কোন আপত্তি প্রদর্শন করিলে না, ইত্যাদি। অবশিষ্ট অংশ সমান।

সুতরাং, এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, প্রাতীতিক সত্তার জ্ঞান দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য পারমার্থিক সত্তা স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব কেবল নিয়মবন্ধাদি প্রভৃতির দ্বারা কথা সিদ্ধ হইতে পারে - ইহাই সিদ্ধ হইল। এই নিয়মবন্ধের কথা পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে আরও বিশদ ভাবে কথিত হইতেছে।

ব্যবহারনিয়মই কথার কারণ।

তস্মাৎ যাদৃগ্ ব্যবহারনিয়মঃ কৃতঃ তন্মর্য্যাদা অনেন ন উল্লঙ্ঘিতা ইতি যদ্বাদিবাগ্ ব্যবহারে মধ্যস্থাবগমঃ স বিজয়তে, যস্য চ বচসি নৈবং তস্য অবগমঃ তস্য পরাজয়ঃ। যত্র বাদ্যুক্তনিগ্রহসত্তাবগমঃ স নিগৃহীতঃ, তদিতরঃ তু ন তথা—ইত্যাদিনিয়মঃ এব কথারম্ভায় গ্রাহ্যঃ। অনেন নিয়মেন ব্যবহর্ত্তব্যম্ ইত্যস্য হি অয়ম্ অর্থঃ। অনেন নিয়মেন উক্তম্ অনেন, ইতি মধ্যস্থাবগমস্য বিষয়ীভবিতব্যম্ ইতি। ২৬

অনুবাদ—এজন্য যেরূপ বাগ্ব্যবহারের নিয়ম করা হইয়াছে, তাহার সীমাকে এই ব্যক্তি অতিক্রম করে নাই—এইরূপ যাহার বাগ্ ব্যবহারে মধ্যস্থ নিশ্চয় করিবেন, সেই ব্যক্তি বিজয়ী, যাহার বাগ্ ব্যবহারে মধ্যস্থ এইরূপ নিশ্চয় করিবেন না, সেই ব্যক্তি পরাজিত হইবে। যে ব্যক্তিতে বাদীর উদ্ভাবিত নিগ্রহের সত্তা, মধ্যস্থ নিশ্চয় করিবেন, সেই ব্যক্তি নিগৃহীত হইবে, কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তি নিগৃহীত হইবেন না—ইত্যাদি নিয়মগুলিকেই কথার আরম্ভের জন্য গ্রহণ করা উচিত। "অনেন নিয়মেন ব্যবহর্ত্তব্যম্" এই কথার এই অর্থ - এই নিয়মকে অবলম্বন করিয়া এই ব্যক্তি বলিয়াছে—এইরূপ মধ্যস্থের জ্ঞান হওয়া চাই। ২৬

তাৎপর্য্য—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্যবহারকালে বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থ এই তিন জনের নিকট অবাধিতপ্রতীতি ব্যবহারের অঙ্গ হইতে পারে। সর্ব্বথা অবাধিতপ্রতীতি অঙ্গ হইতে পারে না। অতএব তাহাকে কথার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি কোন স্থলেও পারমার্থিক সত্তা ভিন্ন ব্যবহারনিষ্পত্তি না হইত, তাহা হইলেই তাদৃশ অবাধিত প্রতীতিকে অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু, যখন ব্যবহারে স্বপ্নের ন্যায় প্রাতিভাসিক সত্তার দ্বারাও সমুদায় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তখন সেই পারমার্থিক সত্তা অঙ্গীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ বিচারকালে এই পারমার্থিক সত্তা অথবা ব্যাবহারিক সত্তার কোনটিরই প্রয়োজন হয় না। নিয়মবন্ধ উভয়বাদীরই স্বীকৃত এবং তাহার দ্বারাই নির্ব্বিঘ্নে কথা সম্পন্ন হয়। অতএব নিয়মবন্ধকেই কথার কারণ

বলা আবশ্যক, কোনরূপ সত্তা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই; ইত্যাদি। একণে এই প্রসঙ্গে এই কথারই অন্তর্গত নিয়মবন্ধের স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক এই কথার উপসংহার করা যাইতেছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জয়, পরাজয়, নিগ্রহ অথবা ইহাদের অভাব—এ সকলই মধ্যস্থের উপর নির্ভর করে। অতএব মধ্যস্থকে কথারম্ভের পূর্ব্বেই "এইরূপে বিচার করিতে হইবে" এইরূপ একটী নিয়ম প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহার পর, তৎপ্রদর্শিত নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়া বাদী এবং প্রতিবাদী নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে বা পরপক্ষ দূষণ করিতে থাকিবেন। এইরূপে বিচার করিতে করিতে মধ্যস্থ যখন বুঝিবেন যে, এই বাদী উক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে নাই, অথচ প্রতিবাদীর দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, তখন তিনি সেই বাদীকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন, এবং তখন সেই ব্যক্তিই বিজয়ী হইবে। তদ্রূপ আবার মধ্যস্থ যখন বুঝিবেন যে, এই ব্যক্তি উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সুতরাং স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণ করিতে পারে নাই, তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে পরাজিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, এবং সেই ব্যক্তিই পরাজিত হইবে।

তাহার পর, নিগ্রহের ব্যবস্থাও এইরূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, বাদীর উদ্ভাবিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের কোনটী যদি বস্তুতঃ প্রতিবাদীতে আছে বলিয়া মধ্যস্থ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী নিগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তদ্রূপ প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত উক্ত নিগ্রহস্থানের কোনটী যদি বস্তুতঃ বাদীর আছে বলিয়া মধ্যস্থ বুঝেন, তাহা হইলে বাদী নিগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এই সকল, মধ্যস্থ দ্বারাই কেবল নিশ্চিত হইয়া থাকে। যদি কোন মূর্খ বা প্রতারক এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জয়, পরাজয় বা নিগ্রহ কোনটীরও ব্যবস্থা হইতে পারিবে না; এবং যিনি মধ্যস্থ হইবেন, তাঁহাকেও বিদ্বান্ ও পক্ষপাতদোষহীন হইতে হইবে, নচেৎ তিনিও মধ্যস্থ পদবাচ্য হইতে পারিবেন না। গ্রন্থমধ্যে এই জন্যই মধ্যস্থের উল্লেখও এস্থলে করা হইয়াছে। এই গুলিই হইল নিয়মবন্ধের স্বরূপ, ইহাই হইবে কথারম্ভের প্রতি কারণ। কোন কিছুর সত্তাস্বীকার বাগ্ব্যবহারের কারণ বা অঙ্গ হইতে পারে না।

মধ্যস্থের জ্ঞানের সত্তারও আবশ্যকতা নাই।

ন চ বাচ্যম্ 'অন্ততঃ তদবগমস্যাপি সত্তা অভ্যুপেয়া' ইতি। তস্যাপি সত্তাচিন্তায়াং তৎসত্তাবগমান্তরস্যৈব শরণত্বাৎ।

ন চ এবম্ অনবস্থা। তদনুসরণাবশ্যম্ভাবানঙ্গীকারাৎ। "এবং ত্রিচতুরজ্ঞানজন্মনঃ নাধিকা মতিঃ" ইতি ন্যায়াৎ। ২৭

ইহাতে এখন এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলেও 'নিয়ম' কথার কারণ বলিয়া নিয়মের সত্তা স্বীকারও করিতে হইবে, আর তদ্দারাও দ্বৈতাপত্তি ঘটিবে, ইত্যাদি। কিন্তু, এই শঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ, "নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে হইবে" এইরূপ বলিলেই যে, নিয়ম কারণ হইবে এবং তাহার ফলে যে তাহা সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। "নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে হইবে" এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে "এই নিয়মানুসারে এই বাদী সকল কথা কহিয়াছে" এইরূপ মধ্যস্থের জ্ঞান মাত্র হওয়া চাই। মধ্যস্থের এইরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেই কথা সিদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু এই জন্য এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত নিয়মগুলির সত্তাস্বীকার করা আবশ্যক হইতে পারে না। বস্তুতঃ, নিয়মের সত্তা না থাকিলেও মধ্যস্থের এইরূপ জ্ঞান হইতে কোন বাধা নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত ফল হইবারও কোন বাধা নাই।

অতএব সিদ্ধ হইল—কোন পদার্থেরই স্বরূপসত্তা ব্যবহারনিষ্পত্তির জন্য স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। এইবার পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে উক্ত জ্ঞানেরও সত্তা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই, ইহাই গ্রন্থকার প্রদর্শন করিতেছেন।

অনুবাদ—আর "পরিশেষে মধ্যস্থের জ্ঞানটীরও সত্তা স্বীকার্য্য" এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, মধ্যস্থের জ্ঞানেরও সত্তা আছে কি না—জিজ্ঞাসা হইলে তাহার জন্য সত্তার জ্ঞানান্তরকেই স্বীকার করা যাইবে।

আর এরূপ হইলে অনবস্থা হইবে—এরূপ যদি বল, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানান্তরের অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা আমি স্বীকার

করি না। এইরূপ তিন চারিবার জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পর অধিক জ্ঞান আর আবশ্যক হয় না" এইরূপ একটী ন্যায় দেখা যায়। ২৭

তাৎপর্য্য—ইতিপূর্ব্বে, নিয়মেরও স্বরূপসত্তার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু জ্ঞানদ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—ইহা বলা হইয়াছে; এক্ষণে বাদী শঙ্কা করিতেছেন যে যদি ঘটাদি পদার্থের প্রতীতিনিবন্ধনই সত্তা স্বীকার্য্য হয়, বাস্তব সত্তা নাই, তাহা হইলেও প্রতীতির সত্তাটী ত বাস্তব সত্তাই বলিতে হইবে, কারণ ইহা ব্যবহারের অঙ্গ। আর তাহা হইলে অসদ্‌বাদ সিদ্ধ হইল না; যেহেতু, প্রতীতিটী সৎই হইল। অর্থাৎ, অন্য কোন বস্তুর অথবা নিয়মপ্রভৃতির সত্তা না মানিলেও অগত্যা তাহাদের জ্ঞানের সত্তাটী স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহা হইলে অসদ্‌বাদ কোন রূপেও সিদ্ধ হইবে না।

এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বিষয়ের সদ্‌ভাবে প্রমাণ না থাকায় জ্ঞানের সত্তা যে বিষয়স্বরূপ, তাহা বলা যায় না। তবে জ্ঞানের সত্তা কিরূপ হইবে – ইহা যদি বল? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, তাহার জন্য জ্ঞানান্তরেরই অন্বেষণ করিতে হইবে। যেমন, ঘটাদি বিষয়ের সত্তার জন্য তাহাদের জ্ঞানের অন্বেষণ করা হয়, তদ্রূপ জ্ঞানেরও সত্ত অন্বেষণ করিতে হইলে জ্ঞানান্তরেরই আবশ্যকতা হইবে; অতএব, সেই জ্ঞানের অন্ততঃ সত্তা স্বীকার করিতে হইবে—এইরূপ দোষ হইল না। আর তৎপ্রযুক্ত অসদ্‌-বাদীরও কোন ক্ষতি হইল না। কারণ, জ্ঞানেরও স্বরূপসত্তা স্বীকার না করিয়াই জ্ঞানান্তরদ্বারা তাহার ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

তাহার পর যদি বল, জ্ঞানের সত্তাও স্বরূপসত্তা নহে, অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে, কিন্তু জ্ঞানান্তরই তাহার সত্তা, তাহা হইলে সেই জ্ঞানেরও সত্তার জন্য এইরূপ জ্ঞানপরম্পরা স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ অনবস্থাদোষ হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে কোন ব্যবহারই সিদ্ধ হইবে না, ইত্যাদি।

ইহার উত্তর এই যে, যেরূপ লোকে রত্নতত্ত্ব-পরীক্ষার কালে তিন অথবা চারি কিংবা পাচ বার পরীক্ষার দ্বারা সম্যক্‌রূপে রত্নতত্ত্ব অবগত হইলে পুনঃ-র্বার তদ্বিষয়ক জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞানান্তরের অনুসরণের আবশ্যকতা থাকে না। অতএব অনবস্থা হইতে পারে না। যদি জ্ঞানটী নিজব্যবহারের জন্য আবশ্যক হইত, তাহা হইলে এই অনবস্থা

দোষের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, জ্ঞানটী কেবল বিষয়ের ব্যবহারের জন্য অনুভূত হয়, তাহার নিজের ব্যবহারজন্য কখন অনুভূত হয় না। অতএব, বিষয়ের ন্যায় সেই জ্ঞানের ব্যবহার করিবার ইচ্ছা যদি কাহারও হয়, তাহাহইলে সে ব্যক্তি জ্ঞানান্তরের অনুসরণ করিবে; যেখানে সেরূপ ইচ্ছা নাই, সেখানে জ্ঞানান্তরের অনুসরণেরও আবশ্যকতা হয় না, এবং জ্ঞান হইলেই যে, তাহার ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হইবেই, এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিষয়ের ব্যবহার করিবার ইচ্ছা যেমন হয়, অমনি তাহার জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই সেই ব্যক্তির সেই ব্যবহার হয়, এবং ব্যবহার হইলেই সেই ব্যক্তির সেই ইচ্ছা নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞানদ্বারাই সেই জ্ঞাতা কৃতার্থ হন। তাহার পর সেই জ্ঞানের বিষয়ে আর কোন জিজ্ঞাসা তাহার হয় না। যদি কখনও সেরূপ হয়, তাহা হইলে তখন জ্ঞানান্তরের আবশ্যক হয়, নচেৎ নহে। অতএব সর্ব্বত্র বিষয়ব্যবহারের জন্য একটী জ্ঞান অঙ্গীকার করিলে আবার সেই জ্ঞানের ব্যবহারসিদ্ধির জন্য যে জ্ঞানপরম্পরার আবশ্যকতা হয়, তাহা নহে। এই জন্যই কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"এবং ত্রিচতুরজ্ঞানজন্মনো নাধিকা মতিঃ
প্রার্থ্যতে তাবতৈবৈকং স্বতঃপ্রামাণ্যমশ্নুতে ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভট্টমতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয়; জ্ঞানজন্য প্রাকট্যরূপ বিষয়নিষ্ঠ ধর্ম্মদ্বারা জ্ঞানের অনুমান হইয়া থাকে। এই মতে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। এখন ভট্টমতে একটী জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের জন্য একটী অনুমান আবশ্যক, এবং সেই জ্ঞানের অনুমানের জন্য আর একটী অনুমান আবশ্যক, এইরূপ অনুমানপরম্পরাজন্য যে অনবস্থা হয়, তাহারই নিবারণনিমিত্ত বলা হইতেছে যে, এইরূপ তিন চারিবার জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে পর অন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা হয় না, তাহার দ্বারাই একটী জ্ঞান, স্বতঃপ্রামাণ্যকে লাভ করে, ইত্যাদি।

অতএব জ্ঞানের স্বরূপসত্ত্ব স্বীকার না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। জ্ঞানের সত্তাব্যতিরিক্ত ব্যবহার হইতে পারে, ইহা বলিতে হইবে।

এইবার প্রকারান্তরে উক্ত অনবস্থার পরিহার করা হইতেছে।

প্রকারান্তরে উক্ত অনবস্থাপরিহার।

ন চ—"অন্তিমাসত্ত্বে পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবাহাসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা চ অবগমম্ আদায় অপি ন নিস্তারঃ" ইতি বাচ্যম্। অস্তু এবং, তথাপি ত্রিচতুরজ্ঞানকক্ষাগবেষণমাত্রবিশ্রান্তেন বিচারেণ ততঃ পরম্ অননুসরণরমণীয়েন এব সময়ং বদ্ধা কথায়াং মিথঃ সম্প্রতিপত্ত্যা প্রবর্ত্তনাৎ। অন্যথা প্রমাণাদিসত্তাভ্যুপগমেঽপি জ্ঞানানবস্থায়া দুষ্পরিহরত্বাৎ। ২৮

অনুবাদ—আর "অন্তিম জ্ঞানের অসত্ত্ব হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবাহের অসত্ত্ব হইয়া যাইবে, অতএব জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিলেও নিস্তার নাই" এরূপ বলা যায় না। আচ্ছা, এইরূপই হউক, তাহা হইলেও ৩তিন চারিটী জ্ঞানের সীমা পর্য্যন্ত পর্যালোচনদ্বারা বিশ্রান্ত, এবং তাহার পর যাহার অনুসরণ না করিলেই রমনীয় হয়—এইরূপ বিচারকে অবলম্বন করিয়া সময়বন্ধপূর্ব্বক বাদী ও প্রতিবাদীর সম্মতিক্রমে পরস্পরের প্রবৃত্তি হইতে পারে। অন্যথা প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার করিলেও জ্ঞানের অনবস্থা পরিহার করা যায় না। ২৮

তাৎপর্য্য—জ্ঞানের সত্তা স্বীকার না করিলে যে অনবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই আশঙ্কা প্রকারান্তরে উত্থাপিত করিয়া তাহার সমাধান করা হইতেছে।

আশঙ্কাটী এই যে, সত্তাজ্ঞানপরম্পরার বিচ্ছেদপ্রযুক্ত অনবস্থারও বিচ্ছেদ করিলে অন্ত্যজ্ঞানের জ্ঞানান্তর না থাকায় তাহার প্রাতীতিক সত্তাও থাকিল না। তাহার ফলে পূর্ব্বপূর্ব্ব যত জ্ঞান, সে সকলই অসদ্রূপ হইয়া পড়িল, এইরূপে মূলজ্ঞান পর্য্যন্ত সকলই অসদ্রূপ হইয়া গেল। অতএব প্রাতীতিক সত্তাকে গ্রহণ করিলেও কথার আরম্ভ করা যায় না। অর্থাৎ, শূন্যবাদীর মতে কোন পদার্থেরই স্বাভাবিক সত্তা নাই, তাহার সত্তাটী তাহার জ্ঞানমাত্র, এবং জ্ঞানের সত্তাটীও জ্ঞানান্তর, এইরূপ তাহার সত্তাও আর একটী জ্ঞানান্তর। এখন এইরূপ জ্ঞানধারা যদি চলে, তাহা হইলে ত সেই অনবস্থাই হইবে; এজন্য যে জ্ঞানে বিশ্রান্তি করিতে হইবে, যাহার পর আর জ্ঞান নাই, সেই জ্ঞানের কোনরূপেই সত্তা

থাকিতে পারে না। অতএব সেই জ্ঞানটী অসৎ হইলেই তদধীন পূর্ব্ব-জ্ঞানেরও অসত্ব সিদ্ধ হইবে। এই রীতি অনুসারে যত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান হইয়াছে, সমুদায়ই অসৎ হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে পদার্থের সত্তা না থাকিলেও জ্ঞাননিবন্ধন ব্যবহার হইবে—সিদ্ধান্তীর এরূপ পক্ষটীও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানেরও সত্তা নাই। ইহাই হইল শঙ্কা।

এতদুত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, অন্তিমজ্ঞানের জ্ঞানান্তর স্বীকার না করিলে মূলজ্ঞান পর্য্যন্ত অসত্তার আপত্তি যদি করা হয়, তাহাহইলে তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। এরূপ আপত্তি আমার অভীষ্টই বটে। এজন্য সকলের অসত্তা সিদ্ধ হয়, হউক।

যদি বল, সকল জ্ঞান অসৎ হইলে বিচার কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, তিন অথবা চারিটী জ্ঞানের উপর আর বিচার করা চলে না—এইরূপ স্বীকার করিয়াই কথার আরম্ভ করিতে হইবে—এইরূপ সঙ্কেত করিয়া বাদী ও প্রতিবাদী কথায় প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থাৎ, দুই তিন চারি কোটী পর্য্যন্ত বিচার করিলেও, যে বিচারের পরিসমাপ্তি হইবে, তাহার পর আর বিচার করা যাইবে না। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তিন চারি কক্ষা পর্য্যন্ত অবধারিত হইলেই হইল। এইরূপ বিচার দ্বারা সময়বন্ধ-পূর্ব্বক কথাতে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রবৃত্তি হইবে। তাহার জন্য জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের স্বরূপসত্তার কোন আবশ্যকতা নাই। অন্যথা পদার্থের সত্তা স্বীকার করিলেও এইরূপ অনবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না। কারণ, পদার্থ সত্য হইলেও তাহার জন্য প্রমাণান্বেষণ অবশ্য করিতে হইবে। নচেৎ, বস্তুর সিদ্ধিই হইবে না। আর সেই প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের আবশ্যকতা হইবে। এইরূপে যে, অনবস্থা হইবে, তাহা ত দুরপনেয়ই থাকিবে। অতএব বলিতে হইবে যে, তিন চারি কোটী পর্য্যন্তই প্রমাণজিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক। তাহার পর জিজ্ঞাসা হয় না বলিয়া প্রমাণান্তরের উপন্যাস না করিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের স্বকার্য্যসাধনে কোন ক্ষতি হইবে না—এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ যদি আমিও স্বীকার করি, তাহা হইলে ক্ষতি কি? অতএব সকলই অসৎ হউক, তাহাতে বাদব্যবহারের কোন বাধা হইতে পারে না।

স্বরূপসত্তার স্বীকার করিয়া অনবস্থা দুষ্পরিহরণীয়।

ন চ বাচ্যম্—"মৎপক্ষে স্বরূপসত্তাজ্ঞানেন ব্যবহারস্য চরিতার্থয়িতুং শক্যত্বাৎ ন জ্ঞানস্য পরম্পরানুসরণম্ উচিতম্। ন তু এবং ত্বৎপক্ষে, জ্ঞানস্বরূপসত্তাঙ্গীকারপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। স্বরূপসত্তাম্ আদায় অপি পরিহরতঃ অনবস্থাপ্রসঙ্গস্য স্বপ্রকাশপ্রস্তাবে বক্তব্যত্বাৎ। যথা চ ত্বৎপক্ষে স্বরূপসত্তাবিশেষে অপি জ্ঞানস্বরূপসত্তা এব পরং ব্যবহারোপপাদিকা, ন ঘটাদিসত্তা, এবম্ এব অসত্ত্বাবিশেষে অপি জ্ঞানম্ এব অসদ্‌ব্যবহারোপপাদকং ন অন্যৎ। ২৯

অনুবাদ—যদি বল, আমার পক্ষে জ্ঞান স্বরূপসৎ অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়াও ব্যবহার জন্মাইতে পারে, অতএব আমার মতে জ্ঞানান্তরের পরম্পরা স্বীকার অনাবশ্যক, এইরূপ খণ্ডনকারের পক্ষে বলা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে জ্ঞানের স্বরূপসত্তা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের স্বরূপসত্তা অবলম্বন করিয়া আপত্তির পরিহারের জন্য চেষ্টা করিলেও পুনরায় অনবস্থার প্রসঙ্গ হইবে। ইহা স্বপ্রকাশবাদে বলা হইবে। যেরূপ তোমার (সদ্‌বাদীর) পক্ষে স্বরূপসত্তা সর্ব্বপদার্থের একরূপ হইলেও জ্ঞানের স্বরূপসত্তাই বিষয়ের স্বরূপসত্তা অপেক্ষা ব্যবহারের উপপাদক হয়, ঘটাদি বিষয়ের স্বরূপসত্তা ব্যবহারের উপপাদক হয় না, তদ্রূপ আমার মতে (খণ্ডনকার মতে) সর্ব্বত্র অসত্ত্ব সমানভাবে স্বীকৃত হইলেও, অসৎজ্ঞানটী ব্যবহারের উপপাদক হইবে। অন্য কিছু ব্যবহারের উপপাদক হইবে না। ২৯

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের অনবস্থা নিবারণের জন্য অন্তিম জ্ঞানের জ্ঞানান্তর স্বীকার না করিলে পূর্ব্বপূর্ব্ব সকল জ্ঞানের অসত্তাপত্তি হইবে, এই আশংকায় ইষ্টাপত্তি করিয়া তিন চারি কক্ষা পর্য্যন্ত অবাধিত জ্ঞানদ্বারা বিচারপ্রবৃত্তি হইতে পারে। অন্যথা পদার্থের সত্তা মানিলেও জ্ঞানের অনবস্থা নিবারণ করা যায় না, ইত্যাদি।

এক্ষণে বলা হইতেছে যে, যদি জ্ঞানের স্বরূপসত্তা অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই পক্ষে অনবস্থা কিরূপ হইবে? যেরূপ অদৃষ্টাদি পদার্থ অজ্ঞাত হইয়াও স্বরূপতঃ অবস্থিত থাকিয়া কার্য্যের উৎপাদক হয়, সেইরূপ

ন স্যাদিত্যর্থঃ। বাচোযুক্তীঃ বাক্‌প্রকারানিতি যাবৎ। তে চার্ব্বাকাদয় ইত্যর্থঃ। অসমব্যাপ্তিকয়োরন্বয়ব্যাপ্তিবৈপরীত্যেন ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিয়মাৎ সাধনবাধনক্ষম-ব্যবহারস্য সত্তাভ্যুপগমব্যাপ্যত্বে সতি সাধনবাধনক্ষমব্যবহারাভাবেন প্রমাণা-অনভ্যুপগম্য প্রবর্ত্তিতত্বং ব্যাপ্যমিতি চার্ব্বাকাদিব্যবহারে ত্বয়া দর্শনীয়ম্। তদশক্য-দর্শনং সোপাধিকত্বাৎ তৎসম্বন্ধস্য।

বিপক্ষবাধকত্বাপ্যেতেন মূলশৈথিল্যং যুক্তমেবেত্যভিপ্রেত্য পরিহরতি—স্বেতি। সাধকত্বং স্বপক্ষপ্রমিতিজনকত্বম্। বাধকত্বং তু পরপক্ষপ্রতিষেধ-প্রমিতিজনকত্বম্। কিং তর্হি নিয়ামকং প্রয়োজকমিত্যত আহ—কিংস্বিতি। সদ্বচনাভাসলক্ষণানি অসিদ্ধ্যাদিলক্ষণানি তেষামন্যতমযোগিত্বমিত্যর্থঃ। নন্থ সদ্বচনাভাসলক্ষণযোগিত্বং নোপাধিঃ, সতি সাধ্যে ঘটাদাবসত্বেনাব্যাপকত্বাৎ। নন্থ গর্ভস্থো মৈত্রতনয়ঃ শ্যামঃ মৈত্রতনয়ত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যত্র শাকাদ্যাহার-পরিণতিপরম্পরাজন্যত্বমপি নোপাধিঃ স্যাৎ ইন্দ্রনীলাদৌ সতি সাধ্যে তদভাবাৎ। নন্থ পুরুষশ্যামত্বে শাকাহারপরিণতিজন্যত্বং প্রয়োজকমিতি বিশিংষঃ তর্হি ইহাপি বাগ্-ব্যবহারত্বে সতি সাধনবাধনাক্ষমত্বে সদ্বচনাভাসলক্ষণযোগিত্বং প্রয়োজকমিতি সন্তোষ্টব্যম্। সদ্বচনাভাসলক্ষণযোগিত্বস্য সাধনবাধনাক্ষমত্বে প্রয়োজকত্বং পরেণাঙ্গীকার্য্যমিত্যাপাদয়তি, ন স্বমতেনোচ্যতে, ভবতেতি বিশেষণাৎ, অতো ন বাধবকাশ ইতি ভাবঃ। নন্থ প্রমাণান্যনভ্যুপগম্য প্রবর্ত্তিতত্বসদ্বচনাভাস-লক্ষণযোগিত্বয়োঃ সতোঃ কঃ তত্রান্যতরপ্রয়োজকত্বনির্ণয় ইত্যত আহ—স্বেতি। শব্দো দ্রব্যং অব্যবহিতসংবন্ধগ্রাহ্যত্বাৎ ঘটবদিতি, শব্দো ন দ্রব্যং বহিরিন্দ্রিয়ব্যবস্থাহেতুত্বাদ্রূপাদিবদিতি চ ব্যবহারস্যাভ্যুপগতপ্রমাণসত্তাপূর্ব্বঃসরত্বে হপ্যন্যতোন্যাভাসতয়া প্রতিষেধো দৃশ্যতে, প্রমাণান্যনভ্যুপগম্য প্রবর্ত্তিতত্বস্য সাধনাদ্যক্ষমত্বপ্রয়োজকত্বে তন্ন স্যাদিতি ভাবঃ। তথাভূতা ইতি। সাধন-বাধনাক্ষমা ইত্যর্থঃ।

(২১ পৃষ্ঠা।)—

নন্থ সাধ্যব্যাপকত্বেহপি সাধনব্যাপকত্বান্নানুপাধিঃ। উক্তং হি 'সমেন যদি নো ব্যাপ্তস্তয়োর্হীনোহপ্রয়োজক' ইতীত্যত আহ—যদ্যপীতি। যথা সদ্বচনাভাস-লক্ষণযোগিত্বস্য সাধনাক্ষমত্বনিয়ামকত্বে কিমায়াতমিত্যত আহ—যদ্যপীতি। নন্থ ধীব্যবহারঃ সাধনাক্ষমঃ, প্রমাণানভ্যুপগমপূর্ব্বঃসরব্যবহারত্বাৎ, সম্মতি-

পন্নবদিতি চেন্ন। স্বব্যবহারঃ সাধনান্তক্রমঃ, প্রমাণাদিসত্তাভ্যুপগমমূলব্যবহারত্বাৎ, ব্যবহারান্তরবদিত্যাভাসতুল্যযোগক্ষেমত্বাদিত্যাহ—অন্যথেতি।

(২২ পৃষ্ঠা।)—

নমু ব্যবহারঃ প্রমিতো ন বা। ন চেৎ আশ্রয়াসিদ্ধিঃ। প্রমিতশ্চেৎ ধর্মিগ্রহপ্রস্তমনুমানং নোৎপত্তুমলম্। ন সন্তি প্রমাণাদীনীতি প্রতিজ্ঞাহানিশ্চেতি চোদয়তি —নম্বিতি। প্রমাণাধীনত্বাৎ প্রমেয়সিদ্ধেঃ দূষণাদিবিভাগোঽপি প্রমাণাভাবে ন স্যাদিত্যাহ—দূষণেতি। প্রমাণান্তসত্ত্বে ধর্ম্মান্তসিদ্ধিরেব কুত ইত্যত আহ—সর্ব্বেতি। বিধির্ভাবো নিষেধোঽভাবঃ। আদিপদেন দূষণভূষণতদ্বিধানাদিসংগ্রহঃ।

(২৩ পৃঃ)

প্রতীতত্বমাত্রেণ ধর্ম্মিত্বম্, ন প্রমিতত্বেন, বিশেষণবৈয়র্থ্যাদ্ব্যাবহারিকপ্রামাণ্যাভ্যুপগমাচ্চ ন বিরোধ ইতি পরিহরতি—মৈবমিতি। কিং তর্হি তদপরে ন ক্ষমন্ত ইত্যাদিনোচ্যত ইত্যত আহ—কিমিতি। যথা তানি প্রমাণানি ভবতাভ্যুপগম্য ব্যবহ্রিয়তে। তত্র তথোক্তবন্তচ্ছব্দো যচ্ছব্দোপাদানাদেব দ্রষ্টব্যঃ, তথা প্রমাণাদীনি সন্তি ন সন্তীতাস্যাং চিন্তায়ামুদাসীনৈস্তথা ব্যবহারিভিরুপেক্ষিতসদসত্ত্বপ্রমাণমাত্রমূলব্যবহারিভিঃ কথা প্রবর্ত্যতামিতি ক্রম ইতি বেষ্টনগ্রন্থঃ। প্রমাণাদিসত্তামনভ্যুপেত্য কথাপ্রবৃত্তিং পরেণাঙ্গীকারয়তি—অন্যথেতি। কথায়ামেব দূষণস্য কথনীয়ত্বাৎ, সত্তাভ্যুপগমমূলৈব কথোক্ত নিয়মবাদিনশ্চ তদনুগুণকথাসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বপক্ষস্য আহার্য্যভ্রমরূপত্বাম্নতমারোপ্যেত্যুক্তম্।

(২৫ পৃঃ)

কথাসম্ভবমুপপাদয়িতুং পৃচ্ছতি—কীদৃশীমিতি। সামান্যতো জ্ঞাতঃ সম্ভবদনেককোটিতয়া বিশেষতোঽজ্ঞাতঃ সন্দিগ্ধশ্চার্থঃ প্রষ্টব্যঃ। ইহ পুনস্তথাভাবাভাবাৎ, কথময়ং প্রশ্নঃ ইত্যাশঙ্ক্য তথাভাবং দর্শয়তি—কিমিত্যাদিনা। প্রমাণাদিসত্তানভ্যুপগন্তুঃ কথামূলতয়া প্রমাণাদিসত্তাভ্যুপগমে কথায়া এবাপসিদ্ধান্তেন নিগৃহীতত্বাদনুৎপন্নসমৈব কথা স্যাদিত্যপরিতোষাৎ কল্পান্তরমাহ—উভেতি।। উভাভ্যাং বাদিভ্যাং প্রবর্ত্তিতায়ামিত্যুপরিতনকল্পঃ দ্বয়েঽপ্যনুষজ্যঃ। অসত্ত্বাভ্যুপগমে তু সত্ত্বাদিনো নিগ্রহ ইতি তদুভয়োচিতং কল্পান্তরমাহ—অথেতি।

(২৭ পৃঃ)

বিকল্পরূপেণ নিরাকরোতি—নাদ্য ইতি। কুত ইত্যত আহ—অভ্যুপগতেতি। অভ্যুপগতঃ প্রমাণাদীনাং সত্ত্বং যেন তং প্রতি এতাদৃক্পর্য্যনুযোগস্য 'প্রমাণাদীনামসত্ত্বে ধর্ম্ম্যসিদ্ধ্যদূষণাদিবিভাগাসিদ্ধিঃ সর্ব্বপদার্থানাং নাস্তীতি নিষেধস্য ভীতিবিধের্বিভাগাদেশ্চ প্রমাণায়ত্তত্বাদিত্যাদি'-রূপস্যানবকাশান্নিরনুযোজ্যানুযোগো নিগ্রহ ইত্যর্থঃ। অস্তু তর্হি দ্বিতীয়ো নিয়তত্বাদিত্যত আহ—দ্বিতীয় ইতি। আপত্তেরিত্যনুষঙ্গঃ। পরস্যেবাত্মনোঽপি ধর্ম্মাদ্যসিদ্ধ্যাপাদকত্বায়স্য তুল্যত্বয়া জাত্যুত্তরত্বম্। চ-শব্দাৎ পর্য্যনুযোগানবকাশশ্চ ইত্যর্থঃ। একেন সত্ত্বমপরেণাসত্ত্বমুপেত্য প্রবর্ত্তিতায়ামিতি কল্পং দূষয়তি—নেতি। প্রমাণাদিসত্তানভ্যুপগমে কিমিয়ং কথা নোপপদ্যতে, কথান্তরং বা। নাদ্যঃ, আরব্ধত্বাদেব। ন দ্বিতীয়ঃ, বিমতাঃ কথাঃ সত্তানভ্যুপগতিপুরঃসরাঃ কথাত্বাৎ আরব্ধৈতৎকথাবদিতি ভাবঃ। তৃতীয়কল্পমুররীকৃত্য দূষণমভাণি। সম্প্রতি স এব স্ব চাতুর্য্যং প্রাকটীত্যাহ—উভয়েতি। অভ্যুপগমানুরোধেন কথানিয়মোপপত্তাবুভয়েতি বিশেষং গৌরবাদ্ব্যতিরেকাভাবাচ্চ হাতব্যমিত্যাশংক্যাহ—অন্যথেতি। কল্পনায়াং হি গৌরবং, যত আহ 'প্রমাণবন্ত্যদৃষ্টানি কল্প্যানি সুবহূন্যপি। অদৃষ্টশতভাগোপি ন কল্প্যো নিষ্প্রমাণক' ইতি। তদিহ কথায়াঃ ফলপর্য্যবসায়িত্বানুপপত্তিরেব কল্পিকা। তথাহি উভয়াভ্যুপগমানুরোধিত্বাভাবে তার্কিকংমন্যৈঃ দূষ্যত্বেনানভিমতস্য পঞ্চাবয়বানুমানস্যোপন্যাসে সুগতেন দ্ব্যবয়বানুমানবাদিনা ন্যাতিপ্রায়মবলম্ব্যাধিকমিতি বাগাত্মনি বাদ্মাত্রে নিগ্রহ উদ্ভাবিতে কস্য জয় ইতি নির্ণীয়েত, বস্তুগতদোষাভাবাৎ তেন চ দূষণোদ্ভাবনাদিত্যর্থঃ। এবং পরোদ্ভাবিতং গৌরবং পরিহৃত্য পরপক্ষ এব তদাহ—প্রমাণেতি। 'প্রমাণাদিসত্তামভ্যুপগম্যাপি বক্ষ্যমাণো বাবান্নিয়মস্তদ্ব্যতিরেকেণ কথানুপপত্ত্যা তস্য পরেণাপ্যঙ্গীকার্য্যত্বাৎ তৎসত্তাভ্যুপগন্তুরেব গৌরবং নান্যস্য। তেন নিয়মমাত্রেণ কথাভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। তরণং তরোঽতিশয়ো বা, যন্ত্রণা পীড়া সান্ত্বনা বা। যাবাংশ্চাসৌ নিয়মশ্চ যাবন্নিয়মস্তত্তরেণ যন্ত্রেণেতি নির্ব্বাচ্যম্।

(৩২ পৃঃ)

প্রমাণাদিসত্তাসত্ত্বোদাসীন্যেন সময়বলাৎ প্রবৃত্তায়াং কথায়ামেব তবত্বেদং দূষ্যেৎ-

যুক্তং বক্তব্যম্ । তথা চ তদেবং কথান্তরমপি স্যাদিতি বিচারফলমুপসংহরতি— তস্মাদিতি । সময়ঃ সঙ্কেতঃ । স চ প্রমাণতর্কাভ্যাং বাদিনা ব্যবহর্ত্তব্যমিত্যাদিবক্ষ্যমাণরূপঃ । অথ কোঽয়ং নিয়মঃ, সময়বলপ্রবৃত্তকথায়ামেবোদ্ভং দূষণমুক্তমিত্যত আহ—উচিতমিতি । অস্মিন্ পক্ষে প্রাগুক্তপক্ষত্রয়দোষাভাবাদুচিতমিত্যর্থঃ । অর্থাৎ পক্ষান্তরানৌচিত্যমপি সূচিতম্ । যথা ঔদাসীন্যেন প্রবৃত্তায়াং কথায়ামৌদাসীন্যেন তৎপ্রবৃত্তির্নাস্তীতি দূষণমুচিতমেবেতি বিপরীতলক্ষণয়োপহসতি । নন্বৌদাসীন্যেনাপি তব কথা নোপপদ্যতে সত্ত্বানঙ্গীকারলিঙ্গেন ত্বয়া সত্ত্বমঙ্গীকৃতমিতি ত্বদভিপ্রায়স্য ময়া বিভাব্যমানত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যোঽয়মিতি । ইদৃশ্যাং কথায়াং দোষমহমবাদিষমিতি স্বাভিপ্রায়ানভিজ্ঞো ভবান্ মদভিপ্রায়ং কথং জানীয়াৎ সত্ত্ববদসত্ত্বস্যাপ্যনিষ্টেরিতি ভাবঃ । অভিসন্ধিরভিসন্ধানম্ । (৩৪ পৃঃ)

নন্বসত্ত্বানভ্যুপগমে কথানধিকারো ন কথায়াং প্রতিপাদ্যতে, কিং তু উপদেশদ্বারেণ শিষ্যশিক্ষা পরং ক্রিয়তে নাতো ব্যাঘাত ইতি শঙ্কতে—অথেতি । প্রমাণাদ্যনভ্যুপগন্তা দুষ্টো বৈতণ্ডিকস্তং বাদীকৃত্য তস্মিন্ প্রতিবাদিত্বাপাধৌ বাদিবাধ্যবহারমূলকথানধিকারো বিধীয়ত ইতি নেষ্যত এবেত্যর্থঃ । কিমর্থং তর্হি নিষ্প্রয়োজনঃ প্রয়াস ইত্যত আহ—শিষ্যেতি । আদিপদেন পুত্রাদিপরিগ্রহঃ । তত্রৈব ভাষ্যবিন্দমাহ—অত ইতি । স দুর্বৈতণ্ডিকঃ পর্য্যনুযুক্তঃ প্রয়োজনং প্রতিপদ্যেত যদি, তর্হি প্রতিপত্তৈব প্রমাণম্, তদধীনত্বাৎ প্রতিপত্তেঃ অতো ব্যাঘাত ইতি । যদি স বাদীকৃতঃ স্যাত্তর্হি প্রতিপদ্যস ইতি প্রযোক্তব্যঃ । প্রতিপদ্যত ইতি প্রযুঞ্জানস্তস্য পরোক্ষতয়া কথানধিকারং জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ । (৩৬ পৃঃ)

তস্য কথাধিকারানধিকারয়োরেতদবস্থং তত্ত্বেতি, ন তস্য শিষ্যসম্বোধনং সম্ভবতীতি পরিহরতি—নৈবমিতি । চার্ব্বাকাদেঃ কথাধিকারো নাস্তীত্যেব শিষ্যাদয়ো বোধ্যা ইত্যর্থঃ । তথাঽপি কিমিত্যত আহ—কথমিতি । চার্ব্বাকাদেঃ কথাপ্রবেশোঽয়ং দোষো বক্তব্য ইতি বোধ্যতে, উত কথাতোঽন্যত্র বক্তব্য ইতি । উভয়থাঽপ্যনুপপত্তিরিত্যাহ—তস্যেতি । বাধাকমন্বে হেতুমাহ—কথায়ামিতি । কথাপ্রবেশে সত্যেবাতত্ত্বজ্ঞানলিঙ্গনিগ্রহস্তত্তেতি বিনেয়বোধনং সম্ভবতি. কথাতোঽন্যত্র নিগ্রহাবিষয়ত্বাৎ । তথা চ ব্যাঘাত ইত্যর্থঃ ।

(৭৮ পৃঃ)

কথকপ্রবর্ত্তনীয়বাগ্ব্যবহারং প্রতি হেতুত্বাভাবাৎ প্রমাণাদিসত্তাভ্যুপগম ইতি দ্বিতীয় কল্পং দূষয়তি—নাপীতি। যস্মিন্ সত্যেব যদ্ভবতি নাঽসতীত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কারণত্বমবসেয়ম্। ন চেহ ব্যতিরেকোঽস্তি প্রমাণাদিসত্তানভ্যুপগমেঽপি ব্যবহার-নিষ্পত্তেরিত্যাশয়বানাহ—তথা হীতি। সত্তাভ্যুপগমনিবৃত্তৌ প্রমাণাদীনাং ব্যবহারকারণত্বমপি নিবর্ত্তত এবেত্যস্তি ব্যতিরেক ইত্যত আহ—নহীতি। শিষ্টং স্পষ্টম্। প্রমাণাদিসত্তানভ্যুপগন্তুঃ মাধ্যমিকাদের্ব্যবহার এব ন নিষ্পদ্যতে কারণা-ভাবাদেবেত্যয়মিষ্ট প্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সংস্মর্ত্তুমর্হসীত্যাহ—উক্তমিতি

(৭৯ :)

কথাং প্রতি হেতুভাবাৎ সত্তাভ্যুপগমস্ত স স্বীকর্ত্তব্য ইতি দ্বিতীয়ে কল্পে অভিপ্রায়বিশেষং শঙ্কতে—অথেতি। প্রমাণাদেঃ কারণত্বং তবাপীষ্টম্। নিয়তপ্রাক্সত্ত্বমেব চ কারণত্বমিত্যভ্যুপগন্তব্যং সত্ত্বমিত্যর্থঃ। কারণত্বে সিদ্ধেঽপি তদভ্যুপগমঃ কুত ইতি তত্রাহ—সত্ত্বাচ্চেতি। তদেব কুত ইত্যত আহ—যদিতি।

তদাক্ষিপতি—নৈবমিতি। ন তাবৎ সত্ত্বমেব হেতুত্বমিতি বক্ষ্যতে। হেতুত্বেনাপি সত্তাভ্যুপগমানুমানং কথায়াম্ উতান্যত্রেতি? নান্যত্র, কথাতোঽন্যত্র নিগ্রহাবিষয়ত্বাৎ। প্রথমেঽপি প্রমাণাভ্যুপগমেন প্রবৃত্তকথায়াম্ উত সময়বলাৎ। আদ্যেঽন্যোন্যাশ্রয়ঃ, কথাপ্রবৃত্তৌ সত্তাভ্যুপগমসিদ্ধিস্তৎসিদ্ধৌ চ কথাপ্রবৃত্তিরিতি। দ্বিতীয়ে চাস্মৎসমীহিতসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

সত্তাভ্যুপগমস্ত কথাপ্রবৃত্ত্যুত্তরকালসাধ্যত্বে কিং তর্হি কথাতঃ পূর্ব্বং বাদিভ্যামনু-রোদ্ধব্যম্। নিয়মস্থিত্যভ্যুপগম ইতি কথিতমেবেতি চেৎ? কিং তর্হি তস্ত ফলকমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—কথাত ইতি। নিয়মস্থিত্যভ্যুপগমং ফলমেবাক্ষিপতীত্যর্থঃ। ননু যদ্যেন বিনাঽনুপপন্নং তত্তদাক্ষেপকম্, যথা দিবাভোজনরহিতস্ত পীনত্বং শার্ব্বরং ভোজনম্। ন চেহ ফলং নিয়মস্থিতিব্যতিরেকেণানুপপন্নম্, অন্যতোঽপি তৎ-সিদ্ধেরিত্যত আহ—তদিতি। এবেত্যন্যথোপপত্তিং নিরাচষ্টে।

(৮০ পৃঃ)

স নিয়মঃ কীদৃশ ইত্যতস্তং দর্শয়তি—স চেতি। স চ ইত্যাদিরূপ ইত্যুপরি সম্বন্ধঃ। বাদিনা সাধকেন প্রথমপ্রয়োক্ত্রা প্রমাণতর্কাভ্যাং ব্যব-হর্ত্তব্যম্। বাদাভিপ্রায়মেতৎ, জল্পাদৌ ছলাদিপ্রয়োগস্তাপি সত্ত্বাৎ।

প্রায়োপেক্ষয়া বা, পরস্পরং পরাজয়ার্থমেব, বিজিগীষুকথায়াং মৎসরেণ প্রবৃত্তেঃ। কদাচন সম্যক্সাধনেঽপি পরেণোক্তে ঝটিতি বাস্তবদূষণা-স্ফুরণেন পর্য্যাকুলিতচেতস্কতয়া ছলাদিপ্রয়োগস্যাপ্যুপপত্তেঃ। তথা সতি হি ছলাদ্যাকুলিতবুদ্ধিঃ কদাচিদুত্তরমপ্রতিপদ্যমানো নিগৃহ্যেতেতি। একঃ 'চ' শব্দঃ ছলাদিসমুচ্চয়ার্থো বিজিগীষুকথায়াম্। অপরস্তু প্রমাণতর্কাভ্যামেবেতি বাদ-নিয়মার্থঃ। কথায়া অঙ্গং ফলতয়া তত্ত্বজ্ঞানং তদ্বিপর্যয়োঽভাবস্তত্ত্বজ্ঞানমস্তু ন বিস্তৃত ইত্যত্র গমকম্। হেত্বাভাসো নিরনুযোজ্যানুযোগশ্চেত্যেতদ্দ্বয়ং নিগ্রহস্থানং প্রতি-বাদিনা বাদিব্যবহারে ব্যুৎপাদনীয়ং বাদকথায়ামিতি অপিশব্দেন দর্শয়তি। ইত-রত্র প্রতিজ্ঞাহান্যাদ্যন্যতমঃ দর্শনীয়মিত্যর্থঃ। তদ্ব্যুৎপাদনে প্রথমস্য বাদিনঃ পরা-জয়ঃ। অন্যথা তদব্যুৎপাদনে প্রতিবাদিনো ব্যবহর্ত্তব্য ইতি যাবৎ। কৌ পুনর্জেতৃতয়া ব্যবহর্ত্তব্যৌ ইত্যত আহ—তাদৃশেতি। এতাদৃশাভ্যাং নিগৃ-হীতাভ্যামিতরাবিতি যাবৎ। নিয়মস্যাংশান্তরমাহ—প্রামাণিক ইতি। তত্ত্ব-তয়া বাদকথানিশ্চয়বিষয়ত্বেন। আদিপদেন বাদিনি সাধনমাত্রং প্রযুজ্য সংক্ষে-পতো বিস্তরতো বা আভাসানুদ্ধৃত্য বিরতে সতি উচ্যমানগ্রাহ্যনিগ্রহাপ্রোচ্যমানগ্রাহ্য-নিগ্রহাপ্রাপ্তাবাভাসবহিষ্কৃতগ্রাহ্যনিগ্রহালাভে চ তত্ত্বচনার্থমবগম্যানূদ্য দূষয়িত্বা প্রতিবাদী স্বপক্ষে স্থাপনাং প্রযুঞ্জীত। অপ্রযুঞ্জানস্তু দূষিতপরপক্ষোঽপি ন বিজয়ী, আত্মানমরক্ষন্ পরঘাতীব বীরঃ। তস্মিন্নপ্যেবং বিরতে সত্যনুক্তোচ্যমান-গ্রাহ্যনিগ্রহালাভে তত্ত্বচনার্থমবগম্যানূদ্য দূষণাভং প্রতিদূষ্যাভাসবহিষ্কৃতগ্রাহ্যনিগ্রহা-লাভে প্রথমবাদী স্থাপনাঙ্গং দূষয়েৎ। অদূষয়ংস্তু রক্ষিতস্বপক্ষোঽপি ন বিজয়ী। শ্লাঘ্যস্তু স্বাবঞ্চিতপরপ্রহার ইব তমপ্রহরমাণঃ। অনুক্তোচ্যমানগ্রাহ্যাভাসবহিষ্কৃত-গ্রাহ্যনিগ্রহলাভে তু তাবতৈব কথাবিরতির্নাসাধনবিচারাবকাশঃ। শরসন্ধান-সময় এব যো মূর্চ্ছিতস্তস্য ভবাণবারণতৎপ্রহরণানুষ্ঠানবৈফল্যাৎ। তত্রানুক্ত-গ্রাহ্যমপ্রতিভাদি: উচ্যমানগ্রাহ্যমপ্রাপ্তকালাদি। আভাসবহিষ্কৃতগ্রাহ্যং প্রতিজ্ঞা-বিরোধাদি। এষু সৎস্থ ন বিচারাবকাশঃ। শরসন্ধানসময়ে হি প্রহারচিন্তা। প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ইত্যাদিসংগ্রহঃ।

(৪১ পৃঃ)

নন্বু নিয়মবন্ধোঽপি হেতুসাধ্যঃ স চ কথায়ামভিধানীয়ঃ। কথা চ নিয়মবন্ধনেতি পরস্পরাশ্রয়ঃ। অন্তরেণ বা তং কথৈষ্টব্যা। যথা প্রমাণাদিসত্তাভ্যুপগমহেতুঃ

কথা সা চ সত্তাভ্যুপগমাধীনেতি পরস্পরাশ্রয়াত্তমন্তরেণৈব কথেব্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ— **অত ইতি**। পরামৃষ্টহেতুত্বেব স্পষ্টয়তি—**দ্বাভ্যামিতি**। যথা সত্তাভ্যুপগমো, হেতুসাধ্যস্তথা নিয়মবন্ধস্যাপি হেতুসাধ্যত্বে স্যাদয়ং দোষঃ। ন ত্বেবম্। দ্বাভ্যাং মিথঃ সম্প্রতিপত্ত্যা ফলরাগাত্তৎস্বীকারাদিত্যর্থঃ।

অপ্রামাণিকনিয়মবন্ধাৎ কথারম্ভে কথকাভিলাষিতফলাদিবিপ্লবো মূলাশুদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যাহ।—**ন চেতি**। প্রমাণেনানুপক্রম্য স্বেচ্ছামাত্রগৃহীতো নিয়মবন্ধো মূলং যস্য বিচারস্যেতি বিগ্রহঃ। উপজ্ঞা জ্ঞানমাদ্যং স্যাৎ জ্ঞাত্বারম্ভ উপক্রম ইত্যভিধানাৎ। প্রমাণেনোপজ্ঞাদ্যজ্ঞানং যস্য নাস্তীতি তৎপ্রমাণজ্ঞানশূন্যেনেতি বা। বিচারবিপ্লবঃ প্রমিত্যনুৎপাদকত্বম্। বিচার্যবিপ্লবো ভ্রান্তিবিষয়ত্বম্। ফলবিপ্লবো বাদে তত্ত্বাবধারণাসিদ্ধিরিতরয়োর্জল্পবিতণ্ডয়োর্জয়াস্যেতি দ্রষ্টব্যম্। কুত ইত্যত আহ—**অবিদ্যমানেতি**। তত্রেত্থং পদসম্বন্ধঃ। অন্যথাভাবশ্চাগাবসম্ভাব্যশ্চেত্যন্যথাভাবাসম্ভাব্যঃ, তদ্ভাবস্তত্তা, তল্লক্ষণা যা স্বতঃসিদ্ধিস্তয়া শুদ্ধাদ্বিচারস্য ন বিপ্লবঃ। তত্র হেতুঃ—**লোকেতি**। লোকব্যুৎপত্ত্যা বৃদ্ধব্যবহারেণ গৃহীতোঽন্যথা ন ভবতীতি সংবাদো যস্যেতি যাবৎ। "ননু লোকস্য কিং মূলম্? প্রমাণং চেদাদৌ স্বাক্রিয়তাম্, ব্যবহারান্তরং চেদনবস্থা" ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টপরম্পরাত্বেনানাদিত্বান্ন মূলক্ষতিরিত্যাহ—**অবিদ্যমানেতি**। অবিদ্যমান আদির্যস্য পরম্পরাভাবস্য তেনায়াতস্যেতি। অনাদীতি বক্তব্যে অবিদ্যমানেত্যাদ্যুদিতং বক্রকারিত্বস্বভাবাৎ। লোকব্যুৎপত্ত্যা বৃদ্ধব্যবহারেণ কথারূপবাগ্ব্যবহারেণ নিষ্পন্নেন গৃহীতঃ সংবাদঃ বিচারান্তবিপ্লবো যত্রেত্যর্থঃ।

ফলহেতুত্বেন নিয়মঃ কথাঙ্গমঙ্গীক্রিয়তে চেৎ প্রমাণাদিসত্তাঽপি তথাঙ্গীক্রিয়তামবিশেষাদিত্যত আহ—**ন চেতি**। উভয়াঙ্গীকারে গৌরবং স্যাদিত্যর্থঃ। 'ননু নিয়মমন্তরেণ প্রমাণাদিসত্তাঙ্গীকারাৎ কথাপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেরুভয়াঙ্গীকারে গৌরবান্নিয়ম এব কিন্ন পরিত্যজ্যতে' ইত্যত আহ—**প্রমাণেতি**। তথাবিধস্যোক্তলক্ষণব্যবহারনিয়মস্য ব্যতিরেকেঽভাবে সতি বিপ্রলম্ভকাদিসময়বৎ কথাপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।

(৫৭ পৃঃ)

লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ সত্তাঙ্গীকৃতিরিতি তৃতীয়ং নিরস্যতি—**নেতি**। লোকশব্দস্য প্রামাণিকাপ্রামাণিকয়োঃ তুল্যত্বাদ্বিকল্পয়তি—**লোকেতি**। প্রাথম্যাঃ

শাস্ত্রসংস্কাররহিতাঃ। বিবর্ণঃ পামরোনীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথগ্জন ইতি মাঘশাসনাৎ। বিচারসিদ্ধৌ প্রামাণিকত্বসিদ্ধিঃ ব্যবহারস্য, তৎ সিদ্ধৌ সত্তাভ্যুপগমস্তস্য বি চার ইতি চক্রকাপত্তের্নাস্তোঽনয়স্য ইত্যাহ—আদ্য ইতি। সত্তাং স্বীকৃত্যাপি নিয়মো বধ্যতে বাদিভির্বিচারপ্রবৃত্ত্যর্থং তদনুপপত্তিরপি সত্তায়া অহেতুত্বং গময়তীত্যাহ—তদিতি। দ্বিতীয়ম্ অতিপ্রসঙ্গেন অপাকরোতি—নাপীতি। অবাধ্যত্বে সতি লোকসিদ্ধত্বং স্বীকারপ্রয়োজকমিতি ন শরীরা-ত্মতাদীনামপি স্বীকারপ্রসঙ্গ ইতি শঙ্কতে—পশ্চাদিতি। হেত্বন্তরং নাম নিগ্রহস্থানং স্যাদিতি দূষয়তি—তর্হীতি। লোকপ্রসিদ্ধেরপ্রয়োজকতামাহ—অন্যথেতি। প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেনাবাধ্যত্বমেবস্বীকারপ্রয়োজকমিত্যাশয়ঃ। (৬০ পৃঃ)

তদনুভ্যুপগমস্য ফলাতিপ্রসঙ্গকত্বাত্তদভ্যুপগম ইতি চতুর্থং দূষয়তি—নাপীতি। নিয়মবন্ধাদেব অবশ্যাশ্রয়ণীয়াৎ ফলব্যবস্থোপপত্তৌ সত্তাভ্যু-পগমো ব্যর্থ ইত্যর্থঃ। মাং প্রতীতি। ময়া নিয়মবন্ধমাত্রে স্বীকার্যে যস্য কস্যচিৎ ফলাপত্তিঃ, তদা ত্বয়াঽপি প্রমাণসত্তাভ্যুপগমাঽপি তস্মিন্ স্বীকার্যেঽতিপ্রসঙ্গোঽবিশেষাদিত্যর্থঃ। নিয়মস্যাপ্রামাণিকত্বেনাব্যবস্থাপকত্ব-মিত্যাশঙ্ক্য অপ্রামাণিকত্বাদেব তবাপি ন ব্যবস্থাপকঃ স্যাদিতি প্রসঙ্গঃ সমান ইত্যাহ—তস্যেতি।
(৬১ পৃঃ)

চতুর্থেঽপি প্রমাণাদিসত্তাভ্যুপগমঃ কথোপযোগী ন ভবতীত্যা-পাদিতে পুনঃ সত্ত্বাদী শঙ্কতে—স্যাদিতি। নিয়তত্বং সময়বিশেষণম্। নিয়মবন্ধ এবাপর্যবসানবৃত্ত্যা ব্যবহারসত্তাং স্বীকারয়তীত্যাশয়ঃ। নমু সত্তাং বিনা অনুপপত্ত্যভাবান্নতাং স্বীকারয়তি ইত্যত আহ—ন হীতি। কিমিয়ং রাজ্ঞামাজ্ঞেতি ? নেত্যাহ—ক্রিয়েতি। নন্বত্রাপ্যনুপপত্তির্ন প্রতীয়তে ইত্যত আহ—অসত ইতি। অনেন সময়েন ব্যবহর্তব্যমিতি ব্যবহারো নিষ্পাদনীয় ইত্যুক্তেরেব সত্ত্বমিষ্টং স্যাৎ, ততো নিষ্পাদনা নাম্নাসতঃ সত্ত্বপ্রাপণমিত্যর্থঃ। ন কেবলং ব্যবহারসত্ত্বং যোক্ত্যবেষ্টং প্রমাণাদিসত্ত্বমপি যুক্তিবলাদেবাপন্নত ইত্যাহ—প্রমাণৈরিতি। তৃতীয়য়া করণত্বাভিধানাত্তস্য চ কারণবিশেষত্বাৎ কারণত্বস্য সত্তাঽব্যতিরেকাৎ প্রমাণানাং সত্ত্বমনঙ্গীকৃত্য নিয়মবন্ধনমেব ন স্যাদিত্যর্থঃ।

আর যদি বল, শশবিষাণাদির বোধক প্রমাণ কিছু দেখা যায় না—অতএব, সেই প্রমাণের যে অনুপলব্ধি তাহাই অনুমানের বাধক। তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা, অর্থাৎ সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই অন্যরূপে উপস্থিত হইল।

যদি বল, বিপক্ষের বাধকতর্ক নাই, অর্থাৎ, পক্ষে প্রকৃত সাধ্যের সত্তা স্বীকার না করিলে যে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা এস্থলে নাই, এবং সেইজন্য উক্ত পৃথিবী-পক্ষক অনুমানটী দুষ্ট হইবে, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি—এই তর্কের উপযোগিতা এস্থলে কিরূপ? ইহা কি সাধ্যসাধক প্রমাণের যে বিষয়, তাহার যুক্তাযুক্তত্ব বিবেচনাদ্বারা সেই প্রমাণের উপকারক, অথবা ইহা স্বতন্ত্রভাবে উক্ত সাধ্যসাধক প্রমাণের উপযোগী? কিন্তু, এই দ্বিতীয় পক্ষটী কেহ স্বীকারই করেন না। যদি প্রথম পক্ষটীই তোমার অভীষ্ট হয়, তাহা হইলে এস্থলে বাধকতর্ক না থাকাতে প্রমাণাভাবই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। আর তাহার নামই ত অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা, অর্থাৎ সাধ্যাপ্রসিদ্ধি। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাপ্রসিদ্ধি নামক দোষদ্বারাই উক্ত পৃথিবী-পক্ষক অনুমানটী দুষ্ট হইল—বলিতে হইবে। এখন ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে অনুরূপ যুক্তির দ্বারা উক্ত স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষটীও স্থিরীকৃত হইল।

আরও একটী কথা এই যে, উক্ত সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষটী যদি এস্থলে না হয়, তাহা হইলে ইহার আর স্থল কোথায়? কারণ, কেবলব্যতিরেকী অনুমানে কেবল ব্যতিরেকিত্ব-নিবন্ধনই উক্ত অপ্রসিদ্ধবিশেষণতাটী দোষ মধ্যে পরিগণিত হয় না, এবং যাহা কেবলান্বয়ী অনুমান, অথবা অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান, এতদুভয়েই 'সপক্ষ' অর্থাৎ 'নিশ্চিতসাধ্যবান্ পদার্থ' আছে বলিয়া এস্থলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি শঙ্কাই হইতে পারে না। অতএব এই সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ কিরূপ অনুমানে হইবে, তাহা বল দেখি? অনুমান ত এই ত্রিবিধই হইয়া থাকে; ইহাদের কোনটীতেই যদি এই দোষ না থাকিল, তাহা হইলে ইহার অবসর আর কোথায় রহিল?

অতএব বলিতে হইবে যে, যেখানে সাধ্যের প্রসিদ্ধি আছে, সেই সেই স্থলকে সপক্ষ বলিতে হইবে, এবং তজ্জন্য অধিকরণকে পরিত্যাগ করিয়া

উক্ত অনুমানে সিদ্ধসাধনতাপরিহার খণ্ডন।

ন চ স্বস্য অসিদ্ধতামাত্রেণ, পরসিদ্ধে সাধ্যবতি ধর্ম্মিণি সিদ্ধসাধনতায়াঃ পরিহারঃ। অন্যথা অন্যথাখ্যাতি-বাদিভিঃ কেনচিৎ হেতুনা

কেবল সাধ্যমাত্রের ভান হয়, ইহা বলা যায় না। অর্থাৎ, যেস্থলে সাধ্য প্রসিদ্ধ আছে, সেস্থলে হেতু থাকিলে উক্ত কেবলব্যতিরেকিত্বভঙ্গদোষ, এবং যদি সেস্থলে হেতু না থাকে, তাহা হইলে অসাধারণ অনৈকান্তিকরূপ দোষ হইবে। * নৈয়ায়িক বেদান্তীর উক্ত স্বপ্রকাশত্ব অনুমানের উপর এই বিকল্পিত দোষ দুইটী প্রদর্শিত করিলেন।

তাহার পর, নৈয়ায়িক আবার বলিতেছেন যে, বেদান্তী বলেন যে, যেস্থলে সাধ্য প্রসিদ্ধ, সেস্থলে হেতু থাকিলে যদি তাহার কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হউক, আমি কেবলব্যতিরেকী অনুমানই স্বীকার করি না, আমি তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলিয়া গ্রহণ করিব ? তাহা হইলে বলিব—তুমি এই দোষ হইতে মুক্ত হইলে বটে, কিন্তু তুমি সিদ্ধসাধনরূপ দোষের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

দেখ, অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানে অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশত্ব-রূপ সাধ্যটী-প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং, এস্থলে সিদ্ধসাধন দোষই হইল, এবং তাহার ফলে ইহাকে অনুমানই বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ, ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের অভিমত পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানটী তাহা হইলে আর সিদ্ধ হইল না। অর্থাৎ, স্বপ্রকাশত্বের তাহা হইলে কোন প্রমাণই নাই।

অনুবাদ।—পরমতের পক্ষে সাধ্যসিদ্ধ থাকিলেও নিজের মতে সাধ্যটী অপ্রসিদ্ধ বলিয়াই যে নিজ মতের সিদ্ধসাধন দোষ হইবে না, এরূপ বলা যায় না।—এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে অন্যথাখ্যাতিবাদী অর্থাৎ

* এস্থলে পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে যে হেত্বাভাস অবলম্বনে উভয় পক্ষে বিচার হইল, তাহার নাম "অনৈকান্তিক"; উহা ত্রিবিধ, যথা—'সাধারণ অনৈকান্তিক' 'অসাধারণ অনৈকান্তিক' এবং 'অনুপসংহারী অনৈকান্তিক'। প্রথমটীর দৃষ্টান্ত—"ধূমবান্ বহ্নেঃ"; ইহার লক্ষণ—সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিহেতু। দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত "শব্দঃ অনিত্যঃ শব্দত্বাৎ" ইহার লক্ষণ "সপক্ষ-বিপক্ষব্যাবৃত্ত পক্ষমাত্রবৃত্তি হেতু। তৃতীয়ের দৃষ্টান্ত—"সর্ব্বম্ অভিধেয়ম্ প্রমেয়ত্বাৎ" "ইহার লক্ষণ—কেবলাম্বয়িপক্ষকত্ব। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ মুক্তাবলী অথবা তর্কামৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

রজতজ্ঞানস্য পুরোবর্ত্তিবিষয়ত্বে সাধিতে বেদান্তিনা চ অনির্ব্বচনীয়-পুরোবর্ত্তিরজতবিষয়ত্বেন সিদ্ধসাধনত্বেন অস্মাকং তৎসিদ্ধম্ ইতি বচনমাত্রেণ অন্যথাখ্যাতিবাদিনঃ চরিতার্থাঃ ভবেয়ুঃ।

অথ ন অনির্ব্বচনীয়বাদিনং প্রতি অয়ং প্রয়োগঃ, তস্য সিদ্ধসাধনতাপত্তেঃ ? তর্হি অনুব্যবসায়বাদিনং প্রত্যপি অয়ং প্রয়োগঃ ন স্যাদ্ ভাগে সিদ্ধসাধনত্বপ্রসঙ্গাৎ, স্বপ্রকাশবাদিনং প্রতি সিদ্ধসাধনত্বাৎ অপ্রয়োগঃ ইতি মূকীভাব এব স্যাৎ। অথ বিবাদপদেন অনুব্যবসায়স্য ব্যবচ্ছেদাৎ নাস্য ধর্ম্মিভাগতেতি মতিঃ, তথাপি তস্য সাধ্যবিশেষণপ্রসিদ্ধিস্থলত্বেনাভ্যুপগমাদ্ধেতোঃ কেবলব্যতিরেকিত্বাভাবঃ তদবস্থঃ, তদনঙ্গীকারে চ ন বিশেষণপ্রসিদ্ধ্যুপপত্তিঃ। অথ পরং প্রত্যেব তস্য প্রসিদ্ধিস্থলতা, তর্হি তং প্রতি কেবলব্যতিরেকিপ্রয়োগাযোগঃ।১১।

নৈয়ায়িকি, কোন হেতু দ্বারা রজতজ্ঞানে পুরোবর্ত্তী বস্তুবিষয়কত্ব সাধন করিলে তাহার উপর বেদান্তী যদি এইরূপ সিদ্ধসাধনের উদ্ভাবন করেন যে—"অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা যে পুরোবর্ত্তী শুক্ত্যাদিনিষ্ঠ প্রাতিভাসিক রজত, তদ্বিষয়ক "এই রজত" ইত্যাকার জ্ঞান আমরা স্বীকার করিয়াই থাকি—" তাহা হইলে তাহার উত্তরে অন্যথাখ্যাতিবাদী "তোমার মতে অনির্ব্বচনীয় রজতবিষয়কত্ব সিদ্ধ থাকিলেও আমার মতে ত সিদ্ধ নাই" এইরূপ শব্দপ্রয়োগমাত্রদ্বারাই বেদান্তীর উদ্ভাবিত সিদ্ধসাধন দোষ হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধমনোরথ হইবেন।

যদি বল, অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিকে লক্ষ্য করিয়া এই অনুমানের প্রয়োগ করা হয় নাই যে, তাঁহার মতে সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। তাহা হইলে অনুব্যবসায় স্বীকার করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও এই অনুমানপ্রয়োগ করা যায় না; কারণ, একদেশ সিদ্ধসাধন দোষের আপত্তি হয়। জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ যে বলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও অনুমানের প্রয়োগ করিতে পার না; কারণ, তাহার মতেও সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। অতএব এইরূপ অনুমানপ্রয়োগই হইতে পারে না। যদি তোমার এইরূপ অভিমত হয় যে, পক্ষে "বিবাদবিষয়" এইরূপ বিশেষণ দিব, তাহা দ্বারাই অনুব্যবসায়ের ব্যাবৃত্তি হইয়া যায় বলিয়া

অনুব্যবসায়টী পক্ষকোটিতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তাহা হইলেও অনুব্যবসায়টী পক্ষের বিশেষণীভূত সাধ্যের প্রসিদ্ধিস্থল বলিয়া তোমার মতে স্বীকৃত হইয়াছে, এইজন্য এই অনুমানের পূর্ব্বোক্ত কেবলব্যতিরেকিত্বভঙ্গ-প্রসঙ্গরূপ দোষ থাকিয়া যায়। যদি অনুব্যবসায়কে সাধ্যপ্রসিদ্ধির স্থল বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলে সাধ্যপ্রসিদ্ধির কোন স্থল রহিল না। যদি বাদীর জন্যই অনুব্যবসায়কে সাধ্যপ্রসিদ্ধির স্থল বল, তাহা হইলে তাহার জন্য কেবলব্যতিরেকী অনুমানের প্রয়োগ হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ন্যায়রত্নদীপাবলীকার যে স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি থাকিলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইবে, এবং সাধ্যপ্রসিদ্ধ থাকিলে, যেখানে সাধ্য প্রসিদ্ধ সেই স্থলে হেতু থাকায় তাঁহার প্রদর্শিত অনুমানের কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি, যেখানে সাধ্যপ্রসিদ্ধ সেইখানে হেতু না থাকে, তাহা হইলে অসাধারণ অনৈকান্তিকরূপ দোষ হইবে, এবং এই কল্পে পক্ষান্তর্গত অনুব্যবসায় জ্ঞানে সাধ্য সিদ্ধ থাকায় সিদ্ধসাধন দোষও হইবে।

এখন নৈয়ায়িক বলিতেছেন যে,, ইহার উপর যদি বেদান্তী বলেন যে, স্বপ্রকাশবাদীর মতে অনুব্যবসায় নামে কোন জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানই নাই। অতএব অনুব্যবসায়টী পক্ষের অন্তর্গত কি করিয়া হইবে? আর তাহাই যদি না হইল, তাহা হইলে সিদ্ধসাধনই বা কিরূপে হইবে? সুতরাং, উক্ত স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানে, নৈয়ায়িক প্রদর্শিত সিদ্ধসাধন দোষ নাই। উভয়মতেই সাধ্যসিদ্ধি যদি থাকিত, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন দোষ হইত।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী নৈয়ায়িক বলিতেছেন যে, এইরূপ শঙ্কা করা ঠিক নহে। কারণ, অন্যের মতে পক্ষে সাধ্য সিদ্ধ থাকিলেও নিজের মতে সাধ্য সিদ্ধ নাই বলিয়া উক্ত সিদ্ধসাধন দোষের পরিহার করা যায় না। কারণ, যদি এরূপ করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে প্রভাকরমত খণ্ডনের জন্য আমরা যখন অনুমান করি যে, শুক্তিতে রজতভ্রান্তির পর "ইহা রজত" ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা সম্মুখবর্ত্তী যে শুক্তি পদার্থ তদ্বিষয়ক। যেহেতু, রজতার্থী পুরুষের সম্মুখস্থ বস্তুতে নিয়তভাবে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। দেখ, যে জ্ঞান যে বস্তুতে যে বস্তু-অভিলাষীর নিয়মিতভাবে প্রবৃত্তির জনক হয়,

তাহা তদ্বিষয়ক হয়, যেমন উভয়বাদিসিদ্ধ যথার্থরজতজ্ঞান, ইত্যাদি। কিন্তু, আমাদিগের এই অনুমানে বেদান্তী তখন এইরূপ সিদ্ধসাধন দোষের উদ্ভাবন করিয়া থাকেন যে,—"যে রজতজ্ঞানে সামান্যতঃ পুরোবর্ত্তিবস্তুবিষয়কত্বরূপ সাধ্যের সাধন করিতে তুমি (অর্থাৎ নৈয়ায়িক) প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই সাধ্য আমরা (অর্থাৎ বেদান্তিক) পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া থাকি। অর্থাৎ, শুক্তিতে কল্পিত যে মিথ্যা রজত, তাহাও 'পুরোবর্ত্তী বস্তু' শব্দে আমাদের নিকট গৃহীত হইয়াছে, আর রজতজ্ঞানটী তখন তদ্বিষয়ক—ইহা আমারও মতে সিদ্ধ হয়। সুতরাং, ন্যায়মতের উক্ত অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষই হইল।

এতদুত্তরে আমরা (নৈয়ায়িক) বলিয়া থাকি যে, অনির্ব্বচনীয় রজতবস্তু-বিষয়ক রজতজ্ঞানটী তোমার অর্থাৎ বেদান্তমতে সিদ্ধ হইলেও আমার মতে ত তাহা সিদ্ধ নহে, পরন্তু, আমার মতে শুক্তিতে যে রজতভ্রম, তাহা সত্য-শুক্তি ও সত্যরজতের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধবিষয়ক হয়। অর্থাৎ আমাদের মতে পুরোবর্ত্তী শব্দবাচ্য শুক্তিও সত্য, রজতও অন্যত্র থাকে বলিয়া সত্য, কেবল এই দুইটী পদার্থের সম্বন্ধমাত্র কল্পিত হয়। অতএব বেদান্তীর ন্যায় আমার মতে প্রাতিভাসিক রজত নাই। সুতরাং, প্রাতিভাসিক রজত-বিষয়কত্ব উভয়মতসিদ্ধ হয় না বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষ হইবে না, ইত্যাদি।

কিন্তু, এই কথার দ্বারা আমার মতের সিদ্ধসাধন নিবারিত হয় না। অর্থাৎ এই সিদ্ধসাধন দোষবারণের জন্য অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদের কোন রকম খণ্ডন না করিয়া কেবল "নৈয়ায়িক মতে তাহা অসিদ্ধ" এই কথনমাত্রদ্বারা, এবং সেই অনুমানঘটক সাধ্যকোটিতে বেদান্তাভিমত অনির্ব্বচনীয় রজতের ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ না দিয়া "সামান্যরূপে আমরা নৈয়ায়িক সাধ্যসিদ্ধি করিতে যদি প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে নৈয়ায়িক আমরা কোনরূপেই সিদ্ধসাধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না, অর্থাৎ, সর্ব্বত্র সিদ্ধসাধন নিবারণ করিতে হইলে পক্ষ কিংবা সাধ্যমধ্যে কোন একটী বিশেষণ যে দিতে হইবে, তাহা না দিয়া "আমার মতে তুমি যাহা অঙ্গীকার কর তাহা নহে" বলিলে সিদ্ধসাধন নিরাকরণ করা যায় না। ইহাই হইল দৃষ্টান্ত স্থল।

সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও নৈয়ায়িক বেদান্তীকে বলিতেছেন যে, তোমার মতে অনুব্যবসায় জ্ঞান নাই বলিয়াই যে সিদ্ধসাধন হইবে না, তাহা বলা যায় না।

তোমার মতে তাহা থাকুক অথবা নাই থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমার মতে ত তাহা আছে, অতএব তাহার বারণজন্য পক্ষমধ্যেই কোন বিশেষণ দাও, আর তাহা হইলেই ব্যবসায়ের ব্যাবৃত্তি করায় অনুব্যবসায় যে জ্ঞানের প্রকাশক, তাহা সিদ্ধ হইয়া যাইবে; আর সেইজন্য জ্ঞানমাত্রেরই পরপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, ইহার ফলে ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের অভিমত স্বপ্রকাশত্ব আর সিদ্ধ হইবে না। অতএব যেরূপ নৈয়ায়িকোদ্ভাবিত অনুমানে বেদান্তপ্রদর্শিত সিদ্ধসাধন দোষের বারণ নাই, সেইরূপ এই স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানে নৈয়ায়িকোদ্ভাবিত সিদ্ধসাধন দোষের নিবারণ হইল না।

এস্থলে যে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা আবশ্যক।

এই খ্যাতি শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান। ইহা পাঁচপ্রকার যথা—১। আত্মখ্যাতি, ২। অসৎখ্যাতি, ৩। অখ্যাতি, ৪। অন্যথাখ্যাতি, ৫। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি।

১। আত্মখ্যাতিবাদী হইল সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক ও বিজ্ঞানবাদী। ইঁহারা বলেন,—যে পদার্থ যেরূপ ভাসমান হয়, বাধক না থাকিলে সে তদ্রূপই হয়, ইহাই সামান্য নিয়ম। বলবৎ বাধকপ্রত্যয় যদি থাকে, তাহা হইলে ইহার অন্যথা হইবে। আর তাহা হইলে ভ্রমস্থলে ইদংপদার্থ-শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতের যে ভ্রম হয়, তাহাতে যদি একটী বাহ্য রজতের আরোপ স্বীকার করি, তাহা হইলে বাধকজ্ঞানদ্বারা সেই রজত এবং তাহার ধর্ম্ম ইদন্ত্ব উভয়ের বাধ হয় ইহা মানিতে হইবে। তদপেক্ষা সেই রজতকে জ্ঞানরূপ স্বীকার করিয়া কল্পিত ইদংশব্দোক্ত বাহ্যপদার্থের অধ্যাস মানিলেই বাধকদ্বারা কেবল ইদংশব্দোক্ত বাহ্যত্ব মাত্রেরই বাধ মানা হইল, রজতের বাধ মানিবার আবশ্যকতা থাকিল না; আর তাহা হইলে লাঘব হইল। এজন্য আত্মখ্যাতিবাদী, জ্ঞানাকার যে রজত, তাহার বাহ্য যে ইদং পদার্থ, তাহাতে অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম স্বীকার করেন। এস্থলে আত্মা হইল জ্ঞান, তদ্রূপই সেই রজত। যেহেতু, জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয়, বিজ্ঞানবাদীর মতে নাই। যে সব পদার্থ আছে, তাহারা জ্ঞানেরই আকারবিশেষ; অতএব জ্ঞানাকার রজতেরই বাহিরে অধ্যাস সিদ্ধ হয়। যাঁহারা সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক, তাহাদের মতেও বিজ্ঞানবাদীর ন্যায় ভ্রমস্থলে আত্মখ্যাতিই স্বীকৃত হয়। তথাপি ভেদ এই যে, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতে

জ্ঞান হইতে পৃথক্ জ্ঞেয় আছে। বিজ্ঞানবাদীর মতে তাহা নাই। তাঁহাদের মতে অনাদি বাসনাবশতঃ কল্পিত বাহ্যপদার্থই ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতে সত্য-শুক্তিপ্রভৃতি পদার্থই ঐ ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়। আরোপ্য যে রজতাদি, তাহা জ্ঞানাকারই হয়। এই বিষয়ে তিনজনই একমত। ইহাই হইল আত্মখ্যাতি। ইহাকে সৎখ্যাতিও বলা হয়। যেহেতু আরোপ্যটী ইহাদের মতে সত্য।

২। অসৎখ্যাতিবাদী হইল শূন্যবাদী বৌদ্ধ। ইঁহারা বলেন যে, যেমন কল্পনার অধিষ্ঠানভূত বাহ্য শুক্ত্যাদিপদার্থ বিজ্ঞানবাদীর মতে অসৎ, অথচ তাহাতে সত্য জ্ঞানরূপ রজতের ভ্রম হয়, সেইরূপ আমাদের মতে বাহ্য অধিষ্ঠানটীও অসৎ, এবং তাহাতে আরোপ্য যে রজত, তাহাও সত্য নহে। অর্থাৎ, সেই রজত জ্ঞানরূপ হইলেও সেই জ্ঞানটীও কল্পিত অর্থাৎ অসৎ। অতএব অসতের উপর অসতেরই আরোপ হয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয়, ইহাদের মতে দুইই অসৎ। কিন্তু, জ্ঞেয় হইতে জ্ঞানে এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্ব্বজ্ঞানাধীন যে উত্তরজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই যে অধীনতা এস্থলে তাহাই কোন কোন স্থলে জ্ঞানে সত্যতাপ্রয়োগের হেতু হয়। বস্তুতঃ, স্বরূপতঃ সত্যত্ব কুত্রাপি নাই। ইহাদের মতে গগনকুসুমাদি অত্যন্ত অলীক হইলেও তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান স্বীকৃত হয়। ইহাই হইল অসৎখ্যাতি। এইরূপ মাধ্বমতেও আরোপ্য রজত অসৎ, কিন্তু অধিষ্ঠানটী সত্য বলা হয়। অতএব ইহাদিগকে সদুপরক্ত অসৎখ্যাতিবাদী বলা হয়। শূন্যবাদী নিরধিষ্ঠান অসৎখ্যাতিবাদী।

৩। অখ্যাতি হইল প্রভাকরের মত। ইঁহারা ভ্রম বলিয়া কিছুই স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন যে, শুক্তিতে রজতাদি ভ্রমস্থলে সকলেরই প্রথমতঃ 'ইদং' এইরূপ অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান হয়, তাহার পর এই সামান্য অর্থাৎ সাদৃশ্যজ্ঞানজন্য পূর্ব্বানুভূত রজতবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধন হইয়া থাকে। তাহার পর রজতের স্মরণ হয়। তখন শুক্তিতে "এই রজত" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই হইল সর্ব্ববাদিসম্মত ভ্রমের প্রক্রিয়া।

ইহার কারণ এই যে, "এইটী রজত" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞানের জন্য প্রথমে বিশেষণীভূত রজতজ্ঞান আবশ্যক হয়। যেহেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, এবং সেই রজতস্মৃতির জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী সাদৃশ্য বা সামান্যজ্ঞান আবশ্যক।

সুতরাং, 'এইটী রজত' এই ভ্রমের জন্য 'ইদং' এইরূপ একটী প্রত্যক্ষাত্মক এবং 'রজত' এইরূপ একটী স্মরণাত্মকজ্ঞানের আবশ্যকতা হইল। এই দুইটী জ্ঞান-ব্যতীত কখনই ভ্রম হইতে পারে না। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন, এস্থলে প্রাভারকগণ বলেন যে, যখন এই দুইটী জ্ঞান স্বীকার সকলকেই করিতে হইল, তখন এতজ্জ্ঞানদ্বয়জন্য তৃতীয় একটী অপর-বাদিসম্মত ভ্রমাত্মক বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকারের প্রয়োজন কি? সেই বিশিষ্ট জ্ঞান-দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ রজতগ্রহণপ্রবৃত্তি, এই রজত—ইত্যাকার শব্দপ্রয়োগরূপ ব্যবহার প্রভৃতি, এই জ্ঞানদ্বয়দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হইবে। যদি বল, এই দুইটী অসম্বদ্ধ জ্ঞান একজনের থাকিলে ত সে ব্যক্তি ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। তাহার উত্তর এই যে, যখন তোমার মতে ভ্রম হয়, তখন শুক্তি ও রজতের এবং শুক্তিজ্ঞান ও রজতজ্ঞানের দোষবশতঃ ভেদজ্ঞান হয় না, আমার মতেও তদ্রূপ দোষবশতঃই ভেদজ্ঞান হয় না। সত্য-রজতজ্ঞানের সহিত এই জ্ঞানদ্বয়ের সাদৃশ্যই এই যে, ইহাদের ভেদ গৃহীত হয় না। অতএব সেই সত্যরজতজ্ঞানের মত এই জ্ঞানদ্বয় হইতেও প্রবৃত্তি ও ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে। তুমি যেখানে ইদংজ্ঞান, রজতস্মরণ এবং তাহাদের ভেদাগ্রহপ্রযুক্ত তৃতীয় বিশিষ্টজ্ঞানরূপ ভ্রম স্বীকার করিয়া প্রবৃত্তি হয় বল, আমি সেখানে ইদংজ্ঞান, রজতস্মরণ এবং তাহাদের ভেদাগ্রহপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি হয় বলিয়া থাকি। অর্থাৎ, আমি বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করি না। এখন ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে এই জ্ঞানদ্বয় সত্য বলিয়া স্থির হইল ভ্রম নামে কিছুই নাই। আর এইজন্য ইহাদের অপর নাম সৎখ্যাতিবাদী বলা হয়।

৪। অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণ। ইঁহারা বলেন যে, চেতনের ব্যবহার জ্ঞানপূর্ব্বক হয়। শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে তৃতীয় একটী বিশিষ্টজ্ঞান হয়। ইহার আকার—ইদং রজতম্। ইদংটী হয় বিশেষ্য, এবং তাদাত্ম্যটী হয় সম্বন্ধ, এবং রজতটী হয় প্রকার। ইহা যদি না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে রজতার্থী পুরুষের প্রবৃত্তি, প্রভাকরমতোক্ত কেবল 'ভেদাগ্রহ মাত্রজন্য' হইতে পারে না। কারণ, লোকের যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা ইচ্ছাজন্য। ইচ্ছা আবার বস্তু-জ্ঞানজন্য। কোন কিছুর অভাব হইতে ইচ্ছা হয় না। যাহার জন্য ইচ্ছা হইবে, তাহার জ্ঞানই ইচ্ছার কারণ হয়।

প্রকৃতস্থলে রজতার্থী পুরুষের পুরোবর্ত্তী বস্তু যে শুক্তি, তাহা গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রবৃত্তির কারণ, সেই বস্তুর গ্রহণেচ্ছা। সেই ইচ্ছা তাহার তখনই হয়, যখন সে শুক্তিকে রজত বলিয়া জানে। অতএব তৃতীয় একটী বিশিষ্টজ্ঞানই তাহার প্রবৃত্তির কারণ হয়। ইহাই হইল অন্যথাখ্যাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত অনুমানের বীজ। ইহাকেও সৎখ্যাতিবাদীর মধ্যে গণ্য করা হয়। কারণ, ইহার মতে আরোপ্য রজতাদি দেশান্তরে সত্যরূপে বিদ্যমান থাকে এবং অধিষ্ঠানও সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

ফলতঃ দেখা গেল আত্মখ্যাতি, অখ্যাতি এবং অন্যথাখ্যাতি এই তিনটী খ্যাতিই সৎখ্যাতির প্রকারভেদ। কিন্তু, রামানুজাচার্য্যমতে আর একটী সৎখ্যাতি আছে। তাঁহার সৎখ্যাতির অর্থ—অখ্যাতিবাদীর মত সকল ভ্রমস্থলে জ্ঞানদ্বয়ই থাকে। তাহাদের বিষয় সৎ। বৈলক্ষণ্য এই যে, শুক্তিতেও রজতের অংশ থাকে বলিয়াই তাহাতে রজতজ্ঞান হয়। যদি বল, তাহা হইলে ইহার মতে ভ্রম বলিয়া কি কিছুই নাই। তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে, ভ্রম জ্ঞান নাই, কিন্তু জ্ঞানের ভ্রমত্ব ব্যবহার আছে। শুক্তিতে রজতের অংশ অল্প আছে সেজন্য, তাহাতে রজতব্যবহার হয়, এজন্য তথায় রজতজ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিয়া ব্যবহার হয়; এবং রজতে রজতাংশ বহু থাকে, এজন্য তাহাতে রজত বলিয়া ব্যবহারের বাধা হয় না। ইহার কারণ পঞ্চীকরণ। পঞ্চীকরণ অনুসারে সকল ভূতেই সকল ভূতের অংশ আছে। সুতরাং, ইহাঁদের সৎখ্যাতিবাদ পূর্ব্বোক্ত সৎখ্যাতিবাদ হইতে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ।

৫। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি অদ্বৈত বৈদান্তিকের মত। ইহাঁরা বলেন যে, শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়রজতবিষয়ক, অর্থাৎ সেই রজত সৎও নহে, অসৎও নহে। কারণ, সৎ বলিলে তাহার বাধ হইবে না, অর্থাৎ "নেদং রজতম্" এই জ্ঞানদ্বারা রজতের নিষেধ হইবে না। কারণ, সৎপদার্থ আত্মা কোনকালে কোন জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয় না। যদি অসৎ বল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রতীত হইবে না। কারণ, শশশৃঙ্গাদিরূপ যে অসৎ পদার্থ, তাহাদের কখনও প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। সুতরাং, ইহা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অসৎ নহে, এবং বাধিত হয় বলিয়া ইহা সৎও নহে। তদ্রূপ ইহাকে সদসৎ-রূপও বলা যায় না। কারণ, একই বস্তু পরস্পরবিরুদ্ধ উভয়রূপ হইতে

পারে না। পরিশেষে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে ইহা অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ এই যে, সদ্রূপে অথবা অসদ্রূপে কিংবা সদসদ্রূপে তাহাকে নির্ব্বচন করা যায় না। অনির্ব্বচনীয় অর্থ এরূপ নহে যে, তাহা কোন শব্দেরই বাচ্য নহে, অর্থাৎ শব্দদ্বারা তাহা নির্ব্বচন করা যায় না এরূপ নহে। কারণ, অনির্ব্বচনীয়শব্দদ্বারাই ত তাহার নির্ব্বচন হয়।

এখন দেখ, নৈয়ায়িকের যে অন্যথাখ্যাতিবাদটী পূর্ব্বোক্ত সকল বাদকেই নিরস্ত করিলেন, সেই অন্যথাখ্যাতিও ঠিক নহে। কারণ, তাহাদের মতে একটী নিয়ম আছে যে, প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষটী কারণ। শুক্তিতে প্রতিভাসমান রজতের দেশান্তরে সত্তা স্বীকার করিলে শুক্তিতে তাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, দেশান্তরস্থ রজতের সহিত চক্ষুর কোন সম্বন্ধ নাই। চক্ষুর সন্নিকর্ষ শুক্তির সহিত হয়। আর সম্বন্ধ না থাকিলে কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে না। কিন্তু, নৈয়ায়িকগণ এই ভ্রমস্থলে আরোপ্য রজতাদির প্রত্যক্ষ উপপত্তি কবিবার জন্যই লৌকিক ষড়্‌বিধ সন্নিকর্ষাতিরিক্ত একটী 'অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ' স্বীকার করেন। অর্থাৎ, যাঁহারা ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন তাঁহাদের সকলেরই মতে ভ্রমজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে আরোপ্যের স্মরণাত্মক জ্ঞান হওয়াই চাই। সেই জ্ঞানের বিষয় হয় রজত। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে চক্ষুর সহিত দেশান্তরস্থিত রজতের যে সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল, তাহা স্বসংযুক্ত-মনঃসংযুক্ত-আত্মসমবেত জ্ঞান-বিষয়ত্ব। এস্থলে স্ব হইল চক্ষুঃ, তৎসংযুক্ত হইল মনঃ, তৎসংযুক্ত হইল আত্মা, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে স্মরণাত্মক রজতের জ্ঞান বিদ্যমান আছে, সেই জ্ঞানের বিষয় হইল রজত। অতএব চক্ষুর দ্বারা স্বসংযুক্ত-মনঃসংযুক্ত-আত্ম-সমবেত-জ্ঞানবিষয়ত্বরূপ পরম্পরারূপ অলৌকিক সম্বন্ধদ্বারা নৈয়ায়িকগণ শুক্তিতে রজতপ্রত্যক্ষের উপপত্তি করেন। ইহা কিন্তু, ঠিক হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ এইরূপ অলৌকিক একটা সম্বন্ধ কল্পনা করা গৌরবদোষ। ইহা নৈয়ায়িক চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি বিস্তৃতভাবে সামান্যলক্ষণা প্রভৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন। তাহার পর, জ্ঞানসম্বন্ধকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষসামগ্রীর মধ্যে প্রবেশ করাইলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে; কারণ, সর্ব্বত্র অনুমানের পূর্ব্বে সাধ্যের জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞান থাকিলেই সাধ্যের প্রত্যক্ষ

সামগ্রী আছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষসামগ্রী ও অনুমিতিসামগ্রীর মধ্যে প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবতী হওয়ায় অনুমিতিই হইবে না, প্রত্যক্ষই হইবে। এজন্য জ্ঞানকে সম্বন্ধরূপ কল্পনা করা ঠিক নহে।

তাহার পর, যদি জ্ঞানের কোনরূপেও সম্বন্ধত্ব সিদ্ধ কর, এবং তাহার বলে অলৌকিক সন্নিকর্ষ সিদ্ধ কর, এবং তৎপরে রজতপ্রত্যক্ষের উপপত্তিও কর, তাহা হইলে দেশান্তরে কোনপ্রকারে রজতের সত্তা সিদ্ধ হইবেই, পরন্তু শুক্তির সহিত সেই রজতের যে একটী সম্বন্ধ, যাহাকে তাদাত্ম্য নামে অভিহিত করা হয়, সেই সম্বন্ধটী যে অসৎ, অর্থাৎ মিথ্যা,তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও রজতের সহিত রজতের তাদাত্ম্য, নৈয়ায়িক স্বীকার করেন, কিন্তু বেদান্তিগণ এইরূপ তাদাত্ম্যের সম্বন্ধত্ব স্বীকার করেন না; কারণ, সম্বন্ধ দুই পদার্থেরই হয়, নিজেই নিজের সম্বন্ধ অসম্ভব। কিন্তু, ইহা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিলেও সেই রজতপ্রতিযোগিকতাদাত্ম্যতে শুক্ত্যনুযোগিকত্ব, অথবা শুক্ত্যনুযোগিকতাদাত্ম্যে রজতপ্রতিযোগিকত্বও বাস্তব নাই বলিতে হইবে, অথচ তাহার প্রতীতি হইয়াই থাকে। অতএব সেই তাদাত্ম্যের স্বরূপতঃ সত্ত্ব কোনরূপে সাধন করিলেও সেই তাদাত্ম্যের সহিত শুক্তির যে একটা প্রতি-যোগিতা বা অনুযোগিতারূপ সম্বন্ধ, তাহা ত মিথ্যা হইবেই। আর ইহাকে যদি মিথ্যা বলা আবশ্যক হইল,তাহা হইলে রজতকে মিথ্যা বলিতে ক্ষতি কি? বরং ইহাতে কল্পনাগৌরব দোষ হয় না। তাহার পর এই সম্বন্ধটী যে মিথ্যা, তাহা বাচস্পতি মিশ্র নিজেই ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকাতে স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির টীকায় ব্রহ্মানন্দ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অতএব অন্যথাখ্যাতিমতে সকলই সৎ বলিয়া সিদ্ধ হইলেও সম্বন্ধমধ্যে মিথ্যাত্ব থাকিল, আর তাহার ফলে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদটীই স্থিরীকৃত হইল —বলিতে হইবে।

আর রামানুজমতে যে সৎখ্যাতির কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে; কারণ, শুক্তিতে রজতাংশ যদি থাকে, তাহা হইলে শুক্তি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে রজতবৎ দ্রব কেন হয় না। যদি বল তাহা হয়, তাহা হইলে বল দেখি, শুক্তিতে রজতজ্ঞানের কোন্ অংশে বাধা হয়? রজত তাহাতে থাকেই, অতএব রজতের বাধ বলাই যায় না। ব্যবহারের বাধ হয়, যদি বল, তাহাও

উক্ত অনুমানে সাধ্যনির্ব্বচন খণ্ডন।

কিং চ ব্যবহারহেতুত্বস্য প্রকাশবিশেষণতায়াং কৈবল্যে তদভাবাৎ স্বয়ংপ্রকাশতাভাবঃ। ব্যবহারহেতুত্বযোগ্যতায়াং চ স্বরূপাতিরিক্তায়াং স এব দোষঃ। অথ তদুপলক্ষিতপ্রকাশাত্মত্বমেব সাধ্যং তথাপি উপ-লক্ষিতত্বস্য সাধ্যান্তর্ভাবে স এব দোষঃ, অনন্তর্ভাবে চ প্রকাশস্বরূপতায়া এব সাধ্যত্বাৎ তস্যাশ্চ অন্যত্রাপি সিদ্ধত্বাৎ ন কেবলব্যতিরেক্যনুমানা-বকাশঃ। ১২

হয় না; কারণ, তাহাতে রজত যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে রজত শব্দে অভিহিত করিলে কে বাধা দিতে পারে? এবং প্রবৃত্তির বাধাও হইতে পারে না। কারণ, সেরূপ প্রবৃত্তি হইলে রজতলাভই ত হয়। অতএব এই মতে বাধকজ্ঞানটী নির্ব্বিষয় হয়।

আর যদি বল, অল্পত্ব-ভূয়স্ত্বনিবন্ধন ভ্রমত্বপ্রমাত্ব-ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ শুক্ত্যংশের ভূয়স্ত্বনিবন্ধন বাধজ্ঞানের ব্যবস্থা হইবে, তাহা হইলে তাহাতে ফলগত কোন ভেদ হইল না। অর্থাৎ, অধিক রজতপ্রাপ্তির ইচ্ছাতে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে ইচ্ছানুরূপ রজতবস্তু লাভ হইল না বলিয়া কি সেই প্রবৃত্তি নিষ্ফল হইবে? কিংবা সেই রজতজ্ঞান ভ্রম হইবে! কখনই নহে। আর এই প্রবৃত্তিকে যেমন বাধিতও বলা যায় না, তদ্রূপ, ভ্রমস্থলে অল্প রজাতাংশজ্ঞান এবং তজ্জন্য প্রবৃত্তিও বাধিত হয় না। অতএব রজতাংশের কল্পনা করিয়া জ্ঞানের যথার্থত্ব স্বীকার এবং অল্পত্ব-ভূয়স্ত্ব-নিবন্ধন বাধের ব্যস্থাপন করা অনুভববিরুদ্ধ কথা হইয়া উঠে। অগত্যা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই সঙ্গত বলিতে হইবে।

ইহাই হইল খ্যাতিপঞ্চকের পরিচয়। এখন পূর্ব্বপ্রকৃত কথা যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে জানিতে পারা গেল যে, স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানে নৈয়ায়িকোদ্ভাবিত সিদ্ধসাধন দোষের নিবারণ হইল না, ইত্যাদি।

এইবার দেখা যাউক, এই সম্বন্ধে আরও কি দোষ ঘটিতে পারে।

অনুবাদ।—আরও ব্যবহারহেতুত্বটী প্রকাশপদার্থের বিশেষণ বলিলে কৈবল্যদশাতে তাহা নাই বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশত্ব থাকিবে না, আর ব্যবহার-

হেতুত্ব শব্দের দ্বারা ব্যবহারহেতুত্বযোগ্যতা বিবক্ষিত হইলে সেই যোগ্যতা স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বলিলেও সেই দোষ হয়। যদি ব্যবহারহেতুত্ব দ্বারা উপলক্ষিত যে প্রকাশ, তাহার স্বরূপত্বকে সাধ্য করা হয়,তথাপি সেই উপলক্ষিতত্ব সাধ্যকোটিতে বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট হইলে পুনর্ব্বার সেই দোষ হয়। আর সাধ্যকোটিতে বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট না করিয়া উপলক্ষণ যদি বলা হয়, তাহা হইলে প্রকাশস্বরূপত্বই সাধ্য হইবে। সেই সাধ্য অনুব্যবসায়াদিতে পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে বলিয়া কেবলব্যতিরেকী অনুমানের আর অবসর থাকে না।১২

তাৎপর্য্য :—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ন্যায়রত্নদীপাবলীকার-প্রদর্শিত স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানে সাধ্যের জ্ঞান পূর্ব্বে আছে বলিলে, যেখানে সাধ্যের জ্ঞান আছে, সেস্থলে হেতু থাকিলে কেবলব্যতিরেকিত্ব হইতে পারে না। আর হেতু যদি সেইস্থলে না থাকে, তাহা হইলে হেতু অসাধারণ-অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাস দোষদুষ্ট হইবে। আর হেতু যদি থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। আর সাধ্যের জ্ঞান নাই, যদি বল, তাহা হইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইবে। অতএব কোনপ্রকারেই স্বপ্রকাশত্বের অনুমান সিদ্ধ হয় না, ইত্যাদি।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী নৈয়ায়িক, বেদান্তীর অভিমত সাধ্যের নির্ব্বচন যে হইতে পারে না, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে স্বব্যবহারহেতু-প্রকাশত্বরূপ স্বপ্রকাশত্বের পঞ্চম লক্ষণে ব্যবহারহেতুত্বকে বিশেষণ কিংবা উপলক্ষণ বলিলে যতগুলি দোষ প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেইসকল দোষ এস্থলেও হইতেছে—বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বরূপ সাধ্য কোটিতে প্রকাশাংশে যে ব্যবহারকারণত্ব রহিয়াছে, তাহা সেই প্রকাশাংশে বিশেষণ অথবা উপলক্ষণ কিছুই হইতে পারে না। যদি ব্যবহারহেতুত্বকে প্রকাশাংশের বিশেষণ বল, তাহা হইলে মোক্ষকালে বর্ত্তমান জ্ঞানস্বরূপে তোমার অভিমত এই সাধ্যটী থাকিল না। কারণ, অনুভূতিব্যবহারহেতু এই শব্দের অর্থ—জ্ঞানবিষয়ক যে ব্যবহার, অর্থাৎ শব্দপ্রয়োগ, অথবা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি, তাহার কারণ। এখন মোক্ষদশাতে যে জ্ঞানরূপ প্রকাশ পদার্থটী থাকে, তাহার দ্বারা তৎকালে নিজের কোনরূপই ব্যবহার হয় না। যদি তাহা হয়, তবে বেদান্তীর অভিমত মোক্ষই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ইহার

কারণ, বেদান্তীর মতে মোক্ষে কোন ব্যবহার নাই। অতএব ব্যবহারকারণত্বকে প্রকাশাংশে বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট করিলে মোক্ষকালে সাধ্যটী পক্ষে থাকে না, অর্থাৎ বাধ নামক হেত্বাভাস হইয়া উঠে। এই অনুমানদ্বারা জ্ঞানে সার্ব্বকালিক স্বপ্রকাশত্বের সাধন করাই অভীষ্ট। কোন কালবিশেষে যদি সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহা সার্ব্বকালিক হইতে পারে না। অতএব উক্ত দোষটী অনিবার্য্য হইয়াই থাকে।

এখন পূর্ব্বপক্ষী নৈয়ায়িক বেদান্তীকে বলিতেছেন—এইজন্য যদি বল যে, ব্যবহারকারণত্বটী ফলোপধায়করূপে কারণত্ব নহে, অর্থাৎ ইহার দ্বারা কোন ফল উৎপন্ন হয়—এরূপ ইহার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ইহার অর্থ "ব্যবহারস্বরূপযোগ্যত্ব" অর্থাৎ মোক্ষদশাতে ইহা ব্যবহার উৎপাদন না করিলেও ইহার ব্যবহারযোগ্যতা আছে, ইত্যাদি; অতএব ব্যবহারকারণত্বঘটিত সাধ্যটী তখন পক্ষে না থাকিলেও, কোন দোষ নাই। আমার অভিপ্রেত যে ব্যবহারস্বরূপযোগ্যপ্রকাশরূপত্বরূপ সাধ্য, সেই সাধ্য পক্ষে সর্ব্বদাই থাকে, সুতরাং মোক্ষদশাতেও তাহা থাকিবে, অতএব কোন প্রকার দোষ হইতেছে না। অর্থাৎ এস্থলে হেতু শব্দের অর্থ যোগ্যত্ব এবং তাহা উপলক্ষণস্বরূপ, বিশেষণ নহে বুঝিতে হইবে—ইত্যাদি।

নৈয়ায়িক, বেদান্তীর এইরূপ উত্তর আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, এই যোগ্যতাপদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন?

যদি বল, ভিন্ন, তাহা হইলে তাহা বিশেষণ কিংবা উপলক্ষণ? যদি ভিন্ন অথচ বিশেষণ বল, তাহা হইলে পুনরায় সেই মোক্ষকালে জ্ঞানে স্বরূপাতিরিক্ত যোগ্যত্বরূপ ধর্ম্ম বিশেষণরূপে না থাকায় সাধ্য থাকিবে না। আর যদি অভিন্ন অথচ উপলক্ষণ বল, তাহা হইলে এই অর্থ সিদ্ধ হয় যে, 'অনুভূতিব্যবহারযোগ্যস্বরূপ যে প্রকাশ' কিংবা 'অনুভূতিব্যবহারহেতুত্বোপলক্ষিত যে প্রকাশ' তদ্রূপত্বই সাধ্য। আর তাহা হইলে এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ উপলক্ষিতত্বটী বিশেষণ কিংবা উপলক্ষণ? যদি বল বিশেষণ? তাহা হইলে সেই পূর্ব্বোক্ত দোষটীই হইল। আর যদি উপলক্ষণ বল, এবং ব্যবহারহেতুত্বযোগ্যত্বটী প্রকাশের স্বরূপ হইবে বল, তাহা হইলে কেবল প্রকাশাত্মকই সাধ্য হইল, অর্থাৎ অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশ এবং প্রকাশ এই শব্দদ্বয়ের অর্থ-

প্রাচীনগণের অনুমানেও পূর্ব্বোক্ত দোষ প্রদর্শন।

এতেন 'অনুভূতিঃ অনুভাব্যা ন ভবতি, অনুভূতিত্বাৎ' ইত্যাদি প্রয়োগঃ অপি পরাস্তঃ, তত্রাপি অপ্রসিদ্ধবিশেষণতায়া দুষ্পরিহরত্বাৎ। 'জ্ঞানং বেদ্যং বস্তুত্বাৎ, ঘটবৎ' ইতি প্রতিপ্রয়োগসম্ভাবাচ্চ। ন চ হেত্বসিদ্ধিঃ সত্তাধিকরণত্বলক্ষণবস্তুত্বস্য অবধীরিতকল্পিতাকল্পিতবিশেষস্য অনুভূতিত্বাদিবৎ হেতুত্বোপপত্তেঃ। ১৩

ভেদ কিছুই হইল না। অতএব এতাদৃশ প্রকাশাত্মকত্ব সাধন করিতে যাইলে পূর্ব্বেই এই সাধ্য সিদ্ধ আছে বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষ হইল, এবং কেবল-ব্যতিরেকিত্বের ভঙ্গও হইল। সুতরাং, সাধ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট বিশেষণের কোন অর্থই পাওয়া গেল না। আর তজ্জন্য তদ্ঘটিত সাধ্যের নির্ব্বচনই হইল না। অর্থাৎ বেদান্তীর উক্ত অনুমানটী নৈয়ায়িকের চক্ষে নির্দ্দোষ হইল না।

এইবার এইসকল দোষ প্রাচীনগণের স্বপ্রকাশত্বসাধক অন্য অনুমানেও যে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

অনুবাদ।—অনুভূতি অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞানান্তরের বিষয় হইতে পারে না, যেহেতু "তাহা জ্ঞান" ইত্যাদি অনুমানগুলিও পূর্ব্বোক্ত দূষণদ্বারা নিরস্ত হইল। কারণ, তাহাতেও অপ্রসিদ্ধবিশেষণতারূপ দোষের পরিহার হইতে পারে না। জ্ঞানটী বেদ্য, যেহেতু বস্তু, যেমন ঘট, ইত্যাদি বিরুদ্ধ অনুমান দ্বারা সৎপ্রতিপক্ষও হইবে। জ্ঞানরূপ পক্ষে বস্তুত্বরূপ হেতু নাই, এরূপ শঙ্কাও করা উচিত নহে; কারণ, সত্তাধিকরণত্বরূপ যে বস্তুত্ব, তাহা কল্পিত কিংবা অকল্পিত ইত্যাদি বিশেষের পরিত্যাগ করিয়া অনুভূতিত্বাদির ন্যায় বস্তুত্বেরও হেতুত্ব উপপন্ন হইতে পারে। ১৩

তাৎপর্য্য।—প্রাচীনগণ জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধনের জন্য অন্য-রূপে অনুমানপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, যথা—

অনুভূতি—অনুভবের বিষয় নহে।
যেহেতু—অনুভূতিত্ব তাহাতে আছে।
যেমন, যাহা অনুভবের বিষয় হয়, তাহা
অনুভূতি হয় না, যথা—ঘটাদি।

এই অনুমানের বিরুদ্ধে এখন নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমানে যে সকল দোষ হইয়াছিল, এই অনুমানেও সেই সকল দোষ হইয়া থাকে। কারণ, এস্থলেও প্রথমতঃ এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অনুভব-বিষয়ত্বাভাবরূপ সাধ্যের প্রসিদ্ধি আছে, কিংবা নাই?

যদি বল—প্রসিদ্ধি আছে, তাহা হইলে যেস্থলে তাহার প্রসিদ্ধি থাকিবে, সেস্থলে হেতু থাকিলে, কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর হেতু যদি না থাকে, তাহা হইলে অসাধারণ-অনৈকান্তিকরূপ হেত্বাভাস হইবে।

আর যদি বল প্রসিদ্ধি নাই, তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষ ঘটিবে।

তাহার পর দেখ, এইসকল পূর্ব্বোক্ত দোষ ভিন্ন অন্য দোষও আছে। কারণ, এই অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ নামক আর একটী হেত্বাভাস দেখা যাইবে। যেহেতু প্রতিবাদী ইহার বিরুদ্ধে অনুমান করিতে পারেন, যথা—

অনুভূতি—অনুভবের বিষয়।

যেহেতু—তাহাতে বস্তুত্ব আছে।

যেমন, যাহা বস্তু তাহা অনুভবের বিষয় হয়,

যথা—ঘটাদি———ইত্যাদি।

এখন যদি এই সৎপ্রতিপক্ষানুমানের উপর শঙ্কা করা যায় যে, বস্তুত্বরূপ হেতুটী কি কাল্পনিক অথবা বাস্তব?

যদি বল—কাল্পনিক, তাহা হইলে বলিব—মিথ্যা হেতুর দ্বারা যথার্থ সাধ্যের সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? আরও ইহা উভয়বাদিসিদ্ধ হেতুই হয় না।

আর যদি বল—বাস্তব, তাহা হইলে বলিব যে, তাহা বেদান্তীর অনভীষ্ট। কারণ, অদ্বৈতমতে জ্ঞান ভিন্ন কোন পারমার্থিক বস্তুই নাই, এবং জ্ঞানের কোন ধর্ম্মও নাই। এখানে জ্ঞানের পারমার্থিক ধর্ম্ম বস্তুত্ব আসায় উহা অদ্বৈতবাদের বিরোধী হইল। অতএব এই বস্তুত্বরূপ হেতুটী অসিদ্ধ হইতেছে, আর তাহার ফলে সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানটী দুষ্ট হইয়া গেল।

কিন্তু, তাহা হইলে তাহার উত্তরে নৈয়ায়িক বলিবেন যে, আমিও তোমার অনুমানের হেতুতে এরূপ দোষোদ্ভাবন করিতে পারি। কারণ, তুমি স্বপ্রকাশত্ব-সাধনার্থ যে অনুভূতিত্বকে হেতু করিয়াছ, সেই অনুভূতিত্ব কি কাল্পনিক, কিংবা পারমার্থিক?

নৈয়ায়িকপ্রদর্শিত সৎপ্রতিপক্ষানুমানে দোষ ও তাহার খণ্ডন।

নন্বু কিমিদং সাধ্যমানং বেদ্যত্বং বাস্তবম্, উত অবাস্তবম্, আহো-স্বিৎ ব্যাবহারিকম্, অথবা সাধারণম্? আদ্যে সাধ্যবিকলং নিদর্শনম্, ইতরেষু সিদ্ধসাধনত্বম্—ইতি চেৎ, মৈবম্। ঘটাদেরিব ব্যাবহারিক-প্রমাণসিদ্ধবেদ্যতাপাদনে অপি স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ। কিংচ অনুভূতিপদং স্বগোচরগোচরজ্ঞানজন্যং পদত্বাৎ কুম্ভপদবৎ। ১৪

যদি বল—কাল্পনিক, তাহা হইলে মিথ্যা হেতুদ্বারা যথার্থসাধ্যসিদ্ধি কিরূপে হইবে? আরও ইহা উভয়বাদিসিদ্ধ হেতুই হয় না।

যদি বল—উহা যথার্থ, তাহা হইলে তোমারই মতের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। কারণ, তোমার মতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই পারমার্থিক নহে; আর জ্ঞানের ধর্ম্মও নাই। সুতরাং, তুমি-বেদান্তীর অনুমানে হেতুর যে দোষ হইল, আমি-নৈয়ায়িকের অনুমানের হেতুরও সেই দোষ হইল। উভয় পক্ষের দোষের সমতানিবন্ধন সৎপ্রতিপক্ষই স্থির থাকিল। আর যদি তুমি এই দোষের উদ্ধার অন্যপ্রকারে কর, অর্থাৎ "আমি কাল্পনিক অথবা পারমার্থিক ইত্যাদি বিশেষের বিবক্ষা না করিয়া কেবল অনুভূতিত্বকে হেতু বলিব, অতএব দোষ হইবে না" ইত্যাদি প্রকার উত্তরপ্রদান কর, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ করিতে পারিব না কেন? অতএব সৎপ্রতিপক্ষদোষটী কোন মতেই নিবারিত হইল না—বলিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাচীনগণের স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানও যে দুষ্ট, তাহাই প্রমাণিত হইল।

এইবার নৈয়ায়িক নিজ সৎপ্রতিপক্ষানুমানে গঙ্গাপুরী ভট্টারক নামক বেদান্তীর উদ্ভাবিত সাধ্যের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার পরিহার করিতেছেন।

অনুবাদ:—আচ্ছা, এই সৎপ্রতিপক্ষানুমানে সাধনীয় যে বেদ্যত্ব, তাহা বাস্তব কি অবাস্তব, অথবা ব্যাবহারিক কিংবা সাধারণ? প্রথমপক্ষে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে। ইতরপক্ষে সিদ্ধসাধন দোষ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। ঘটাদির ন্যায় ব্যাবহারিক প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ বেদ্যত্বের আপাদন করিলেও স্বপ্রকাশত্বের সিদ্ধি হইতে পারে না। আরও, অনুভূতি এই পদটী

স্বপ্রতিপাদ্যবিষয়কজ্ঞানজন্ম, যেহেতু তাহা পদ, যেমন কুম্ভপদ, এই অনুমান দ্বারাও (সৎপ্রতিপক্ষ হইতে পারে)। ১৪

তাৎপর্য্য।—এইবার নৈয়ায়িক নিজপ্রদর্শিত সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের উপর গঙ্গাপুরী ভট্টারক বেদান্তীর উদ্ভাবিত সাধ্যের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার পরিহার করিতেছেন।

নৈয়ায়িক, বেদান্তীর অভিমত স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানের বিরুদ্ধে যে সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা—

অনুভূতি—অনুভবের বিষয়,

যেহেতু—তাহাতে বস্তুত্ব আছে,

যেমন, যাহা বস্তু তাহা অনুভবের বিষয়, যথা—ঘটাদি।

এখানে দেখ, সাধ্য হইতেছে অনুভববিষয়ত্ব অর্থাৎ বেদ্যত্ব, এবং হেতু হইতেছে বস্তুত্ব।

এখন গঙ্গাপুরী ভট্টারক নৈয়ায়িককে বলিতেছেন যে, এই সাধ্যটী তুমি কিরূপে সাধন করিতেছ? বাস্তব যে বেদ্যত্ব, তাহাই কি তুমি সাধন করিতেছ? কিংবা যাহা অবাস্তব অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বেদ্যত্ব, তাহাই সাধন করিতেছে? কিংবা যে বেদ্যত্ব ব্যাবহারিক, অর্থাৎ ব্যবহারকালে যাহার বাধ নাই, সেইরূপ বেদ্যত্ব সাধন করিতেছে, অথবা বাস্তবত্ব, অবাস্তবত্ব ও ব্যাবহারিকত্ব প্রভৃতি বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণভাবে কোন বেদ্যত্বের সাধন করিতেছ?

এখন যদি বল—আমি বাস্তবিক বেদ্যত্ব সাধন করিতেছি, তাহা হইলে দেখিবে দৃষ্টান্তে সাধ্য নাই। কারণ, তোমার দৃষ্টান্ত হইতেছে—ঘটাদি। তাহাতে বাস্তব বেদ্যত্ব আছে—ইহা আমরা বৈদান্তিক স্বীকার করি না। অতএব সাধ্যবৈকল্যরূপ দোষ হইল। দৃষ্টান্তে সাধ্য না থাকাই সাধ্যবৈকল্য দোষ। অতএব তোমার বাস্তব বেদ্যত্বটী সাধন করা যায় না।

আর যদি বল—অবাস্তব বেদ্যত্ব, অথবা প্রাতিভাসিক বেদ্যত্ব, কিংবা সর্ব্বসাধারণ বেদ্যত্ব সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহা আমরাও স্বীকার করি বলিয়া তোমার অনুমানে আমাদের দৃষ্টিতে সিদ্ধসাধন দোষ হইল। কারণ, আমরা জ্ঞানকে অবেদ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও এইরূপ অবাস্তব বা

প্রাতিভাসিক অথবা সর্ব্বসাধারণ বেদ্যত্ব তাহাতে আছে বলিয়া স্বীকার করি। অতএব নৈয়ায়িকের প্রদর্শিত উক্ত সৎপ্রতিপক্ষানুমানে দোষই ঘটিতেছে, আর, তজ্জন্য অস্মৎপ্রদর্শিত অনুমানটীই নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই হইল নৈয়ায়িকের বিরুদ্ধে গঙ্গাপুরী ভট্টারকের বক্তব্য।

এতদুত্তরে নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গাপুরী ভট্টারকের উক্ত দোষ-প্রদর্শন অসঙ্গত। কারণ, ব্যাবহারিক বেদ্যত্ব সাধন করিলেও সিদ্ধসাধন দোষ হইতে পারে না, এবং তোমার অনুমানভঙ্গ হয়। যেহেতু, ঘটাদিতে ব্যাবহারিক বেদ্যত্ব যেরূপ আছে, সেইরূপ জ্ঞানেও ব্যাবহারিক বেদ্যত্ব আপাদন করিলে স্বপ্রকাশত্বসিদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ তোমার মতই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং সিদ্ধসাধন হয় না। অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় অনুভূতিতেও ব্যাবহারিক বেদ্যত্ব তুমি স্বীকার করিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে নৈয়ায়িকের ন্যায় জ্ঞানকে ঘটাদির মত জড় বলিয়া স্বীকার করিলেও অর্থের প্রকাশ সিদ্ধ হইলে, সেই ঘটাদিপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তি উদ্ভাবিত করিবার আর অবসর থাকে না, এবং নৈয়ায়িকমতে যাহা কিছু জ্ঞানের জড়ত্বপ্রযুক্ত-দূষণ আসিবে, তাহাও তোমার মতে আসিতে পারিবে। যদি বল, নৈয়ায়িকাদির স্বীকৃত জড়ত্বের সমারোপ আমরাও জ্ঞানে স্বীকার করি, অতএব জ্ঞানেরও ব্যাবহারিক বেদ্যত্ব আমার মতেও আছেই, তাহা হইলে সেই আরোপিত বেদ্যত্ব শুক্তিরজতাদির ন্যায় ব্যবহারের যোগ্য হইতে পারে না। অতএব ব্যাবহারিক বেদ্যত্বও তুমি স্বীকার কর না বলিতে হইবে। সুতরাং, তাহাই আমি যদি সাধন করি, তাহা হইলে সিদ্ধসাধনের আর অবকাশ থাকিতে পারে না।

আরও দেখ, স্বয়ংপ্রকাশত্বের বিরোধী বেদ্যত্বসাধক অনুমানান্তরদ্বারাও সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবিত হইতে পারে। যথা,—

অনুভূতি পদটী—স্বপ্রতিপাদ্যবিষয়ক জ্ঞানজন্য,

যেহেতু—তাহা পদ।

যেমন, যাহাতে পদত্ব আছে, তাহাতে স্বপ্রতিপাদ্যবিষয়ক জ্ঞানজন্যত্বও আছে। যথা—কুম্ভ এই পদ।

এস্থলে দেখ, সাধ্য আর বেদ্যত্ব হইল না, তবে প্রকারান্তরেই জ্ঞানে বেদ্যত্ব

আসিল। অর্থাৎ, অনুভূতি-পদের প্রতিপাদ্য হইল জ্ঞান, তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানজন্যত্বকে 'পদে' সাধন করিলেই জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানকে সাধন করা হইল, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞান যে স্বয়ংপ্রকাশ, অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয়, তাহা খণ্ডিত হইল। অতএব এই অনুমানদ্বারা তোমার অনুমানের সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

যদি বল, শব্দনিত্যত্ববাদীর মতে পক্ষে স্বগোচরগোচরজ্ঞানজন্যত্বরূপ সাধ্যটী কিরূপ থাকিবে? কারণ, পক্ষীভূত পদটী নিত্য হওয়াতে জ্ঞানজন্য হইতে পারে না, ইত্যাদি।

তাহা হইলে উত্তরে বলিতে হইবে যে, শব্দ নিত্য হইলেও শব্দের প্রয়োগ নিত্য নহে। অতএব প্রয়োগের জন্য মূলভূত শব্দার্থের জ্ঞান আবশ্যক হইবে। আর তাহা হইলে শব্দপ্রতিপাদ্যার্থবিষয়কজ্ঞানজন্যত্ব অনুভূতি পদপ্রয়োগে থাকিলেই শব্দেও তাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে—উপচরিত হইবে। এস্থলে সাধ্যে প্রথম স্বগোচর শব্দ না দিয়া যদি কেবল গোচরজ্ঞানজন্যত্ব অর্থাৎ যৎকিঞ্চিদ্‌বিষয়ক-জ্ঞানজন্যত্ব সাধন করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন হইবে। কারণ, যাঁহারা জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব সাধন করেন, তাঁহারাও অনুভূতিপদ-প্রয়োগে যৎকিঞ্চিৎ-জ্ঞানজন্যত্ব স্বীকার করিয়াই থাকেন। অতএব ইহার দ্বারা জ্ঞানকে জ্ঞানান্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এরূপ আপাদন হয় না। সুতরাং, বেদান্তীর অভিমতবিরুদ্ধ কিছু সাধন করা গেল না। এজন্য স্বগোচরগোচর এইরূপ পদটীর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা বলিলে আর এই দোষ হয় না। কারণ, অনুভূতিপদের গোচর শব্দে জ্ঞানই বুঝায় এবং তদ্‌গোচরজ্ঞানজন্যত্ব-শব্দদ্বারা জ্ঞানবিষয়ক-জ্ঞানজন্যত্বই বুঝাইয়া যায়। সুতরাং, এতাদৃশ সাধ্য সাধন করিলে জ্ঞানকে জ্ঞানান্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার না করিলে নিস্তার নাই। অতএব সিদ্ধসাধন দোষ নাই। অর্থাৎ স্বগোচর-গোচরজ্ঞানজন্যত্ব পদটীই গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব বলিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানদ্বারা যেরূপ বেদান্তীর স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমান দূষিত হয়, এই বেদ্যত্বসাধক দ্বিতীয় অনুমানদ্বারাও তদ্রূপ উক্ত সৎপ্রতিপক্ষকে সুদৃঢ় করা যাইতে পারে।

এইবার নৈয়ায়িকের উক্ত সৎপ্রতিপক্ষভূত দ্বিতীয় অনুমানে যে গঙ্গাপুরী

দ্বিতীয় সৎপ্রতিপক্ষের উত্থান ও খণ্ডন।

নন্বু কিমত্র গোচরশব্দেন বিষয়মাত্রমুচ্যতে, কিংবা বাচ্যোঽর্থঃ, অথ লক্ষ্যো বা? ন তাবৎ প্রথমদ্বিতীয়ৌ। সিদ্ধসাধনতাপত্তেঃ। অভ্যুপেয়তে হি অনুভূতিশব্দবাচ্যস্য অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্টস্য জ্ঞানস্য জ্ঞানগোচরতা। তৃতীয়ে তু মুখ্যার্থবিবক্ষয়া প্রযুক্তগঙ্গাদিপদৈঃ ব্যভিচারঃ—ইতি চেৎ, মৈবম্। লক্ষকপদং পক্ষীকৃত্য লক্ষকপদত্বেন লক্ষকগঙ্গাদিপদবৎ, লক্ষ্যজ্ঞানজন্যত্বানুমানাৎ। ১৫

ভট্টারক আপত্তি করেন, নৈয়ায়িক তাহা প্রদর্শন করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন।

অনুবাদ।—আচ্ছা, এই অনুমানে সাধ্যঘটক গোচরশব্দ দ্বারা কি বিষয়মাত্রের গ্রহণ হয়? অথবা বাচ্যার্থের গ্রহণ হয়? কিংবা লক্ষ্যার্থের গ্রহণ হয়? প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ হইতে পারে না, কারণ, সিদ্ধসাধন হয়। তোমরাও অনুভূতিশব্দবাচ্য অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট জ্ঞানের জ্ঞানবিষয়ত্ব স্বীকার করিয়াই থাক। আর তৃতীয় পক্ষে মুখ্যার্থের বিবক্ষানিবন্ধন উচ্চারিত গঙ্গাদি পদে এই হেতুটী ব্যভিচরিত হইয়া যাইবে। এইরূপ শঙ্কা করাও উচিত নহে। কারণ, লক্ষকপদকে পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া লক্ষকপদত্বরূপ হেতুদ্বারা লক্ষক গঙ্গাদিপদের দৃষ্টান্তানুসারে লক্ষ্যজ্ঞানজন্যত্বের অনুমান করিতে পারা যায়।

তাৎপর্য্য—এইবার গঙ্গাপুরী ভট্টারক নৈয়ায়িকের উক্ত দ্বিতীয় সৎপ্রতিপক্ষটী খণ্ডন করিতেছেন।

গঙ্গাপুরী বলিতেছেন যে, উক্ত দ্বিতীয় অনুমানে সাধ্যকোটিতে প্রবিষ্ট স্বগোচরশব্দদ্বারা বিষয়মাত্রের গ্রহণ কর, অথবা বাচ্যার্থের গ্রহণ কর? কিংবা লক্ষ্যার্থের গ্রহণ কর?

যদি বল, বিষয় মাত্রের গ্রহণ করি, তাহা হইলে বলিব যে, নৈয়ায়িকের অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। কারণ, আমরাও অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে জ্ঞানান্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার করি। কেবল শুদ্ধচৈতন্যই জ্ঞানের বিষয় হয় না। উপাধিসংমিশ্রিত যে চৈতন্য, তাহা জ্ঞানের

বিষয় কেন হইবে না? অতএব স্বগোচরশব্দে সামান্যরূপে বিষয়ের গ্রহণ করিলে, জ্ঞানশব্দের দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য-রূপ যে বিষয়, সেই বিষয়েরও গ্রহণ করা যায়, এবং তাহা জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া তদ্বিষয়কজ্ঞানজন্যত্ব পক্ষে সিদ্ধই আছে। সুতরাং, সিদ্ধসাধন হইবে।

আর দ্বিতীয় পক্ষেও সিদ্ধসাধন দোষ হয়। কারণ, জ্ঞানশব্দবাচ্য ত শুদ্ধ চৈতন্য হইবে না; কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্যরূপ জ্ঞানকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা ত জ্ঞানের বিষয় আমিও স্বীকার করি। অতএব তদ্বিষয়কজ্ঞানজন্যত্ব সিদ্ধই আছে। সুতরাং, এপক্ষেও সিদ্ধসাধন দোষ হয়।

আর তৃতীয়পক্ষে ব্যভিচাররূপ দোষ হয়। কারণ, গোচরশব্দের অর্থ 'লক্ষ্য' করিলে সাধ্যটী স্বলক্ষ্যার্থবিষয়কজ্ঞানজন্যত্বরূপ হয়। আর তাহা হইলে ব্যভিচার হয়; কারণ, পদত্বহেতুটী মুখ্যার্থাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত গঙ্গাদিপদে থাকে, কিন্তু তাহাতে স্বলক্ষ্যার্থভূত-তীরাদিবিষয়কজ্ঞানজন্যত্ব নাই। যেহেতু, মুখ্যার্থা-ভিপ্রায়ে গঙ্গাদি পদের প্রয়োগ করিবার জন্য লক্ষ্যার্থজ্ঞানের আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু মুখ্যার্থজ্ঞানেরই আবশ্যকতা থাকে। অতএব মুখ্যার্থজ্ঞানজন্যত্ব তাহাতে থাকিতে পারে। লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্যত্ব থাকে না। সুতরাং, হেতু আছে, সাধ্য নাই বলিয়া ব্যভিচার দোষ হইল।

এতদুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, না, এ সব দোষ হয় না। তৃতীয় পক্ষটাই আমার অভীষ্ট। সে পক্ষে ব্যভিচার দোষটী হয় না। কারণ, গোচর শব্দের অর্থ যদি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে হেতুটী লক্ষকপদত্ব করিব। অতএব মুখ্যার্থাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত গঙ্গাদিপদে লক্ষকপদত্বরূপ হেতুই থাকিবে না, অতএব লক্ষ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানজন্যত্বরূপ সাধ্য না থাকিলেও কোন ব্যভিচার হয় না। আর তাহা হইলে আমার অনুমানটী যেরূপ হইল, তাহা এই—

উভয়বাদিস্বীকৃত জ্ঞানের বিষয়ে যে অনুভূতি, অর্থাৎ বেদান্তমতে অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য এবং নৈয়ায়িকের মতে জ্ঞানমাত্র, তাহার বাচক এবং শুদ্ধ অনুভূতির লক্ষক যে পদ, তাহা— } — স্বলক্ষ্যার্থ বিষয়ক জ্ঞানজন্য।

যেহেতু, লক্ষকপদত্ব তাহাতে আছে।

যেমন, তীরাদিলক্ষক গঙ্গাদি পদ।

এস্থলে উভয়বাদিস্বীকৃত জ্ঞানের বিষয় যে অনুভূতি, অর্থাৎ বেদান্তমতে অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, যাহা নৈয়ায়িকমতে জ্ঞানমাত্র, তাহার বাচক, এবং বেদান্তীর মতসিদ্ধ শুদ্ধ অনুভূতির লক্ষক যে পদ, তাহাই হইল পক্ষ। এইরূপ পক্ষনির্দ্দেশ করিবার কারণ, নৈয়ায়িকের মতে যাহা জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকৃত জ্ঞান, তাহা বেদান্তীর মতে অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য মাত্র। তাহা বেদান্তীর মতে অনুভূতি শব্দের বাচ্য, এবং যাহা অন্তঃকরণবৃত্তিরহিত চৈতন্য, তাহা অনুভূতি শব্দের লক্ষ্য। এস্থলে সেই লক্ষ্যরূপ যে জ্ঞান, তাহাতে বেদ্যত্ব সাধন করিলেই নৈয়ায়িকের অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়, এবং বেদান্তীর মতখণ্ডন হয়। আর যদি উভয়বাদি-স্বীকৃত বাচ্যার্থভূত জ্ঞানে বেদ্যত্ব সাধন করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন হইবে, অর্থাৎ নৈয়ায়িকের অভি-প্রেত সিদ্ধ হইবে না। এজন্য পক্ষটীকে এই ভাবে নৈয়ায়িক নির্দ্দেশ করিলেন। তাহার পর এস্থলে যাহা সাধ্য হইল, তাহা "স্বলক্ষ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানজন্যত্ব" এবং যাহা "হেতু" হইল তাহা "লক্ষকপদত্ব" বুঝিতে হইবে।

এখন নৈয়ায়িক বলিতেছেন যে, এস্থলে পদমাত্রকে পক্ষ করিয়া লক্ষক-পদত্বকে হেতু করিলে ভাগাসিদ্ধি, এবং বাধ দোষ হয়। কারণ, ভাগা-সিদ্ধির লক্ষণ হইতেছে—পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন হেতোরভাবঃ, অর্থাৎ পক্ষের একদেশে হেতু না থাকা। এস্থলে পদমাত্রকে পক্ষ করায় পদত্বটী পক্ষতাবচ্ছেদক হয়, সেই পদত্ব বাচকপদেও আছে, লক্ষকপদেও আছে। কিন্তু, সেই বাচকপদে লক্ষকপদত্বরূপ হেতু নাই, অতএব পক্ষের একদেশে হেতু না থাকা রূপ উক্ত ভাগাসিদ্ধি দোষ হইল। তাহার পর দেখ, এস্থলে বাধদোষ আবার কি করিয়া হয়? ইহার কারণ বাধের লক্ষণ হইতেছে—অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যে সাধ্যাভাব পক্ষে থাকা, অর্থাৎ পক্ষে সাধ্য না থাকা। এস্থলে পদত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ পদমাত্রে স্বলক্ষ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানজন্যত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধ করিতে যাইলে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপ পদত্ব লক্ষকপদে যেরূপ থাকে, সেইরূপ বাচকপদেও থাকে বলিয়া বাচকপদটী পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অন্তর্গত হইল। তাহাতে কিন্তু স্বলক্ষ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানজন্যত্বরূপ সাধ্য নাই। অতএব, পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যাভাববৎপক্ষরূপ বাধ দোষ হইল, অর্থাৎ পক্ষে সাধ্য

থাকিল না। কিন্তু, লক্ষকপদকে পক্ষ করায় তাহা হইল না। কারণ, বাচকপদটী পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অন্তর্গত হইল না। এতএব তাহাঁতে হেতু এবং সাধ্য না থাকায় বাধ এঁবং ভাগাসিদ্ধি প্রভৃতি কোন দোষ হইল না।

তাহার পর, কেবল লক্ষকপদমাত্রকেই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিলে বেদান্তী এই অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষের উদ্ভাবন করিবেন; কারণ, তাহাঁদের মতে অনুভূতি-পদ প্রমাত্রাদির লক্ষক হয়, অতএব অনুভূতিপদে লক্ষকপদত্ব আছে। সেই প্রমাত্রাদিলক্ষক অনুভূতিপদে প্রমাতৃরূপ লক্ষ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানজন্যত্ব, এই অনুমানের পূর্ব্বেই বেদান্তীর মতে সিদ্ধ আছে; কারণ, তাঁহারা প্রমাতাকে ত জ্ঞানের অবিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না। এই সিদ্ধসাধন বারণের জন্য অনুভূতির লক্ষক যে অনুভূতিপদ, তাহাকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করা হইল। তাহার পর, নৈয়ায়িক যদি অনুভূতির লক্ষক যে অনুভূতিপদ, এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হইবে; কারণ, তাঁহার মতে বেদান্তিমতসিদ্ধ অনুভূতিপদের লক্ষ্য স্বপ্রকাশ অনুভূতিপদার্থ নাই; অতএব এতাদৃশ অনুভূতিপদার্থ না থাকায় অনুভূতিলক্ষকপদরূপ পক্ষের অপ্রসিদ্ধিনিবন্ধন আশ্রয়াসিদ্ধি হইবে। কারণ, আশ্রয়াসিদ্ধির অর্থ হইতেছে "পক্ষের অপ্রসিদ্ধি।" যেমন, গগণকুসুমকে পক্ষ করিয়া সুরভিত্বকে সাধ্য করিলে পক্ষে সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি হয়। কারণ, এখানে গগণকুসুমরূপ পক্ষটী অপ্রসিদ্ধ বস্তু। যদি নৈয়ায়িক এইরূপ বস্তু স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার বেদান্তিমতে প্রবেশাপত্তিদোষ হইবে। এই জন্য তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। অতএব আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ দুর্ণিবার হইল। এইজন্য পক্ষমধ্যে 'উভয়বাদিস্বীকৃত অনুভাব্যরূপ অনুভূতিবাচক' এইরূপে নির্দ্দেশ করা হইল।

যাহা হউক, এতদূরে নৈয়ায়িক দেখাইলেন যে, তাঁহার প্রদর্শিত যে সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান, তাহাতে কোন দোষ নাই, অর্থাৎ নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে তাহা হইলে গঙ্গাপুরী ভট্টারকের প্রদর্শিত দোষবশতঃ নৈয়ায়িকের মতটী সদোষ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিল না, ইত্যাদি।

অতঃপর নৈয়ায়িক, সামান্যরূপে স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানের দোষ প্রদর্শন করিয়া স্বপ্রকাশত্বে যে প্রমাণ নাই, তাহারই উপসংহার করিতেছেন।

স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানে নৈয়ায়িকের শেষ আপত্তিদ্বয়

কিং চ অনুভূতিপদাভিধেয়স্য স্বপ্রকাশত্বম্ অভিধীয়তে ভবদ্ভিঃ, উত লক্ষ্যস্য ? নাদ্যঃ। অপসিদ্ধান্তাপাতাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। প্রতিবাদিনং প্রতি আশ্রয়াসিদ্ধেঃ। সকলধর্ম্মাতীতস্য অদ্বিতীয়স্য অনুভূতিপদলক্ষ্যস্য পরৈঃ অনঙ্গীকারাৎ।

কিং চ স্বপ্রকাশতায়াং সতি প্রমাণে তদ্বেদ্যত্বম্, অসতি চ সাধকাভাবাৎ এব ন তৎসিদ্ধিঃ ইতি সৈষা ঔপনিষদানাম্ উভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ ইতি অলম্ অতিবিস্তরেণ। ১৬

অনুবাদ—আরও আপনি কি অনুভূতিপদের বাচ্যার্থের স্বপ্রকাশত্ব প্রতিপাদন করেন, অথবা লক্ষ্যার্থের স্বপ্রকাশত্ব প্রতিপাদন করেন? প্রথম পক্ষটী হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় পক্ষটীও হইতে পারে না। কারণ, প্রতিবাদীর পক্ষে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হয়। সকল ধর্ম্মরহিত অদ্বিতীয় বস্তুই অনুভূতিপদের লক্ষ্য—ইহা অপরে স্বীকার করেন না।

তাহার পর, স্বপ্রকাশত্বসাধক প্রমাণ থাকিলে সেই প্রমাণের তাহা বিষয় হইয়া যায়, আর না থাকিলে সাধকপ্রমাণ না থাকাতেই স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। ইহাই সেই বেদান্তীদিগের পক্ষে উভয়তঃ পাশা রজ্জুর ন্যায় হইয়া থাকে। এইরূপে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ১৬

তাৎপর্য্য—এতদূরে আসিয়া নৈয়ায়িক, গঙ্গাপুরী ভট্টারকের আপত্তিখণ্ডন শেষ করিলেন, এক্ষণে সাধারণভাবে সমগ্র বেদান্তিমতের উপর দোষারোপ করিবার জন্য স্বপ্রকাশত্বে যে, কোন প্রমাণ নাই, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এস্থলে দুইটী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটী এই যে,—

স্বপ্রকাশত্বসাধক যে-কোন অনুমানই প্রদর্শন করা যাউক না কেন? তাহাতে সর্ব্বত্রই দোষ ঘটিবে। কারণ, পক্ষের নিরূপণ ভিন্ন অনুমান হইতে পারে না। সেই পক্ষের নিরূপণ এস্থলে হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানেরই স্বপ্রকাশত্বসাধন করিলে বেদান্তমত সিদ্ধ হইবে। সেই জ্ঞানকে কোন পদের

দ্বারাই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে স্বপ্রকাশত্বরূপ সাধ্যের অনুমিতি করিতে হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানটী স্বপ্রকাশ এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, জ্ঞানশব্দের ব্যাচ্যার্থভূত অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যকে কি জ্ঞানশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইতেছে, কিংবা জ্ঞানশব্দের লক্ষ্যার্থ যে শুদ্ধচৈতন্য, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে ?

যদি বল, জ্ঞানশব্দে তাহার বাচ্যার্থকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা হইলে নৈয়ায়িক বলিবেন যে, বাচ্যার্থের স্বপ্রকাশত্বসাধন করিলে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান বেদান্তীর হইবে। অপসিদ্ধান্ত ২৪ প্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে অন্যতম। ইহার অর্থ—সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া তাহার ত্যাগ বুঝায়। এস্থলেও বেদান্তীর মতে অন্তঃকরণবৃত্তি বিশিষ্টচৈতন্যকে স্বপ্রকাশ বলিয়া ব্যবহার নাই, কেবল শুদ্ধচৈতন্যেরই সেইরূপ ব্যবহার আছে, অতএব প্রকৃতস্থলে বিশিষ্টচৈতন্যের স্বপ্রকাশত্বসাধন করিলে স্বীকৃত সিদ্ধান্তের পরিত্যাগ করা হইল। অতএব জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থের স্বপ্রকাশত্বসাধন করিতে পারা যায় না।

আর যদি জ্ঞানশব্দের লক্ষ্যার্থ অবলম্বনে স্বপ্রকাশত্বসাধনরূপ দ্বিতীয় কল্পটী গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানপদের লক্ষ্য যে-কোন পদার্থ, তাহারই স্বপ্রকাশত্বসাধন করা যায় না। ইহার কারণ, জ্ঞানপদের লক্ষ্য প্রমাতাও হইতে পারে, এবং প্রমেয় ঘটপটাদিও হইতে পারে, অথবা শুদ্ধচৈতন্যও হইতে পারে। সাধারণরূপে জ্ঞানপদের যে লক্ষ্য, তাহার স্বপ্রকাশত্বসাধন করিলে প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়প্রভৃতি সকল জগতেরই স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহা ত বেদান্তীর অভীষ্ট নহে। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও অপসিদ্ধান্ত দোষ হইবে। এজন্য জ্ঞানপদের লক্ষ্যার্থকে বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানপদের লক্ষ্য যে বিশুদ্ধচৈতন্য তাহার নির্দ্দেশ করিয়া স্বপ্রকাশত্বের অনুমান করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অনুমানে আশ্রয়াসিদ্ধিদোষ হইবে। কারণ, আশ্রয়াসিদ্ধির অর্থ—পক্ষের অপ্রসিদ্ধি। এস্থলে বেদান্তীর মতে জ্ঞানপদের লক্ষ্যভূত বিশুদ্ধচৈতন্যরূপ পক্ষটী থাকিলেও নৈয়ায়িকের মতে নির্ব্বিশেষ, অদ্বিতীয়, উৎপত্তিনাশরহিত জ্ঞানপদার্থ একটী নাই ; অতএব নৈয়ায়িককে লক্ষ্য করিয়া স্বপ্রকাশত্বের

অনুমান প্রয়োগ করিতে যাইলেই তাঁহার দৃষ্টিতে এই অনুমানটী আশ্রয়াসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হইবে। অতএব জ্ঞানপদের লক্ষ্যার্থ অবলম্বনে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ করা যায় না। এক কথায়, জ্ঞানপদের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ কোন অর্থ অবলম্বনেই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ করা যায় না। ইহাই হইল বেদান্তীর প্রতি নৈয়ায়িকের সাধারণভাবে আপত্তি দুইটীর মধ্যে প্রথম আপত্তি। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় আপত্তি রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বহু দেখা যায়।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, স্বপ্রকাশত্বসাধনের জন্য যদি কোনরূপ প্রমাণের প্রদর্শন করা যায় তাহা হইলে, স্বপ্রকাশপদার্থটী জ্ঞেয় অর্থাৎ বেদ্য হইয়া পড়িবে, অথবা তাহা বেদান্তীর অভিমত নহে। স্বপ্রকাশ বস্তু যে কোন জ্ঞান-দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে—ইহা বেদান্তী স্বীকার করেন না। সুতরাং, স্বপ্রকাশ পদার্থ আছে বলিয়া যেরূপেই প্রমাণ করিতে যাইবে, তাহাতেই ব্যাঘাত দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। যাহাকে প্রমাণ করিবে, তাহা ত বেদ্য হইবেই, আর বেদ্য হইলে তাহা আর স্বপ্রকাশ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে—যাহার সাধনের জন্য প্রমাণের উপন্যাস, সেই প্রমাণদ্বারা তাহার অভাব সিদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্বে যে কোনরূপ প্রমাণ নাই —তাহাই সিদ্ধ হয়, অথবা স্বপ্রকাশ বস্তুই নাই—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়।

আর যদি বল, স্বপ্রকাশত্বসাধক প্রমাণ নাই, অথচ সেরূপ বস্তু আছে, তাহা হইলে তাহা কে স্বীকার করিবে? লোকে সর্ব্বত্র প্রমাণদ্বারা বস্তুসিদ্ধি করিয়া থাকে। এস্থলে যদি প্রমাণ না রহিল, কিন্তু স্বপ্রকাশ বস্তু আছে বলা যায়, তাহা হইলে তাহা উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এইরূপে দেখা যায়—বেদান্তিগণের যে স্বপ্রকাশবস্তুস্বীকার, তাহা উভয়তঃ পাশা রজ্জুর ন্যায়। অর্থাৎ একটী পশুকে যদি দুইদিক্ দিয়া এক রজ্জুরফাসের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সেই পশুটী যখন যেদিকে যাইবে, তখন সেই দিকেই একটী রজ্জুর ফাঁস পড়িয়া থাকে; তদ্রূপ বেদান্তীরও দশা হইল বুঝিতে হইবে। প্রমাণ প্রদর্শন করিলেও দোষ, না করিলেও দোষ।

যাহাহউক, এতদূরে গ্রন্থকার স্বপ্রকাশত্বে যে প্রমাণ নাই, তাহাই প্রদর্শন করিলেন। পূর্ব্বে তাহার লক্ষণ নাই—প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং, দেখা

স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ-নির্ণয়।

অত্র উচ্যতে—

"অপরোক্ষব্যবহৃতের্যোগ্যস্যাধীপদস্য নঃ।
সম্ভবে স্বপ্রকাশস্য লক্ষণাসম্ভবঃ কুতঃ॥"

ন তাবৎ স্বয়ংপ্রকাশে লক্ষণাসম্ভবঃ। "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতায়াঃ তল্লক্ষণত্বাৎ। ন চ যোগ্যতালক্ষণধর্ম্মাঙ্গীকারে অব্যাপ্তিঃ, মোক্ষদশায়াং তদসম্ভবাৎ, অপসিদ্ধান্তাপত্তিঃ চ ইতি শঙ্কনীয়ম্; যোগ্যত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বস্য তত্ত্বাৎ গুণবত্ত্বাত্যন্তাভাবা-

---

গেল যে, স্বপ্রকাশত্বের কোন লক্ষণও নাই এবং কোন প্রমাণও নাই। আর তাহার ফলে বেদান্তীর সিদ্ধান্তই অসঙ্গত হইল। বস্তুসিদ্ধি করিতে হইলেই লক্ষণ ও প্রমাণের আবশ্যকতা হয়; লক্ষণ ও প্রমাণ না থাকিলে কোন বস্তুই সিদ্ধ হয় না। অতএব স্বপ্রকাশত্বে সেই লক্ষণ ও প্রমাণ নাই—ইহাই দেখাইয়া গ্রন্থকার নৈয়ায়িকের মুখ দিয়া বেদান্তমতের দোষ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর তিনি প্রথমে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া পরে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন। সুতরাং, এক্ষণে দেখা যাউক, স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ কি?

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান এইবার কথিত হইতেছে। "আমার মতে অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হইয়া জ্ঞানের অবিষয় স্বপ্রকাশের সম্ভব হইলে স্বপ্রকাশলক্ষণের অসম্ভাবনা কেন হইবে" স্বপ্রকাশের লক্ষণ যে অসম্ভবদোষদুষ্ট ইহা বলা যায় না। ইহার লক্ষণ—

"অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যত্ব"

হইতে পারে। আর ইহার উপর যদি বল যে, যোগ্যতারূপ ধর্ম্মের অঙ্গীকার করিলে অব্যাপ্তি দোষ হইবে; কারণ, মোক্ষদশাতে জ্ঞানের কোন ধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, এবং এই ধর্ম্ম স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তপরিত্যাগ হইবে—ইত্যাদি, তাহাও ঠিক নহে। কারণ, অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য এই শব্দের অর্থ এই যে,

"অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব।"

যেরূপ, গুণবত্ত্বের অত্যন্তাভাবের যে অনধিকরণ, তাহাতে দ্রব্যত্ব থাকে, তদ্রূপ যোগ্যত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণ যে বস্তু, তাহাতেই অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব

নধিকরণত্বং দ্রব্যত্ববৎ; তেন ন অব্যাপ্তিঃ। নাপি অপসিদ্ধান্তঃ, কাল্পনিকধর্ম্মাণাং সংসারদশায়াম্ অভ্যুপগমাৎ।

"অক্ষমা ভবতঃ কেয়ং সাধকত্বপ্রকল্পনে।
কিং ন পশ্যসি সংসারং তত্রৈবাজ্ঞানকল্পিতম্॥"

ইতি সুরেশ্বরাচার্য্যবচনাৎ।

"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ"

ইতি পঞ্চপাদিকাচার্য্যবচনাৎ চ। মোক্ষদশায়াং চ বিবক্ষিতধর্ম্মাভাবে অপি কদাচিৎ সত্ত্বেন তদত্যন্তাভাবানধিকরণত্বস্য "গুণাশ্রয়ো দ্রব্যম্" ইতিবৎ সিদ্ধেঃ। ১৭

থাকিবে। অতএব অব্যাপ্তি হইবে না এবং অপসিদ্ধান্তও হইবে না। সংসারদশাতে আত্মার উপর কাল্পনিক ধর্ম্মের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। কারণ, সুরেশ্বরাচার্য্য ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—অদ্বিতীয় আত্মার সাধকত্ব কল্পনা করিলে তোমার এইরূপ অসহিষ্ণুতা কেন হয়? সেই অদ্বিতীয় আত্মাতে অজ্ঞানদ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চই কল্পিত হইয়াছে—ইহা কি তুমি দেখিতে পাও না, ইত্যাদি। আর পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন। যথা—"আনন্দ, বিষয়ানুভব, নিত্যত্ব, ইত্যাদি ধর্ম্ম আত্মার আছে" ইত্যাদি। তাহার পর মোক্ষদশাতে আত্মার উপর বিবক্ষিত কোন ধর্ম্ম না থাকিলেও কোন কালে অর্থাৎ সংসারদশাতে ধর্ম্মের সত্তাবশতঃ অপরোক্ষ-ব্যবহারযোগ্যত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বরূপ লক্ষণের, 'গুণাশ্রয় দ্রব্য' ইত্যাদি লক্ষণের ন্যায় সিদ্ধি হইতে পারে।

তাৎপর্য্য—এইবার গ্রন্থকার স্বয়ং স্বপ্রকাশ পদার্থের লক্ষণ নির্ণয় করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে কারিকার দ্বারা স্বপ্রকাশের লক্ষণ নির্ব্বচন করিয়া তাহার ব্যাখ্যারূপে নিজেই বিস্তৃতভাবে লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। লক্ষণটী হইল "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বম্"। অর্থাৎ, স্বপ্রকাশ বস্তুটী জ্ঞানের অবিষয় হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশটী স্বপ্রকাশলক্ষণের মধ্যে শেষ লক্ষণটীই গ্রন্থকার

স্বপ্রকাশের লক্ষণ বলিয়া এস্থলে ঘোষণা করিলেন। যদিও পূর্ব্বে এই লক্ষণের খণ্ডনপ্রদর্শন করা হইয়াছে, তথাপি ইহাই নির্দ্দোষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, বাস্তবিক সে সকল দোষ যে ইহাতে নাই, তাহা গ্রন্থকার ক্রমে দেখাইতেছেন।

দেখ, পূর্ব্বে ইহার উপর যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই যে— প্রথম—অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বরূপ ধর্ম্ম যদি স্বপ্রকাশ বস্তুর লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ, মোক্ষদশাতে স্বপ্রকাশ বস্তুই থাকে, বেদান্তী তাহাতে কোন ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। অত-এব তাহাতে অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বরূপ ধর্ম্ম না থাকায় উহা উহার লক্ষণ হইতে পারিল না। দ্বিতীয়টী এই যে, মোক্ষদশাতে স্বপ্রকাশবস্তুতে যদি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বেদান্তীর মতে অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ স্বসিদ্ধান্তপরিত্যাগরূপ দোষ আইসে, ইত্যাদি।

এখন এতদুত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, এই দুইটী দোষ এস্থলে হইতে পারে না; কারণ, অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব শব্দের অর্থ তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, সেরূপ নহে। উহার অর্থ অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বের যে অত্যন্তাভাব অর্থাৎ 'অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বং নাস্তি' ইত্যাকারক যে অভাব, সেই অভাবের অনধিকরণত্ব অর্থাৎ সেই অভাবের অধিকরণ না হওয়া। অর্থাৎ সেই অভাবের অধিকরণত্বের অত্যন্তাভাবই অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব। যে বস্তু কোনকালে যে ধর্ম্মের অধিকরণ হয়, সেই বস্তু সেই ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবাধিকরণ কোন কালে কোনরূপেই হইতে পারে না। কারণ, তার্কিকগণের মতে অত্যন্তাভাবটী সংসর্গাভাববিশেষ। সংসর্গাভাব তিনটী; যথা—প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব। নিত্য অথচ যে সংসর্গাভাব, তাহাই অত্যন্তাভাব। ধ্বংস ও প্রাগভাব নিত্য নহে; কারণ, ধ্বংসের উৎপত্তি আছে এবং প্রাগভাবের নাশ আছে। অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি বা নাশ কিছুই নাই। এখন অত্যন্তাভাবটী এইরূপ সংসর্গাভাব হওয়ায়, যেস্থলে প্রতিযোগী কোন কালে থাকে, সে স্থলে তাহার অত্যন্তাভাব সম্ভবই হইতে পারে না। কারণ,প্রতিযোগী যে সময় থাকে, সে সময় প্রতিযোগীর অভাব থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তাহা হইলে বিরোধ হয়। এক সময় প্রতিযোগী এবং তাহার অভাব একাধিকরণে না

থাকাই ত বিরোধ। আর, যদি এক সময় একাধিকরণে তাহারা থাকে বলা হয়; তাহা হইলে বিরোধ নামক পদার্থ কোন কিছুই থাকিল না।

যদি বল, প্রতিযোগী এবং অভাব এক সময় একাধিকরণে থাকে না, এরূপ কোন নিয়ম নাই। কারণ, এক ভূতলে ঘটও আছে এবং তাহার অন্যোন্যা-ভাবও আছে, অর্থাৎ ঘটভেদও আছে। কারণ, ভূতল কিছু ঘট নহে। তদ্রূপ, ঘট ও ঘটাত্যন্তাভাব, ইহারা উভয়ে একসময়ে একস্থানে থাকিতে পারে? অতএব ইহাদের বিরোধ নাই। ইহাও কিন্তু ঠিক নহে। দেখ, যাহাকে তুমি দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে তাহাই ঠিক নহে। কারণ, অন্যোন্যাভাবের প্রতি-যোগী ঘট হয় না, কিন্তু ঘটতাদাত্ম্যই হয়। অতএব তাদাত্ম্যরূপ প্রতিযোগী যেখানে আছে, সেখানে তাদাত্ম্যের অভাব ত নাই। অতএব অভাব এবং প্রতিযোগীর বিরোধের নিয়মে কোন ব্যভিচার হইল না। যদি অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী ঘটকে স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে ভূতলে প্রতিযোগী ঘট আছে এবং তাহার অন্যোন্যাভাবও আছে বলিয়া বিরোধ নাই—ইহা বলা চলিত। কিন্তু তাহা নৈয়ায়িক কিংবা আমরা কেহই স্বীকার করি না। অতএব তাদা-ত্ম্যের যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব এবং ঘটের যে অভাব, তাহাই অত্যন্তা-ভাব বলিতে হইবে। এরূপ না বলিলে ঘটের অত্যন্তাভাব এবং ঘটের অন্যোন্যাভাবের কোন পার্থক্যই থাকিবে না। ইহার কারণ—ঘট উভয়া-ভাবেরই প্রতিযোগী হইতেছে। তাহার অভাবে কি করিয়া ভেদ থাকিতে পারে? এজন্য বলিতে হইবে যে, ঘটতাদাত্ম্যপ্রতিযোগিক যে অভাব, তাহা অন্যোন্যাভাব, এবং ঘটপ্রতিযোগিক যে অভাব, তাহাই অত্যন্তাভাব, অতএব প্রতিযোগী কোনরূপে থাকিলে তাহার অভাব থাকিতে পারে না—এই নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই।

আর যদি বল যে, অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাবের ঘটপ্রতিযোগিকত্ব সমান হইলেও অভাবদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য হইবার কারণ এই যে, অন্যোন্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাটী তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্না এবং অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাটী অন্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্না। অতএব এই সম্বন্ধভেদনিবন্ধন অভাবের ভেদাভাব হইবে না, এজন্য অভাব এবং প্রতিযোগীর বিরোধে পুনরায় ব্যভিচার হইল, ইত্যাদি।

ইহাও কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, প্রাচীনগণ অভাবের প্রতিযোগিতা

মাত্রেরই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করেন না। ইহা স্বীকার করিলে 'প্রতিবন্ধ্য প্রতিবন্ধকভাব', 'কার্য্যকারণভাব' ইত্যাদি স্থলে অনেক গৌরব হইয়া পড়ে। ইহা অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। আরও দেখ, যদি, এই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাভেদে অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাব পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এক ঘটের সংযোগ-সমবায়-কালিক-স্বরূপ-প্রভৃতি অনন্ত সম্বন্ধভেদে তাহার অভাব ভিন্ন ভিন্ন হইবে এবং তাহা অত্যন্তাভাব হইতে অভাবান্তরই হইয়া যাইবে। ইহাতে এমন কি কোন যুক্তি আছে যে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতার অভাব হইলে সে অন্যোন্যাভাবের ভিতরই থাকিবে, এবং সংযোগাদি যেকোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব হইলে তাহারা সকলেই অত্যন্তাভাব হইবে? বস্তুতঃ, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই শব্দদ্বারাও ইহাই বুঝায় যে, সংসর্গপ্রতিযোগিক যে অভাব, তাহার নাম সংসর্গাভাব, এবং তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিক যে অভাব, তাহার নাম অন্যোন্যাভাব। আর তাহা হইলে প্রতিযোগী এবং অত্যন্তাভাবের বিরোধ ভঙ্গ হইল না। অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী যদি তাদাত্ম্য হইল, তাহা হইলে সেই তাদাত্ম্য ঘটেই থাকিবে, আর সেই তাদাত্ম্যে অভাব থাকিল না। অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রতিযোগীর সহিত এক সময় এক অধিকরণে কোন অভাবই থাকিতে পারে না।

এখন অত্যন্তাভাবটী নিত্য ও সংসর্গাভাব হওয়ায় উহার প্রতিযোগীকে কোনকালে বা কোন অধিকরণে রাখিতে পারা যাইবে না। অতএব পূর্ব্বকালে অথবা প্রতিযোগীর বিনাশানন্তর অত্যন্তাভাব থাকে এরূপ বলিতে হইবে। কিন্তু সেরূপ বলিলেও দোষ হয়। কারণ, প্রতিযোগীর পূর্ব্বকালে অত্যন্তাভাব আছে, পশ্চাৎ প্রতিযোগী উৎপন্ন হইল—ইহা স্বীকার করিলে অত্যন্তাভাবের বিনাশিত্ব আসিয়া পড়িবে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যুক্তির অনুসারে বিরোধনিবন্ধন প্রতিযোগীর কালে অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। অতএব সেই সময়ে বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য্য। আর তাহা স্বীকার করিলে অত্যন্তাভাবটী প্রাগভাবরূপে পরিণত হইল। ঐরূপ প্রতিযোগীর উত্তরকালে অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে উহা উৎপত্তিমান হইবে, আর তাহা হইলে তাহা ধ্বংসে পরিণত হইয়া যাইবে। সুতরাং, সংসর্গাভাবের ত্রিবিধ ভেদ করাই